নবনারী।

অর্থাৎ

নয় নারীর জীবন চরিত

শ্রীনীলমণি বসাক

কর্ত্তৃক

সংগৃহীত।

কলিকাতা।

সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৭৪।

তাহাও তোমার প্রভাবে অগুরু চন্দন জ্ঞান করিব, আর, তোমার সঙ্গে যদি তরুমূলে বাস করি তাহাও স্বর্ণ পুরী হইতে সহস্র গুণে সুখজনক। তোমার দুঃখে দুঃখ, তোমার সুখে সুখ, তোমা বিনা সকল অন্ধকার। যদি কানন ভ্রমণে ক্ষুধা বা তৃষ্ণা হয় তবে তোমার শ্যামরূপ দর্শনে তাহা নিবারণ করিব। বিশেষ, অনেক তীর্থ পর্য্যটন হইবেক, অপূর্ব্ব বন ও গিরি দর্শন করিব। আমি যখন পিত্রালয়ে ছিলাম, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বলিতেন এই কন্যা পতি সঙ্গে বন বাস করিবে। ব্রাহ্মণের কথা কখন মিথ্যা নহে, আমার অদৃষ্টে বনবাস আছে তাহা কে খণ্ডন করিতে পারিবে। এক্ষণে তুমি যদি আমাকে সঙ্গে লইয়া না যাও তবে আমি আত্মহত্যা করিব, তাহাতে তুমি স্ত্রীবধের অপরাধী হইবে।

জনকনন্দিনী এই প্রকার উত্তর করিলে রাম বলিলেন, সীতে! তোমার মন পরীক্ষার্থ আমি এই সকল কথা কহিয়াছিলাম। তুমি যদি নিতান্ত আমার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা কর তবে অঙ্গাভরণ পরিত্যাগ কর। এই কথা শুনিয়া সীতা মহা আহ্লাদিতা হইয়া আভরণ খুলিয়া, যাহাকে সম্মুখে দেখিলেন, তাহাকে দিলেন এবং ভাণ্ডারে যে বস্ত্র ও ধন ছিল তখনই তাহা সকল বিতরণ করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভাই! তুমি গৃহে থাকিয়া সকলকে পালন কর; দাস দাসীদিগের

সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করিবে; কখন রাজ্য লইবার আশা করিও না। পিতা মাতা আমাকে না দেখিয়া কাতর হইবেন; কিন্তু তোমাতে আমাতে অভেদাত্মা; অতএব তোমাকে দেখিলেও অনেক সান্ত্বনা পাইবেন। লক্ষ্মণ বলিলেন আমি আপনার সেবক, আপনি যদি অরণ্য গমন করিবেন আমিও আপনার অনুচর হইয়া সঙ্গে যাইব। বিশেষ, তুমি আমি এক, বিমাতা তাহা জানেন; অতএব আমি তোমার সঙ্গে গমন না করিলে তিনি কি মনে করিবেন; এবং সেবক বিনা তুমি সীতাকে লইয়া কি প্রকারে বনে বনে ভ্রমণ করিবে। অতএব আমি এখানে থাকিব না তোমার সঙ্গে যাইব। রাম বলিলেন যদি নিতান্তই সমভিব্যাহারী হও তবে উত্তম ধনুক ও শর সঙ্গে লও। কেননা বন মধ্যে অনেক রাক্ষস রাক্ষসী আছে তাহাদের সঙ্গে সতত যুদ্ধ দ্বন্দ্ব হইবে। এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ উত্তম উত্তম ধনুক ও শর বাছিয়া লইলেন। তদনন্তর রাম বলিলেন, আমরা বনে চলিলাম, আমাদের ধনে প্রয়োজন নাই; অতএব পুরোহিত ও সৎকুলজাত ব্রাহ্মণ আনাইয়া, যিনি যাহা চাহেন তাহাকে তাহা দান কর; এবং দরিদ্র ভিক্ষুক দীন অনাথ যাহারা আমাদের দুঃখে দুঃখী তাহাদের যে যাহা যাচ্ঞা করে তাহা তাঁহাদিগকে দাও; চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে যেন কাহাকেও অন্যত্র ভিক্ষা করিতে না হয়। এই আজ্ঞা পাইয়া লক্ষ্মণ

মুক্ত হস্তে তাবৎ ধন বিতরণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে অনেকে অনেক ধন পাইল এবং যে অতি দরিদ্র ছিল সেও ধনাঢ্য হইল।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা অরণ্য গমনে প্রস্তুত হইলেন। যে রাম লক্ষ্মণ সোণার চতুর্দ্দোলায় গমন করিতেন, কখন ভূমিতে পাদ ক্ষেপণ করেন নাই; ও যে সীতা কখন সূর্য্যের মুখাবলোকন করেন নাই: তাঁহারা অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া রাজপথে দাঁড়াইলেন। তাঁহাদিগের এই অবস্থা দেখিয়া অযোধ্যা বাসী স্ত্রী পুরুষ আবাল বৃদ্ধ সকলে হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ কেকয়ীর বশতাপন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বনে দিলেন এই অপবাদে তাবৎ নগর পূর্ণ হইল।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা রাজার নিকটে বিদায় হইতে গেলেন। রাজা তখন শোকে ব্যাকুল হইয়া কাল ভুজঙ্গিনী কেকয়ী রাণীকে নানা প্রকার তিরস্কার করিতে ছিলেন। পরে রামচন্দ্র বিদায় হইতে আসিয়াছেন এই সংবাদ হইলে তিনি মহিষী গণকে ডাকিতে বলিলেন। তাহারা আসিয়া রাজার চতুর্দ্দিকে বসিলে রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতা তিন জনে রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন মহারাজ! অনুমতি হউক আমরা বনে গমন করি। রাজা রোদন করিতে করিতে বলিলেন বৎস! তোমার সঙ্গে আমার পুনর্দ্দর্শনের আশা নাই; তোমার শোকে আমার জীবনান্ত

নিশ্চিত; অতএব আমিও তোমার সঙ্গে কাননে গমন করিব। রাম বলিলেন পুত্রের সঙ্গে পিতার অরণ্য গমন অবিধি। রাজা বলিলেন তবে তুমি অদ্য বন যাত্রা করিও না কল্য যাইও; অদ্য আমি তোমাকে দেখিয়া মনের আশা পূর্ণ করি। রাম বলিলেন এক রাত্রির জন্য কেন এক টা অপযশ থাকিবে। বিশেষ, তাহা হইলে বিমাতা ঠাকুরাণী মন্দ কহিবেন; অতএব অদ্যই কাননে গমন করা শ্রেয়ঃ।

রাজা এই কথা শুনিয়া সুমন্ত্র সারথিকে আজ্ঞা করিলেন রামের সঙ্গে তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও বহুমূল্য ধন দাও; অরণ্য মধ্যে অনেক পুণ্য স্থান ও তপস্বী আছেন, রাম এই সকল ধন তাহাদিগকে দান করিবেন। রাজা এই আজ্ঞা করিলে কেকয়ী অত্যন্ত ম্লানবদনা হইয়া রাজাকে বলিলেন মহারাজ আপনি ভরতকে সকল রাজ্য দিয়াছেন; অতএব এই সকল ধন লইয়া রামকে দেন এ কোন বিচার। রামচন্দ্র বলিলেন পিতঃ! বিমাতা উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি অরণ্য গমন করিব আমার অশ্ব হস্তী ও অর্থে কি প্রয়োজন; আমি বল্কল পরিধান করিয়া অরণ্য ভ্রমণ করিব, কেবল লক্ষ্মণ ও সীতা আমার সঙ্গে যাইবে, অন্য কোন দ্রব্যের প্রয়োজন নাই। কেকয়ী রাণী পূর্ব্বে বল্কল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, রাম বল্কলের নাম করিবা মাত্র তিনি সেই বল্কল আনাইয়া দিলেন। তদবলোকনে রাজা দশরথ

ও তাঁহার সাত শত রাণী রোদন করিতে লাগিলেন; এবং কৈকেয়ীকে সকলে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন যে পিতৃ সত্য পালনার্থে কেবল রামই বনে যাইবেন, লক্ষ্মণ ও সীতাকে কি জন্য বন প্রেরণ কর। অপর, রাম ও লক্ষ্মণ বল্কল পরিধান করিলেন, কিন্তু সীতা তাহা কিরূপে পরিধান করিবেন, সকলের এই মহাভাবনা হইল। পরে সভাসদ ও মন্ত্রিগণ এই বিধান করিলেন যে সীতার বল্কল পরিধানের প্রয়োজন নাই, তিনি বসন ও অলঙ্কারাদি পরিধান করিবেন।

ইহা স্থির হইলে, রাজাজ্ঞাতে সুমন্ত্র রাজভাণ্ডার হইতে উত্তম পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কার আনিয়া দিল। জানকী ঐ বেশ ভূষায় ভূষিতা হইয়া ত্রিভুবনমোহিনী রূপ ধারণ করিয়া রাজার চরণে দণ্ডবৎ করিলেন। তৎপরে কৃতাঞ্জলি পুটে কৌশল্যা রাণীর সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন। কৌশল্যা রাণী বলিলেন সীতে! তুমি রাজার কন্যা ও রাজার বধূ, তোমার আচরণ দেখিয়া ত্রিভুবন চলিবে; অতএব তুমি সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে এবং স্বামির সেবা করিবে। স্বামী নিধন বা ধনবান্ হউন, স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের উত্তম ধন আর নাই। সীতা বলিলেন জননি! আমাকে অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় জ্ঞান করিবেন না, স্বামির সেবা আমি পরম ধর্ম্ম জানি, এবং স্বামির সেবা করিতে পাই এই আমার কামনা এবং সেই জন্য আমি

বন গমনে ব্যগ্র, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন স্বামি পদ আমার সার হয়। কৌশল্যা বলিলেন তোমার তুল্য বধূ এই নবীন বয়সে অরণ্যে যাইবে ইহাতে আমার আত্যন্তিক খেদ জন্মিতেছে। তদনন্তর কৌশল্যা রাণী রামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন দেখ রাম! জানকী অতি সুন্দরী, বন অতি ভয়ানক; তুমি তাহাকে লইয়া মুনির আশ্রমে সতত সাবধানে থাকিবে। সুমিত্রা বলিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি রামকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিবে, শাস্ত্রে বলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃ তুল্য, অতএব সর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞাকারী হইয়া থাকিবে, এবং সীতাকে মাতার অধিক জ্ঞান করিবে। রাম বলিলেন, মাতঃ! তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যদি তিন জনে একত্র থাকি, তাহা হইলে ত্রিভুবনে আমরা কাহাকেও শঙ্কা করি না। তদনন্তর রাম আর সকল রাজমহিষীকে বন্দনা করিলেন, এবং কেকয়ীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, মা! আশীর্ব্বাদ কর, আমি বন প্রস্থান করি। কেকয়ী কোন উত্তর করিলেন না। অনন্তর রাম মাতাকে পিতার চরণে সমর্পণ করিয়া বলিলেন আমি যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন না করি, আপনি আমার মাতাকে পালন করিবেন। রাজা বলিলেন আমি যদি জীবিত থাকি তবে তাহা অবশ্য করিব; কিন্তু তুমি বনে চলিলে, আমি তোমাকে এক আজ্ঞা করি, তুমি তাহা লঙ্ঘন করিও না, তুমি তিন দিবস রথারোহণে গমন কর। এই কথায় সুমন্ত্র

রথ আনয়ন করিল। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা তদারোহণে যাত্রা করিলেন।

রাম যাত্রা করিলে অযোধ্যা নগরস্থ সমস্ত লোক রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; এবং রাজা দশরথ যদিও উত্থান শক্তি রহিত তথাপি পুত্রকে দেখিবার জন্য বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তদ্দৃষ্টে রাম সারথিকে বলিলেন, সারথে! আমি পিতার দুর্গতি আর দেখিতে পারি না, তুমি শীঘ্র রথ চালাও। এ কথায় সারথি বেগে রথ চালাইতে লাগিল, তাহাতে ক্ষণেকের মধ্যে রথ দৃষ্টির অগোচর হইল। তখন রাজা অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িলেন, এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবল রাম চিন্তা করিতে লাগিলেন। রামের বনবাসে আপামর সাধারণ সকল লোক অসুখী হইল।

যখন অযোধ্যাতে সকলে এই রূপ শোক সাগরে মগ্ন; তখন রথারোহণে রামচন্দ্র তমসা নদীর কূলে উপনীত হইয়া তথায় স্নান ও ফলাহার করিলেন। তৎপরে লক্ষ্মণ কতকগুলিন বৃক্ষের পত্র বিছাইয়া দিলেন তাহাতে রাম ও সীতা শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ ধনুক বাণ হস্তে লইয়া জাগরিত থাকিলেন। পর দিবস প্রাতঃস্নানাদি করিয়া তমসা নদী ও তৎ পরে গোমতী নদী পার হইয়া ইক্ষ্বাকুর দেশ দিয়া গঙ্গাতীরে কোশল রাজ্যে উপস্থিত হইয়া জাহ্নবীর কূলে বৃক্ষ মূলে বসিলেন। সারথি অশ্ব চরাইতে লাগিল। পরে দিব্যাব-

সানে পুনর্ব্বার শকটারোহণ করিয়া পর দিবস, শৃঙ্গবের নগরে গুহক চণ্ডাল নামক তাঁহার এক বন্ধুর গৃহে গিয়া সুমন্ত্র সারথিকে বিদায় দিলেন। গুহক চণ্ডাল তাঁহাকে রাখিবার জন্য অনেক যত্ন করিল, কিন্তু রাম তাহাতে সম্মত না হইয়া পর দিবস গঙ্গা পার হইয়া অগ্রে আপনি, মধ্যে সীতা, পশ্চাতে লক্ষ্মণ, এইপ্রকারে দুই ক্রোশ পদ ব্রজে গমন করিয়া গঙ্গা যমুনার মধ্য স্থলে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ভরদ্বাজ মুনি তাঁহাদের বনবাসের কথা শুনিয়া বিস্তর বিলাপ করিলেন, এবং তাঁহাদের সেই খানে অবস্থিতির জন্য অনেক আকিঞ্চন করিলেন। কিন্তু অযোধ্যা নগর তথা হইতে অধিক দূর নহে, তথায় থাকিলে কি জানি ভরত তাঁহাকে লইতে আইসেন, এই আশঙ্কায় তথায় অবস্থিতি না করিয়া যমুনা পার হইয়া সীতাকে মধ্যে লইয়া রাম লক্ষ্মণ গমন করিতে লাগিলেন। সীতা কখন পথ ভ্রমণ করেন নাই গমনে অত্যন্ত ক্লান্তা হইলেন; এবং অগ্নিতে ক্ষীরের পুত্তলি যেমন গলিত হয়, সূর্য্য কিরণে তাহার কোমল শরীর তদ্রূপ হইল। অনন্তর যমুনা পার হইয়া চিত্রকূট অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই খানে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া থাকিলেন।

এ দিকে সুমন্ত্র রামকে শৃঙ্গবের পুরে রাখিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলেন। রাজা দশরথ পুত্রশোকে পূর্ব্বাবধি আহার নিদ্রা বর্জ্জিত এক্ষণে ঐ সংবাদে আরও শোকাকুল হইয়া শয্যাগত হইলেন, এবং বলিলেন

আমি সরযূ তীরে এক বার মৃগয়ার্থ গমন করিয়াছিলাম। ঐ সময়ে অন্ধক মুনির পুত্র নদী হইতে কলস করিয়া জল লইয়া যাইতেছিল। আমি তাহা না জানিয়া মৃগ বোধ করিয়া তাহাকে নষ্ট করিয়াছিলাম। পরে ঐ মৃত পুত্রকে মুনির সন্নিধানে লইয়া দিলে মুনি সরযূ নদীর তীরে পুত্রের তর্পণ করিয়া পুত্র শোকে প্রাণ ত্যাগ কালে আমাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে আমি যেমন পুত্র শোকে প্রাণ ত্যাগ করিলাম তুমিও সেই প্রকার পুত্র শোক পাইবে। অতএব সে কথা কখন ব্যর্থ হইবেক না, অদ্যই রামের শোকে আমার প্রাণ ত্যাগ হইবেক। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার হিমাঙ্গ হইল এবং সেই রাত্রেই রাজা দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই অচিন্তনীয় ঘটনায় সকল রাজ মহিষী, বিশেষতঃ কৌশল্যা দেবী, অধিক মনস্তাপ পাইলেন। অনন্তর, পুত্র নিকটে নাই রাজার মুখানল কে করিবে, এই জন্য বশিষ্ঠ মুনি ব্যবস্থা দিলেন যে তাঁহার শব তৈলের মধ্যে রাখিয়া হস্তিনা নগর হইতে ভরত শত্রুঘ্নকে আনয়ন করা যাউক; ভরত আসিয়া পিতার মুখাগ্নি করিবেন। এই পরামর্শানুসারে তখনই হস্তিনা নগরে দূত প্রেরিত হইল। দূতগণ রথ যোগে পঞ্চম দিবসে তথায় উপনীত হইয়া ভরত ও শত্রুঘ্নকে রথারোহণ পূর্ব্বক অযোধ্যাতে লইয়া আসিল।

ভরত ও শক্রঘ্ন দুই ভাই অযোধ্যাতে আসিয়া পিতার মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন, এবং রামের বনবাসের মূল জানিয়া মাতাকে অশেষ রূপে ভর্ৎসনা করিলেন। তৎপরে সরযূতীরে পিতার মুখাগ্নি করিয়া তদীয় আদ্যক্রিয়া উপলক্ষে অনেক ধন, অন্ন, হস্তী ও গাভী দান করিলেন। এইরূপে দশরথের গতিক্রিয়া হইলে পর মন্ত্রিগণ ভরতকে সিংহাসনারূঢ় হইতে কহিলেন। কিন্তু ভরত উত্তর করিলেন রাজা বর্ত্তমানে সেবকের কর্ত্তব্য নহে যে রাজ্যভার গ্রহণ করে। রাম এ রাজ্যের ভূপতি, আমি তাঁহার কিঙ্কর; অতএব তাঁহার রাজ্য আমাকে অর্হে না। বিশেষ, আমার মাতা কর্ত্তৃক তাঁহার বনবাস হইয়াছে; অতএব আমি কখন সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারিব না। আমি ও শক্রঘ্ন উভয়ে তাঁহার অন্বেষণে যাইব, এবং তাঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক যে রূপে পারি মাতার দোষ জন্য আমাদের প্রতি তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিয়া তাঁহাকে আনিয়া রাজসিংহাসনে বসাইব।

ইহা বলিয়া ভরত ও শক্রঘ্ন চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে তপস্বির বেশে রামের অন্বেষণ করিতে করিতে চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়া দেখিলেন যে এক পর্ণশালার দ্বারে রামচন্দ্র বসিয়া আছেন, সীতা তন্মধ্যে, এবং লক্ষ্মণ বাহিরে আছেন। শ্রীরাম দর্শনে ভরত গললবস্ত্র হইয়া তাঁহার পদানত হইলেন। রাম তাঁহাকে

তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর ভরত রামের চরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, আপনি কাহার বাক্যে রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে আসিয়াছেন। বামা জাতির বামা বুদ্ধি; তাহাদের কথায় কে কোথায় রাজ্য ত্যাগ করে বা দেশান্তরে যায়। মাতা যে অপরাধ করিয়াছেন সে অপরাধ আমার, তাহা মার্জ্জনা করিয়া দেশে চলুন, আপনি অযোধ্যার ভূষণ; আপনা বিনা অযোধ্যা অন্ধকার। রাম বলিলেন ভরত! তুমি পণ্ডিত হইয়া কেন বিমাতার অনুযোগ কর; আমি পিতৃ আজ্ঞায় বনবাস আসিয়াছি; বিমাতার কিছু মাত্র দোষ নাই। ইহা বলিয়া রাম পিতার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে বশিষ্ঠ মুনি তাঁহার মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রাম পিতার মৃত্যু সংবাদে উচ্চৈঃ স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, এবং লক্ষ্মণ ও সীতাও রোদন করিতে লাগিলেন। পরে বশিষ্ঠ মুনির বিধানানুসারে তিন দিবস অশৌচ গ্রহণানন্তর রাম পিতৃ শ্রাদ্ধাদি করিলেন। তদনন্তর ভরতকে নানা প্রকার বুঝাইয়া বলিলেন অযোধ্যা নগর শূন্য; কোন দিন কোন শত্রু আসিয়া রাজ্য নষ্ট করিবে; অতএব তুমি যাইয়া রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন কর। চতুর্দ্দশ বৎসর গতপ্রায়; তাহার পর সকলে পুনর্ব্বার একত্র হইব। ভরত কহিলেন, সিংহের ভার শৃগালে কি কখন বহন করিতে পারে! না; আমি কি প্রকারে রাজ্যশাসন করিব! কিন্তু যদি একান্ত গৃহে না যান তবে

আমাকে আপনার চরণচিহ্ন পাদুকা প্রদান করুন, আমি তাহা সিংহাসনে স্থাপন করিয়া আপনার নামে রাজ্য করিব, যদি তাহা না করেন তবে আমি ও আপনার সঙ্গে বনপ্রবাস করিব। এ কথা শুনিয়া রাম তাঁহাকে আপনার পাদুকা প্রদান করিলেন। ভরত ঐ পাদুকা মস্তকে লইয়া স্বদেশে আসিয়া তাহা সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে ছত্র দণ্ড ধরাইয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন।

ভরতের গমনান্তে কিছু দিবসের পর লক্ষ্মণ কহিলেন, দাদা! এখানে থাকিলে ভরত পুনর্ব্বার লইতে আসিবেন, অতএব এখানে অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য নহে, অন্যত্র চল। এই আশঙ্কায় রাম লক্ষ্মণ সীতা সমভিব্যাহারে অগস্ত্য পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন। ঐ পর্ব্বতে আগমন মাত্র অগস্ত্য মুনি অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত সমাদরে আপন আশ্রমে লইয়া গেলেন। ঐ মুনির আশ্রমে কতক দিবস বাস করিয়া তাঁহারা পঞ্চবটী বনে গমন করিলেন ও তথায় কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে লঙ্কাতে রাবণ রাজা ছিলেন। লঙ্কা লবণ সমুদ্র মধ্যস্থ এক দ্বীপ। এক্ষণে উহার নাম সিংহল দ্বীপ। ঐ দ্বীপ পূর্ব্বে রাক্ষস জাতির অধিকার ছিল, কিন্তু তাহারা দেবতাগণের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ করিত, এই জন্য দেবতাগণ তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া রাক্ষস বংশ ধ্বংস করণানন্তর লঙ্কা অধি-

কার করিয়া বিশ্বশ্রবা মুনির পুত্র বৈশ্রবণকে ঐ রাজ্য দিয়াছিলেন।

কিন্তু সংগ্রাম কালে কতকগুলা রাক্ষস লঙ্কা হইতে পলায়ন করিয়া পাতাল মধ্যে লুকাইয়াছিল। বৈশ্রবণ লঙ্কাধিপতি হইলে তাহাদের পুনরায় লঙ্কাধিকারের বাঞ্ছা হওয়াতে সুমালী নামে রাক্ষসাধ্যক্ষ আপন দুহিতা নিকষাকে বলিল তুমি বিশ্বশ্রবা মুনির স্থানে গমন কর, এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তদ্দ্বারা পুত্র উৎপাদন কর, সেই পুত্র লঙ্কাধিকারী হইবেক। বিশেষ, ঐ পুত্র বৈশ্রবণের বৈমাত্র ভ্রাতা হইবেক, তাহাতে রাজ্য পাওয়া সম্ভব। নিকষা পিতৃবাক্যে বিশ্বশ্রবা মুনির নিকট যাইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। মুনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তাহাতে নিকষা এই প্রার্থনা করিল যে আপনকার দ্বারা আমার দুই পুত্র হউক। বিশ্বশ্রবা মুনি ঐ প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া বলিলেন, তোমার গর্ভে দুই পুত্র জন্মিবে; কিন্তু তাহারা দুর্জ্জয় রাক্ষস হইবেক। নিকষা মুনিকে প্রণাম করিয়া বলিল প্রভো! আমার অভিলাষ সিদ্ধ করিলে, তাহাতে প্রফুল্ল হইলাম। কিন্তু আমার সন্তান দুর্জ্জয় রাক্ষস হইবে ইহাতে দুঃখিত হইলাম; অতএব সর্ব্বগুণ বিশিষ্ট আর এক পুত্র আমাকে দেউন। মুনি কহিলেন তোমার আর এক পুত্র সর্ব্বগুণবিশিষ্ট হইবেক।

এই কথা শুনিয়া নিকষা রাক্ষসী অতিশয় আনন্দিতা হইল। পরে যথাকালে তাহার তিন পুত্র হইল। জ্যেষ্ঠ রাবণ; তাহার দশমুণ্ড, বিংশতি হস্ত ও বিংশতি লোচন। দ্বিতীয় কুম্ভকর্ণ, তাহার প্রকাণ্ড শরীর। তৃতীয় সর্ব্বগুণ বিশিষ্ট বিভীষণ। রাবণ অত্যন্ত বলবান্ ও দিগ্বিজয়ী হইলেন। কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত অলস; অহরহ নিদ্রা যাইতেন। বিভীষণ পরম ধার্ম্মিক ছিলেন এবং স্বজাতির ন্যায় নরহিংসা বা অন্য অত্যাচার করিতেন না।

রাবণ ক্রমে ক্রমে অনেক দেশ জয় করিলেন, এবং আপনি বাহু বলে লঙ্কা অধিকার করিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে রাবণের অসংখ্য পরিবার হইল। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে মেদিনী কম্পমানা হইল। রামায়ণে ইহাও লিখিত আছে যে তাঁহার ভয়ে দেবতারা তাঁহার আজ্ঞাকারী হইয়াছিলেন।

এই রাবণের সূর্পনখা নাম্নী এক সহোদরা ছিল। সে কতকগুলা নিশাচর সমভিব্যাহারে অরণ্য ভ্রমণ করিতে করিতে পঞ্চবটী বনে রাম ও লক্ষ্মণের ভুবনমোহন রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিতা হইয়া পরম রমণীয় বেশে তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া আপন প্রখর স্মর রোগের সান্ত্বনার্থ রামের শরণাগত হইল। রাম কহিলেন, দেখ আমার ধর্ম্মপত্নী সঙ্গে, অতএব আমি তোমার কামনা সিদ্ধ করিতে অক্ষম। রাক্ষসী এই কথায় লক্ষ্মণের নিকট সেই

রূপ প্রার্থনা করিল। লক্ষ্মণ কহিলেন, আমি তপস্বী আমা কর্ত্তৃক তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে না। রাম, লক্ষ্মণ উভয়ে এই রূপ নৈরাশ করিলে সুর্পনখা বিবেচনা করিল যে সীতার জন্যই আমার কার্য্য সিদ্ধি হইল না। অতএব বদন ব্যাদান করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। তাহাতে লক্ষ্মণ সীতাকে রক্ষা করিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা তাহার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিলেন। সুর্পনখা ঐ ক্রোধে স্বীয় সমভিব্যাহারী রাক্ষস সেনা লইয়া যুদ্ধারম্ভ করিল।—কিন্তু রাম ঐ রাক্ষসগণের নিধন করিলেন। তাহাতে সুর্পনখা আরও মনঃপীড়া পাইয়া স্বীয় সহোদর রাবণের নিকট যাইয়া এই রূপ কহিল যে রাজা দশরথের পুত্র রাম ভার্য্যা সহ বনে আগমন করিলে দেখিলাম যে তাহার পত্নী সীতা অতি রূপবতী এবং স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালে তত্তুল্য সুন্দরী নারী নাই। অতএব তোমার জন্য তাহাকে আনিবার যত্ন করিয়াছিলাম। তাহাতে রাম আমার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া দিয়াছে।

রাবণ সুর্পনখার দুর্দ্দশা, বিশেষতঃ সীতার রূপের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সীতা হরণাভিলাষী হইয়া বিবেচনা করিলেন, যে রাম ও লক্ষ্মণ সর্ব্বদা সীতাকে রক্ষা করে, অতএব কৌশল দ্বারা তাহাকে হরণ করিতে হইবেক। মনে মনে এই স্থির করিয়া মারীচ নামক রাক্ষসকে ডাকিয়া কহিলেন, হে মারীচ! সীতা হরণ

বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করিতে হইবেক। তুমি কোন কৌশলে রাম লক্ষ্মণকে বনে ভুলাইয়া লইয়া যাইবে, আমি তপস্বির বেঁশে সীতাকে লইয়া আসিব। এই কর্ম্ম করিলে তোমার যথোচিত পুরস্কার করিব। মারীচ কহিল মহারাজ! রাম অত্যন্ত বীর, বাল্য কালে যখন যজ্ঞ নাশ করিতে যাইতাম, তখন তিনি যে রূপ বাণ ক্ষেপণ করিতেন তাহাতে আমরা অন্ধকার দেখিয়া ছিলাম। এখন তাঁহার যৌবনাবস্থা, সুতরাং অধিক বল ও শক্তি হইয়াছে; অতএব আমার দ্বারা এ কর্ম্ম সাধন হইবেক না। রাবণ কহিলেন, কি, আমার বাক্য অবহেলা কর, এই কথা বলিয়া তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। মারীচ কি করে, রাবণ মারিলেও মরিবে ও রাম মারিলেও মরিবে এই বিবেচনা করিয়া স্বীকার করিল।

তদনন্তর মারীচ পঞ্চবটী কাননে গমন করিল। রাবণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পরে রাম যে স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সীতাকে লইয়া ছিলেন, সেই খানে মারীচ মায়া বিদ্যা দ্বারা স্বর্ণ মৃগ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। সীতা ঐ স্বর্ণমৃগ দর্শনে রামকে কহিলেন, যদি ঐ মৃগ বধ করিয়া আনিতে পার তবে উহার চর্ম্ম বিছাইয়া কুটীর মধ্যে বসি। রামচন্দ্র সীতার পরিতোষার্থ লক্ষ্মণকে তাঁহার রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া মায়া মৃগ ধৃত করণার্থ গমন করিলেন। কিন্তু মৃগ তাঁহাকে দেখিয়া পলায়ন করিল। এই

প্রকারে মৃগের পশ্চাৎগামী হইলেন, কিন্তু কোন প্রকারে ধরিতে না পারিয়া তাহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময়ে মায়াবী রাক্ষস, ভাইরে লক্ষ্মণ মরিলাম, এই বলিয়া ভূমিতে পড়িল। সীতা কুটীর হইতে ঐ শব্দ শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, বুঝি রামের কোন বিপদ ঘটিয়াছে, নতুবা ভাইরে লক্ষ্মণ, এ কথা কেন বলিলেন। ইহা ভাবিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন যে তুমি যাইয়া দেখ, রামচন্দ্র তোমাকে কেন ডাকিলেন। বুঝি কোন রাক্ষস তাঁহাকে ধরিয়া থাকিবে। লক্ষ্মণ বলিলেন রামকে ধরে ব্রহ্মাণ্ডে এমত কে আছে? পরন্তু রাম আমাকে আপনার রক্ষার্থে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আমি আপনাকে শূন্য গৃহে একাকিনী রাখিয়া কিরূপে প্রস্থান করি।

সীতা ইহাতে লক্ষ্মণকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন, আর বলিলেন, এক ভ্রাতা রামের রাজত্ব লইয়াছে, তুমিও বুঝি আমাকে লইবার মানস করিয়াছ। এই জন্য শ্রীরামকে অবহেলা করিয়া এখান হইতে যাইতে চাহ না। লক্ষ্মণ বলিলেন আমাকে এরূপ ভর্ৎসনা করিবেন না, রামচন্দ্র যদিও সহোদর, তথাপি তাঁহাকে পিতার স্বরূপ জানি, এবং আপনাকে জননীর তুল্য জ্ঞান করি, অতএব এমত কটু কথা আমাকে আর বলিবেন না। আমি রামের আজ্ঞাতে এখানে আছি, যদি আপনি আজ্ঞা করেন তবে আমি তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিব না এখনি যাইতেছি। সীতা বলিলেন তবে

যাইয়া দেখ, রাম তোমাকে কি নিমিত্ত ডাকিলেন। এই কথায় লক্ষ্মণ স্বীয় ধনুক দ্বারা সীতা যে স্থানে ছিলেন তাহার চতুর্দ্দিকে রেখা দিলেন। তৎপরে সীতাকে বলিলেন আমি রামের উদ্দেশে চলিলাম, আপনি গৃহ মধ্যে থাকুন, কদাচ রেখার বহির্গত হইবেন না। সীতা বলিলেন, না হইব না।

রাবণ এই সকল কথা অন্তর হইতে শুনিলেন, পরে লক্ষ্মণ গমন করিলে তিনি স্বীয় শকট অন্তরে রাখিয়া ব্রহ্মচারির বেশে হস্তে ছাতি ও স্কন্ধে ঝুলি, সীতার কুটীরের বাহিরে দাঁড়াইয়া সীতার স্থানে ভিক্ষা চাহিলেন। সীতা ভিক্ষুক দেখিয়া কুটীর মধ্যে যে ফল মূলাদি ছিল তাহা লইয়া গণ্ডীর ভিতরে রাখিয়া বলিলেন এই ভিক্ষা লও। কিন্তু ছদ্মবেশী রাবণ রেখার ভিতর হইতে তাহা লইতে না পারিয়া সীতাকে বলি-লেন তুমি বাহিরে আসিয়া আমাকে ভিক্ষা দাও। সীতা বলিলেন আমি রেখার বাহির হইব না, তুমি এই স্থান হইতে ভিক্ষা তুলিয়া লও। ইহাতে ব্রহ্ম-চারিবেশী রাবণ কহিলেন যদি তুমি বাহিরে আসিয়া ভিক্ষা না দাও তবে আমি তোমার উপর মন্যু করিব। তখন সীতা কি করেন, ব্রহ্মশাপের শঙ্কায় লক্ষ্মণের উপদেশ অবহেলন করিয়া গণ্ডীর বাহিরে ভিক্ষা দিতে গেলেন। কিন্তু যেমন বাহির হইয়াছেন অমনি রাবণ বল পূর্ব্বক তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। সীতা বলি-লেন অরে পাপিষ্ঠ! তোর এই কর্ম্ম, তুই আমার

অঙ্গ স্পর্শ করিস্ না। রাবণ বলিলেন সীতে! তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই, আমি দশমুণ্ড রাবণ, আমার প্রতি তুমি অনুকূল হও। আমি তোমাকে আমার রাজ্যেশ্বরী করিব, এবং ইন্দ্রের অমরাবতী

আমার যত রাণী আছে সকলে তোমার দাসী হইয়া সেবা করিবে, তুমি তাহাদিগকে অন্ন দিলে তাহারা অন্ন পাইবেক। আর তোমাকে স্বর্ণ, মণি, মাণিক্যে ভূষিত করিব। অতএব তুমি বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কেন রামের সেবাতে জন্ম বিফল করিতেছ, আইস আমার সেবাতে পরম সুখে থাকিবে।

রাবণের এই কথা শুনিয়া সীতা বলিলেন, অরে দুরাত্মন্! তুই রামের নিন্দা কেন করিতেছিস্, রাম কেশরী, তুই শৃগাল। রাম তোকে সবংশে ধ্বংস করিবেন। এই কথায় রাবণ আপন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দন্ত কড় মড় পূর্ব্বক ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাতে সীতা অত্যন্ত ভীতা হইয়া কোথায় রাম, কোথায় লক্ষ্মণ, এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাবণ তাঁহাকে রথের উপর তুলিয়া লইয়া লঙ্কা অভিমুখে গমন করিলেন। সীতা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে ও রাম লক্ষ্মণকে ডাকিতে লাগিলেন, আর মনে মনে কহিলেন, হায়! লক্ষ্মণকে কেন পাঠাইলাম, তিনি নিকটে থাকিলে এ দুর্গতি কখন হইত না। এবং রাম

লক্ষ্মণ তাঁহার উদ্দেশ পায়েন এই জন্য স্থানে স্থানে অঙ্গাভরণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

রাবণ সীতার ক্রন্দনে দৃক্‌পাত না করিয়া তাঁহাকে একবারে সাগর পার লঙ্কায় লইয়া গেলেন। এবং তথায় যাইয়া সীতাকে নানা রূপে বুঝাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, হে দেবি! তুমি মিছা কেন বিলাপ কর, আমি লঙ্কার ঈশ্বর, আমার ঈশ্বরী হইয়া আমার অন্তঃপুরে পরম সুখে বাস কর। সীতা বলিলেন, তুমি এ দুরাশা ত্যাগ কর, আমার প্রভু রাম, তিনি আমার পতি, এবং তিনি আমার গতি; তাঁহা ভিন্ন আমি আর কাহাকেও জানি না; তুমি আমাকে হরণ করিয়াছ, তজ্জন্য রাম তোমাকে সবংশে বিনাশ করিবেন।

এই কথা শুনিয়া রাবণ তখন নিরস্ত হইলেন, কিন্তু রাম সীতা অন্বেষণে অবশ্য আসিবেন ইহা দৃঢ় জানিয়া স্থানে স্থানে রাক্ষসদিগকে প্রহরী করিয়া রাখিলেন; এবং সীতাকে অন্তঃপুরে না রাখিয়া অশোক বনে রাখিলেন। তথায় নানা মূর্ত্তি ধারিণী ভয়ঙ্করী নিশাচরী গণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিল, এবং সর্ব্বদা এই মন্ত্রণা দিতে লাগিল, যে তুমি রাবণের অনুগত হও। ইহাতে যদি সীতা অপ্রিয় উত্তর করিতেন তবে তাহারা তাঁহাকে ভর্ৎসনা এবং কেহ কেহ প্রহার করিতেও উঠিত। বিশেষতঃ তাঁহার প্রতি সুর্পনখার অত্যন্ত আক্রোশ, সে সর্ব্বদা তাঁহাকে দন্ত

কড় মড়ি করিত ও প্রহার করিতে চাহিত; কেবল রাবণের ভয়ে পারিত না। এই প্রকার দুরবস্থায় সীতা অশোক বনে বৃক্ষের মূলে থাকিলেন; কদাচিৎ ফলাহার করিতেন এবং মলিন বেশে ও মুক্ত কেশে রাম স্মরণ করিয়া অহরহ রোদন করিতেন।

অনন্তর যখন রাম মৃগ বিনাশ করিয়া কুটীরে প্রত্যাগমন করেন তখন পথি মধ্যে লক্ষ্মণকে দেখিয়া অনুযোগ করিলেন, ভাই তুমি সীতাকে একাকিনী রাখিয়া কেন আসিলে। লক্ষ্মণ কহিলেন, সীতা আপনকার চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া আমাকে আপনার অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন। আমি তাঁহাকে একাকিনী রাখিয়া আসিতে অসম্মত ছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে অনেক ভর্ৎসনা করিয়া পাঠাইলেন, এই জন্য আমি আসিয়াছি। তদনন্তর দুই ভ্রাতা গৃহে চলিলেন। গৃহে উপনীত হইয়া দেখিলেন, সীতা নাই, শূন্য গৃহ পড়িয়া আছে। ইহাতে উভয়ের মস্তকে একবারে বজ্রাঘাত হইল। রাম শূন্য গৃহ দেখিয়া অজ্ঞান হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, তাহার পর সীতে! সীতে! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, এবং প্রতি বন ও প্রতি স্থান ও প্রতি তরু মূল পাতি পাতি করিয়া দেখিলেন, এবং নদীতীর ও গিরি গুহা সকল অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু কোন স্থানে সীতাকে পাইলেন না। তাহাতে মহা ব্যাকুল হইয়া পুনর্ব্বার রোদন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর দুই ভ্রাতা আহার নিদ্রা ও

আলস্য ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে সীতার অন্বেষণে গমন করিলেন। কতক দূরে গমন করিয়া কুশবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কানন মধ্যে সীতার এক খান অলঙ্কার পড়িয়া আছে, এবং আরও কতক দূরে যাইয়া তাঁহার নিক্ষিপ্ত বসন দৃষ্টি করিলেন।

এইরূপে দণ্ডকারণ্য ছাড়াইয়া পম্পা নদী তটে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে নল, নীল, সুগ্রীব, সুষেণ ও হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার রাজা ছিলেন, পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর বালি রাজা তাঁহাকে রাজ্য ও দারচ্যুত করিয়া আপনি রাজা হয়েন। তাহাতে তিনি নিরুপায় হইয়া ঐ পর্ব্বতে বাস করিতে ছিলেন। তিনি দেখিয়া ছিলেন রাবণ এক নারীকে রথারোহণ করাইয়া লইয়া যাইতেছিল এবং ঐ নারীর নিক্ষিপ্ত এক খান অলঙ্কার তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ অলঙ্কার দেখাইলে রাম জানিলেন যে লঙ্কাধিপতি তাঁহার রমণী হরণ করিয়াছে। অতএব সুগ্রীবকে আপনার সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। সুগ্রীব বলিলেন, তুমি যেমন বিপদগ্রস্ত আমিও তদ্রূপ। অতএব তুমি আমার পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্তি বিষয়ে সহায়তা কর; আমিও তোমার সীতা উদ্ধারের সাহায্য করিব। রাম তাহাতে সম্মত হইলেন, এবং অগ্নি সাক্ষী করিয়া উভয়ে সত্য করিলেন। তদনন্তর রাম বালিকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্য প্রদান করিলেন। তাহার পর বর্ষাকাল আগত হওয়াতে চারি মাস সেই স্থানে অব-

স্থিতি করিলেন। তদনন্তর সুগ্রীব ও দক্ষিণ দেশস্থ আর আর ভূপতি তাঁহাদের সৈন্য সমভিব্যাহারে সাগর তটে গমন করিলেন এবং তথা হইতে হনুমানকে সীতার উদ্দেশ জন্য লঙ্কায় প্রেরণ করিলেন।

হনুমান সমুদ্র পার হইয়া এক মাসের পর লঙ্কায় উপস্থিত হইল। তাহার পর রাক্ষসদিগের শঙ্কায় দিবসে গোপন ভাবে থাকিয়া রজনী যোগে ছদ্মবেশে রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, এক ঘরে কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যাইতেছেন, আর এক ঘরে রাবণ এক পরম রূপবতী নারী ক্রোড়ে লইয়া মণিময় পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রিত আছেন, তাহার চতুর্দ্দিকে শত শত অপূর্ব্ব বেশ ভূষা ধারিণী কামিনীগণ নানাবিধ যন্ত্র লইয়া গান বাদ্য করিতেছে। হনুমান রাবণের ক্রোড়ে নারী দেখিয়া বিবেচনা করিল, বুঝি ইনিই সীতা হইবেন, কিন্তু তিনি মন্দোদরী। এই প্রকার হনুমান আর আর ঘরে আর আর অনেক নারী দেখিল এবং স্বর্ণ মণি মাণিক্যে রাবণের পুরী ইন্দ্রপুরী হইতে অধিক সুশোভিত দেখিল। কিন্তু কোন স্থানে সীতা দেবীর অন্বেষণ পাইল না। তাহাতে প্রাচীরে উঠিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিল যে রাবণের পুরীর সংলগ্ন, নানা জাতীয় পুষ্পে সুগন্ধিত, নানাবিধ মধুরালাপি ও অতি সুস্বরে গান কারী পক্ষিতে পরিপূর্ণ এবং স্থানে স্থানে স্বর্ণ নাট্যশালা সুশোভিত এক রম্য কাননে ভয়ানক মূর্ত্তি কতক গুলা রাক্ষসী ভ্রমণ ও কলরব

করিতেছে। তাহাতে হনুমান বিবেচনা করিল এই খানে সীতা দেবী থাকিতে পারেন, ইহা ভাবিয়া এক উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিল চেটীগণবেষ্টিত এক যুবতী নারী মলিন বসন পরিধানে ম্লানবদনা হইয়া এক বৃক্ষমূলে বসিয়া রোদন করিতেছেন। এই দেখিয়া হনুমানের মহা শোক জন্মিল এবং এক এক বার মনে করিল রাক্ষসী গণকে বিনাশ করিয়া ইঁহাকে লইয়া যাই।

হনুমান এই সকল ভাবনা করিতেছে। এমত সময়ে রাবণের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া দেখিলেন যে সুন্দর জ্যোৎস্না হইয়াছে এবং সুশীতল মন্দ মন্দ বায়ু সঞ্চার হইতেছে। তাহাতে মদনানলে উত্তপ্ত হইয়া রাবণ মন্দোদরী প্রভৃতি দশ শত কামিনী সমভিব্যাহারে সীতার সমীপে অশোক বনে গমন করিলেন। হনুমান তাহা দেখিয়া সীতা যে বৃক্ষের মূলে বসিয়াছিলেন গোপনভাবে সেই বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত ভাবে থাকিল। সীতা রাবণকে দেখিয়া ভয়ে প্রকম্পিতা হইলেন এবং বস্ত্রে অঙ্গাচ্ছাদন করত বক্ষঃস্থলে হস্তা-বরণ করিলেন। রাবণ বলিলেন, সীতে! তোমার শঙ্কা কি, এই লঙ্কা দেবতার অগম্য, তুমি কিসের ভয় করিতেছ। আর তুমি এমত সুন্দরী, রামের সেবাতে তোমার জন্ম গেল, এখন তাহাকে কেন ভাবিতেছ, সে নর বইতো অমর নহে, এত দিন কোন রাক্ষসের উদরে গিয়াছে। অতএব তাহার ভাবনায় কেন

আপনার শরীর শীর্ণ করিতেছ। দেখ আমি লঙ্কার একেশ্বর, আমার ভয়ে দেব দানব ও গন্ধর্ব্ব সশঙ্কিত। অতএব আমার ঈশ্বরী হইয়া সুখে কালযাপন কর; ইহা না করিয়া কেন আপনাকে দুঃখ দিতেছ। আমি তোমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছি এই জন্য ক্রোধ করিতে পার বটে, কিন্তু রাক্ষস জাতি বলে ও ছলে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে ইহা তাহাদের জাতীয় ধর্ম্ম; অতএব তজ্জন্য আমার প্রতি অকৃপা করিও না। ইহা বলিয়া দশানন আপন মস্তক সীতার চরণ তলে দিয়া কহিলেন দেখ রাবণের যে মুণ্ড কখন কাহার নিকটে নত হয় নাই তাহা তোমার পদানত, অতএব আমার প্রতি প্রসন্না হও আর যাতনা দিও না। রাবণ সীতার সম্মুখে নত হইলে সীতা ফিরিয়া বসিলেন। তাহার পর রাবণকে বলিলেন তুমি যদি আপন মঙ্গল অভিলাষ কর তবে আমাকে রাম হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে প্রণয় কর, নতুবা তিনি তোমায় সবংশে ধ্বংস ও লঙ্কা পুরী ছার খার করিবেন। পরন্তু গুরুজন ব্যতীত কেহ কাহার পদানত হয় না। অতএব যখন তুমি আমার চরণ ধারণ করিলে এবং আপনাকে সেবক রূপে বর্ণনা করিলে তখন আমাকে কোন কুকথা বলিও না; আমি রামের রমণী এবং রাম বিনা আর কাহাকে জানি না ও জানিব না।

এই কথায় রাবণ ক্রোধাভাসে সীতাকে বলিলেন দেখ আমি তোমাকে দশ মাস এখানে আনয়ন করি-

য়াছি; আরও দুই মাস তোমাকে কিছু বলিব না, তাহার পর যাহা হইবার তাহা হইবে। সীতা বলিলেন তুমি জানিও তোমার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিতেছে এবং এই কথা বলিয়া তাহাকে অনেক মিষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। রাবণ তাহাতে জ্বলদগ্নিপ্রায় হইয়া সীতাকে বিনাশার্থ খড়্গোত্তোলন করিল। তাহাতে রাবণ সমভিব্যাহারিণী কামিনীগণ সীতাকে ইঙ্গিত করিলেন যে রাবণ যাহা বলেন তাঁহাতে সম্মতা হও। কিন্তু সীতা তাহাতে ভীতা না হইয়া রাবণকে পুনঃ পুনঃ ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। মদনোন্মত্ত রাবণ তখন খড়্গ নিক্ষেপ করিয়া সীতার অঙ্গে হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইল। তখন মন্দোদরী রাণী বলিলেন তাহা করিলে নলকুবরের শাপ তোমাকে ফলিবে তুমি মরিবে।

এই কথায় রাবণ ক্ষান্ত হইলেন; কিন্তু প্রহরী রাক্ষসীদিগকে বলিয়া গেলেন যে সীতাকে ভাল করিয়া বুঝাও। রাক্ষসীগণ তাঁহাকে নানামত বুঝাইতে লাগিল। কিন্তু সীতা কোন মতে তাহাতে সম্মতা হইলেন না। তাহাতে কেহ খড়্গ কেহ বা দণ্ড লইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উঠিল; আর বলিল তোর জন্য আমরা এত ক্লেশ পাইতেছি, তোকে অদ্যই বিনাশ করিব। অধিকন্তু তাঁহার প্রতি শূর্পণখার অত্যন্ত আক্রোশ ছিল; সে বলিল এই বেটীর জন্য আমার নাক কাণ কাটা গিয়াছে; বেটীর গলায় নখ দিয়া ছিড়িয়া ফেলি, তাহা হইলে আমার খেদ যায়।

নিশাচরী এই রূপ কটু কাটব্য কহিল, কিন্তু সীতা মনে মনে রাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে ত্রিজটা নাম্নী এক রাক্ষসী কোন পরামর্শ জন্য অন্য রাক্ষসীদিগকে ডাকিল। তাহাতে তাহারা সীতার নিকট হইতে অন্তর হইলে হনুমান বৃক্ষ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক সীতার সন্নিকটে গিয়া আপনার পরিচয় দিল। অধিকন্তু তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত রাম যাহা করিতেছিলেন তাহা সকল কহিল। সীতা এই সকল সংবাদ শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিতা হইলেন এবং হনুমানকে যথেষ্ট আদর করিলেন। তদনন্তর হনুমানকে এই কথা বলিয়া বিদায় করিলেন আমি কেবল রাম স্মরণ করিয়া দশ মাস পর্য্যন্ত এই অবস্থাতে আছি। তিনি যদি আর দুই মাসের মধ্যে আমাকে উদ্ধার করেন তবে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিব; নতুবা এ জন্মের মত তাঁহাকে আর দেখিতে পাইব না। হনুমান বলিল জননি! আর দুই মাসের অপেক্ষায় কি প্রয়োজন, তুমি আমাকে আজ্ঞা কর আমি এই ক্ষণেই তোমাকে পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া এখান হইতে লইয়া যাইতেছি। সীতা কহিলেন বৎস তাহা কর্ত্তব্য নহে; তাহা হইলে রাবণের ন্যায় অপহরণের অপবাদ হইবে; রাবণকে বধ করিয়া আমাকে উদ্ধার কর; তাহা হইলে বীরত্ব প্রকাশ ও সকলের মুখ উজ্জ্বল হয়।

ইহা শুনিয়া হনুমান সীতার স্থানে বিদায় হইল।

পথে যাইতে রাক্ষসগণ তাহাকে ধরিল। কিন্তু সংহারে সমর্থ না হইয়া তাহার লাঙ্গুলে ও মুখে অগ্নি দিয়া ছাড়িয়া দিল। কিন্তু ইহাতে আপনারদেরই মন্দ করিল। কেন না প্রজ্বলিত লাঙ্গুল সহিত হনুমান তাবৎ ঘরে উঠিয়া অনেক ঘর দগ্ধ করিল এবং তাহাতে লঙ্কা শ্রী ভ্রষ্ট হইল। অনন্তর হনুমান সীতার উদ্দেশ করিয়া আসিলে রাম লক্ষ্মণ সুস্থির হইলেন এবং সীতা উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হনুমান লঙ্কা হইতে গমন করিলে পর রাক্ষসগণের মহা শঙ্কা হইল। বিচক্ষণ বিভীষণ কৃতাঞ্জলি হইয়া রাবণকে কহিলেন সীতার জন্য রাজ্যে মহা বিপদ উপস্থিত; অতএব রাজ্য নাশের মূল এই নারীকে কেন রাখ; তাঁহাকে রামের নিকট পাঠাইয়া দাও; তাহা হইলে রাজ্যের মঙ্গল; নতুবা আমারদিগকে সবংশে নষ্ট হইতে হইবেক। লঙ্কেশ্বর এই কথায় কুপিত হইয়া বিভীষণকে পদাঘাত করিলেন। বিভীষণ এই অপমানে লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া রামের শরণ লইলেন। রাম বিভীষণের স্থানে অনেক সন্ধান পাইলেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস করিলেন যে রাবণকে বধ করিয়া তোমাকে লঙ্কাধিপতি করিব।

অনন্তর জলধি পারের নিমিত্ত রামের আজ্ঞাতে বানরগণ প্রস্তরময় এক সেতু নির্ম্মাণ করিল। ঐ সেতু সেতুবন্ধ রামেশ্বর নামে অদ্যাপি খ্যাত আছে। উক্ত

সেতু দ্বারা লবণ সমুদ্র পার হইয়া রাম লক্ষ্মণ সসৈন্যে লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন।

রাম সসৈন্যে লঙ্কায় প্রবেশ করিলে রাবণ রাজপুরীর দ্বার রুদ্ধ করিলেন। পরে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সবান্ধবে সসজ্জ হইয়া যুদ্ধে আসিলেন। রাবণ যে প্রকার সজ্জা করিয়া আসিলেন তাহাতে রাম দেখিলেন তাহার ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা নাই। সে যাহা হউক রাবণ রণস্থলে আগত হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তদনন্তর রাম ও রাবণে সম্মুখ যুদ্ধ হইয়া রাম রাবণের মস্তকের রত্নমুকুট চূর্ণ করিলেন। তাহাতে রাবণ লজ্জিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পুরীতে লুকাইয়া থাকিলেন। রাম তখন অঙ্গদকে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাঠাইলেন। অঙ্গদ যাইয়া রাবণকে অনেক ভর্ৎসনা করিল। তাহাতে লঙ্কেশ্বর লজ্জিত হইয়া অনেক অনেক সেনাপতি পাঠাইলেন। অনেক যুদ্ধ হইল, এই সকল যুদ্ধে অনেক রাক্ষস হত হইল। তৎপরে রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন, এবং নাগপাশে রাম লক্ষ্মণকে বন্ধন করিলেন। রাম লক্ষ্মণ বহু কষ্টে এই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইলেন। পরে মহাপাশ ও মহোদর ও রাবণের আর চারি পুত্র যুদ্ধে আসিলেন। ইহারাও ক্রমে ক্রমে সসৈন্য সকলে হত হইলেন।

রাবণ রাজা তাহারদের বিনাশ সংবাদে মেঘনাদ

নামক আর এক পুত্রকে সুসজ্জিত করিয়া সংগ্রামে প্রেরণ করিলেন। মেঘনাদ অতিশয় ধূম ধামে আসিলেন এবং ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ করিয়া রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি তাবৎ সেনাপতিকে মুগ্ধ করিলেন। রাবণ এই সংবাদে অত্যন্ত উল্লাসিত হইলেন এবং মেঘনাদকে বহু সমাদর করিলেন।

এই যুদ্ধে রামের অনেক সেনা আঘাতি হইয়াছিল। বিভীষণ এক বৃক্ষমূল আনাইয়া তাহাদিগকে তাহার আঘ্রাণ দিলেন। তাহাতে ঐ সকল সেনা আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার রণসজ্জা করিল। তাহাতে রাবণ মহা সশঙ্কিত হইয়া কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। কুম্ভকর্ণ এ কাল পর্য্যন্ত নিদ্রায় ছিলেন, যুদ্ধের বৃত্তান্ত কিছু জানিতেন না। পরে রাবণের আজ্ঞায় সসৈন্যে সংগ্রামে আসিয়া রামের সৈন্য দল ছিন্ন ভিন্ন করিল এবং এক এক বার দশ বিশ জন সেনাকে ধরিয়া কাহাকে গ্রাস ও কাহাকে আছাড় মারিয়া নষ্ট করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণের যুদ্ধাড়ম্বর ও প্রকাণ্ড আকার দেখিয়া রাম অতিশয় ভীত হইলেন এবং মনে মনে কহিলেন যদি লঙ্কা হইতে এমত মহা মহা বীর সকল যুদ্ধ করিতে আইসে তবে আমার সীতা উদ্ধারের আকিঞ্চন বৃথা। তৎপরে ধনুঃশর হস্তে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন। কুম্ভকর্ণ মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিল। কিন্তু রাম লক্ষ্য শুদ্ধ করিয়া তাহার প্রতি এমত শর নিক্ষেপ

করিলেন যে তাহাতে একবারে কুম্ভকর্ণের প্রাণ বিয়োগ হইল এবং তাহাতে সকল সৈন্য পলায়ন করিল।

কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে রাবণের একবারে উদ্যম ভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন যে অনেক সৈন্য মারা পড়িল এবং রামের সেনাগণ লঙ্কাতে গৃহাদি দগ্ধ করিয়া স্বর্ণ লঙ্কা বিবর্ণ করিতেছে। ইহাতে আরও মনস্তাপ পাইয়া স্বীয় পুত্র মকরাক্ষকে যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। মকরাক্ষও যুদ্ধে হত হইল। পরে কুম্ভ নিকুম্ভ নামে কুম্ভকর্ণের দুই পুত্র যুদ্ধে আসিল। তাহারা যদিও পিতার তুল্য মহা বীর, কিন্তু সুগ্রীবের হস্তে নিহত হইল। এই সঙ্গে অনেক রাক্ষসও হত হইল। তখন ইন্দ্রজিৎ ভিন্ন রাবণের আর সেনাপতি ছিল না; অতএব রাবণ ইন্দ্রজিৎকে বলিলেন যে তুমি শত্রু বিনাশ করিয়া আইস। ইন্দ্রজিৎ পিত্রাজ্ঞায় যুদ্ধে আসিয়া তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল, কিন্তু অবশেষে পরাস্ত হইয়া লঙ্কার মধ্যে পলায়ন করিয়া রাম বিনাশার্থে যজ্ঞারম্ভ করিল। বিভীষণ তাহা জানিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞারম্ভ করিয়াছে; যদি এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় তবে তাহাকে বধ করা কঠিন হইবে; কিন্তু যজ্ঞ নষ্ট করিতে পারিলে তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হইবেক। এই কথায় হনুমান যজ্ঞ নষ্ট করিল তৎপরে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিলেন।

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে রাবণ অতিশয় কুপিত হইল এবং সসৈন্যে স্বয়ং সংগ্রামে আসিলেন। রাবণ

আগত হইলে লক্ষ্মণ তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন লক্ষ্মণের সঙ্গে বিভীষণ-গমন করিলেন। রাবণ বিভী-ষণকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন এই পাপাত্মা যত অমঙ্গলের মূল ; ইহা হইতেই আমার বংশ ধ্বংস হইল ; অতএব ইহাকে অগ্রে নিপাত করিতে হই-য়াছে। এই বলিয়া লক্ষ্মণের প্রতি শর ক্ষেপণ না করিয়া বিভীষণের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ঐ সকল বাণ স্বীয় বাণ দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে লঙ্কাধিপতি বিভীষণকে পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিলেন। লক্ষ্মণ অসাধারণ সাহস পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। অবশেষে রাবণ অগ্নি বাণ দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল এমত ভেদ করিলেন যে তাহাতে তাঁহার মুখ হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। তদবলোকনে রাম ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর রাম রাবণে ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। রাবণ অতিশয় বল ও সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ করিলেন, এবং রামকে এক এক বার অস্থির করিলেন, কিন্তু অব-শেষে রাম জয়ী হইলেন এবং রাবণকে বধ করিলেন।

রাবণ বধ হইলে পর রাক্ষসগণ পলায়ন করিল। তখন রাম পূর্ব্ব অঙ্গীকারানুসারে বিভীষণকে লঙ্কা-ধিপতি করিলেন এবং মন্দোদরী বিভীষণের রাণী হইলেন।

তদনন্তর হনুমান শুভ সংবাদ লইয়া অশোক বনে

সীতার সদনে গমন করিল। সীতা তখন জানেন না যে রাবণ বধ হইয়াছে। হনুমান ঐ সংবাদ কহিলে সীতা অত্যন্ত আনন্দে বাক্যশক্তি রহিত হইয়া থাকিলেন। হনুমান কহিল জননি! আমি এমন শুভ সংবাদ আনিলাম, আপনি কোন উত্তর করিলেন না, ইহার কারণ কি। সীতা বলিলেন তুমি যে উত্তম সংবাদ আনিয়াছ তাহাতে মণি মাণিক্য অর্থ কিছু দিয়া তোমার উচিত পুরস্কার করিতে পারি না। হনুমান বলিল আমার অর্থ আভরণের প্রয়োজন নাই। যদি আমাকে প্রকৃত রূপে পরিতোষ করিতে বাসনা করেন তবে আমাকে এই আজ্ঞা করুন এই যে সকল রাক্ষসীরা আপনকার অঙ্গে হস্তোত্তোলন করিয়াছিল, বালুকাতে তাহারদের মুখ ঘর্ষণ এবং সাগর তটে প্রস্তরোপরি তাহারদিগকে আছাড়িয়া তাহারদিগের মস্তক চূর্ণ করি। এই কথা বলাতে নিশাচরীগণ রোদন করিতে লাগিল। সীতা কহিলেন বৎস ইহারা আমাকে ক্লেশ দিয়াছে সত্য, কিন্তু আপন ইচ্ছাতে দেয় নাই, রাবণের আজ্ঞাতে দিয়াছে; অতএব ইহারদের অপরাধ নাই এবং তজ্জন্য দণ্ড অনুচিত। হনুমান এই কথা শুনিয়া সীতাকে প্রণাম করিল।

তদনন্তর রামের নিকট সংবাদ কহিলে রাম সীতাকে আনয়নার্থ বিভীষণকে প্রেরণ করিলেন। বিভীষণ সোণার চতুর্দ্দোল লইয়া তাঁহাকে আনয়ন করিতে গেলেন; এবং তাঁহার কন্যাগণ নানা বিধ

সুগন্ধ দ্রব্য আনিয়া সীতাকে স্নান করাইয়া অপূর্ব্ব বসন ভূষণ পরিধান করাইল। তৎপরে বিভীষণ তাঁহাকে চতুর্দ্দোলে আরোহণ করাইয়া মহা সমারোহ পুরঃসর রামের নিকটে লইয়া চলিলেন। গমন কালে যাবতীয় নিশাচরনারী তাঁহাকে দেখিবার জন্য বাহির হইল এবং আপন আপন দুঃখ স্মরণ পূর্ব্বক কহিল হে সুন্দরি! তুমি এইক্ষণে স্বামি সম্ভাষণে চলিয়াছ। কিন্তু তোমার জন্য আমরা কেহ পতি, কেহ পুত্র, কেহ ভ্রাতা, কেহ জামাতা ও আপন জ্ঞাতি কুটুম্ব হারাইলাম। তোমার আগমনে স্বর্ণ পুরী লঙ্কা ছার খার হইল। এইরূপ অনেক খেদ করিতে লাগিল।

পরে সীতার চতুর্দ্দোল রামের কটকের মধ্যে আসিলে, তাঁহার সেনাগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য মহা জনতা করিল। রাম লক্ষ্মণ ও আর আর বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে সভা করিয়া বসিয়াছিলেন, সীতা রামের সম্মুখে আনীতা হইয়া রামকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সভা মধ্যে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন। সীতাকে দেখিয়া রামের আনন্দ অশ্রু পতন হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার হর্ষে বিষাদ জন্মিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন সীতা দশ মাস আমার নিকটে ছিল না, রাবণ ইহাকে হরণ করিয়া লঙ্কাতে রাখিয়াছিল। সেখানে সীতা কি ভাবে ছিল বা কি করিয়াছে তাহা কে জানে, অতএব ইহাকে পুনঃ গ্রহণ করা হইতে পারে না। এই সকল বিবেচনা করিয়া

রাম তাঁহাকে কহিলেন সীতে! এই এই কারণে আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারিনা, অতএব তুমি সুগ্রীব রাজা অথবা লঙ্কাধিপতি বিভীষণ যাহার নিকট বাসনা হয় বাস কর। অথবা স্বদেশে ভরত ও শত্রুঘ্ন আছেন তাঁহারদের নিকট যাও আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম।

এই কথায় সীতা রোদন করিতে করিতে কহিলেন হে প্রাণেশ্বর! হে সর্ব্বেশ্বর! আপনি আমাকে কি অপরাধে পরিত্যাগ করেন তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। আপনি বাল্যকাল অবধি আমার রীতি প্রকৃতি উত্তম রূপে জানেন। আমি পরপুরুষ কেমন তাহা কখন জানি না। রাবণ আমাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল, কিন্তু ইহাতে আমার কি অপরাধ। আমি নিমেষের জন্য অন্য পুরুষকে মনে স্থান দান করি নাই। দিবারাত্র তোমার চরণ স্মরণ করিয়াছি। আমি যে অবস্থাতে ছিলাম, হনুমান তাহা বলিয়া থাকিবে, তাহা শুনিয়াও যদি এমন মনস্থ ছিল যে আমাকে বর্জ্জন করিবেন তবে পূর্ব্বে কেন জানান নাই, তাহা হইলে আমি বিষ পান অথবা অগ্নিতে প্রবেশ করিতাম। আর যদি আমাকে অসতী জানিয়াছিলেন তবে সাগর বন্ধন ও রাবণের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আমাকে উদ্ধার করিবার কি প্রয়োজন ছিল। আপনি নিষ্প্রয়োজনে কেন এসকল ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। আমি নিরপরাধিনী আপনি অকারণে আমাকে বর্জ্জন

করিতেছেন এবং ইহার উহার সন্নিধানে যাইতে আজ্ঞা করিতেছেন। আমার এত অপমান কেন করেন। আমার এ অপমান প্রাণে সহ্য হয় না। আমার জন্য যদি আপনকার লজ্জা হইয়া থাকে তবে অগ্নি কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া দেউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই অপমান সম্বরণ করি।

এই সকল কথা বলিলেও রামের কিছু মাত্র দয়া হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করাইলেন। সীতা সেই কুণ্ড শতবার প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিপ্রবেশে প্রস্তুত হইয়া অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে পাবক! হে পাপনাশক! হে কলঙ্কহারক! তুমি পাপ পুণ্য সকল দেখিতে পাও। আমি যদি সতী হই তবে তোমার নিকটে অব্যাহতি পাইব। কিন্তু আমার শরীরে যদি কিছু মাত্র পাপ থাকে তবে তুমি আমাকে এক্ষণে ভস্মসাৎ কর। ইহা বলিয়া সীতা দেবী জ্বলন্ত অনল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদ্দৃষ্টে তাবৎ লোক বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং রাম মনে মনে ভাবিলেন হায় যে সীতাকে লইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ করিলাম এবং যাহার জন্য রাবণের সহিত এত যুদ্ধ করিলাম, শেষে সেই সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন ইহার অপেক্ষা আর অধিক কি দুঃখ আছে। হায় হায় কি করিলাম এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দেখ ধর্ম্মের কি সূক্ষ্ম গতি! চিতার সকল কাষ্ঠ ভস্ম হইয়া গেল, তখন সকলে দেখিলেন

সীতা কুণ্ডের মধ্যে বসিয়া আছেন, তাঁহার শরীরে অগ্নির আঁচও লাগে নাই এবং তাঁহার মস্তকের পঞ্চ পুষ্প যেমন ছিল সেই রূপ রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাবৎ লোক বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন রাম সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া আপন সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন।

এই প্রকার সীতার উদ্ধার ও তাঁহার সতীত্বের পরীক্ষা করণানন্তর চতুর্দ্দশ বৎসরের পর রাম স্বদেশে গমনাভিলাষী হইয়া বিভীষণের স্থানে বিদায় লই- লেন এবং সৈন্য সামন্ত ও যে সকল রাজ্যাধিপতিরা তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন তৎসমভিব্যাহারে রথা- রোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র পার হইয়া অযোধ্যা যাত্রা করি- লেন। গমন করিতে করিতে রণস্থল প্রভৃতি যে যে স্থানে যাহা হইয়াছিল একে একে সে সকল সীতাকে দেখাইতে লাগিলেন। এই ভাবে পঞ্চবটী বন ও চিত্র- কূট পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া শ্রবণ করিলেন যে ভরত রাজসিংহা- সনে তাঁহার পাদুকা সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে ছত্র ধরিয়া তাহার প্রতিনিধির স্বরূপ রাজকার্য্য পর্য্যা- লোচনা করিতেছেন, এবং যদবধি তিনি বনবাস করি- য়াছেন তদবধি ঐশ্বর্য্য সুখে বিমুখ হইয়া বল্কল পরিধান, জটা ধারণ ও ফল মূল আহার পূর্ব্বক কোন রূপে প্রাণধারণ করিয়া আছেন।

এই সকল কথা শ্রবণানন্তর রাম অযোধ্যা নগরে দূত প্রেরণ করিলেন এবং তৎপশ্চাৎ আপনিও

সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন তাঁহার পুনরাগমন সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া অযোধ্যা নগরস্থ তাবৎ প্রজা সমভিব্যাহারে তাঁহাকে লইতে আসিলেন। চারি ভ্রাতার পরস্পর সন্দর্শনে যে আনন্দোদয় হইল, তাহা বর্ণনাতীত। রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন করিলেন এবং স্ব স্ব মাতা ও বিমাতাকে প্রণাম করিলেন। কৌশল্যা ও সুমিত্রা সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া, তাঁহার দুঃখেতে যেমত দুঃখিতা, তাঁহার পুনরাগমনে তদ্রূপ আনন্দিতা হইলেন। রামের আগমনে অযোধ্যা নগরে মহা আনন্দ পড়িল, এবং ঘরে ঘরে সকলে মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল। এই প্রকার পুনর্ম্মিলনের পর চারি ভ্রাতা চতুর্দ্দশ বৎসরের জটা ও বল্কল পরিত্যাগ করিয়া উত্তম পরিচ্ছদাদি পরিধান করিলেন। তৎপরে রাম রাজা হইলেন; প্রজাগণ তাঁহার রাজ্যে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে সীতা অন্তঃসত্ত্বা হইলেন। পরে তাঁহার পঞ্চ মাসের গর্ভ হইলে রাম তাঁহাকে এক দিবস কহিলেন, সীতে! তুমি গর্ভবতী হইয়াছ, এখন তোমার কি আহার করিবার বাসনা হয় বল। সীতা উত্তর করিলেন যদি আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসিলেন তবে আপনার স্থানে এক নিবেদন করি, আমার কোন দ্রব্য আহার করিতে অভিলাষ নাই, কিন্তু বনবাস কালে যখন যমুনায় স্নান করিতে যাইতাম তখন এই কানন

করিয়াছিলাম দেশাগমনের পর তপোবনে মুনিপত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিব। অতএব যদি আপনার অনুমতি হয় তবে আমি যমুনাকূলবর্ত্তি তপোবনে গমন করি। রাম বলিলেন তাহার বাধা কি, কল্য তপোবনে গমন করিবে।

ইহা বলিয়া রাম রাজসভায় গমন করিলেন। তখন সভাসদগণ সীতাহরণের কথা উল্লেখ করিয়া এই রূপ কহিতেছিল, যে রাবণ সীতাকে দশ মাস আপন পুরীতে লইয়া রাখিয়াছিল; তথাপি রাম তাহার সঙ্গে সহবাস করিতেছেন, এ অতি আশ্চর্য্য। রাম এই সকল কথা শ্রবণ না করিয়া সভায় অধ্যাসীন হইয়া সভাসদগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সভ্যগণ! পিতার রাজ্য অতি ধর্ম্মের রাজ্য ছিল, আমার রাজ্যে প্রজাগণ কেমন আছে বল। এই প্রশ্নে সকল সভ্য নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। পরে ভদ্র নামে এক অমাত্য গাত্রোত্থান করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে বলিলেন, ধর্ম্মাবতার! আমি বহুকালাবধি আপনার প্রধান মন্ত্রী এবং চিরকাল আপনকার রাজ্যের কুশল আকাঙ্ক্ষা করি; আমি দেখিয়াছি রাজা দশরথের রাজত্ব কালে প্রজাগণ স্বর্ণ পাত্রে ভোজন করিয়া নিত্য নিত্য ঐ স্বর্ণ পাত্র পরিত্যাগ করিত। কিন্তু এইক্ষণে এক এক দিন অন্তরে পাত্র পরিত্যাগ করে; ফলতঃ রাজ্য ক্রমে নির্দ্ধন হইতেছে। রাম জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার কারণ কি? রাজা পুণ্যবান হইলে প্রজারা সুখে থাকে; রাজা অধার্ম্মিক হইলে

প্রজার সুখ থাকে না। আমার রাজ্যে কি অবিচার আছে যে প্রজারা তাহাতে অসুখী হইয়াছে। ভদ্র বলিলেন প্রভো! আমি কিঙ্কর, আপনার সাক্ষাতে সকল কথা বলিতে সাহস হয় না। রাম বলিলেন, শঙ্কা কি; তুমি যাহা জান নির্ভয়ে বল। ভদ্র উত্তর করিলেন তবে অপরাধ মার্জ্জনা হউক; লোকে এই কথা বলিয়া থাকে যে, যে সীতাকে রাবণ হরণ করিয়া রাখিয়াছিল তাহাকে আপনি কি প্রকারে পুনর্গ্রহণ করিলেন। এ কথা কেহ আপনাকে সাহস পূরিয়া বলিতে পারে না, কিন্তু ইহাতেই আপনকার অখ্যাতি।

রাম এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন এবং তাহা মনোমধ্যে চিন্তা করিতে করিতে স্নানার্থ গমন করিয়া দেখিলেন, যে পুষ্করিণীর এক পার্শ্বে দুই জন রজক বস্ত্র ধৌত করিতে করিতে দ্বন্দ্ব করিতেছে; তন্মধ্যে এক জন শ্বশুর ও দ্বিতীয় জন জামাতা। শ্বশুর বলিতেছে, দেখ বাপু! তোমার পিতা ধনে মানে কুলে শীলে বড় বিখ্যাত ছিলেন, এই কারণ আমি তোমাকে কন্যা দান করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি কন্যাকে এমত নিদারুণ প্রহার করিয়াছ যে তাহাতে সে তোমার গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া আমার গৃহে গিয়াছে। কিন্তু যুবতী কন্যা পিতৃ গৃহে থাকে ইহা শাস্ত্র ও লোকাচার বিরুদ্ধ। জামাতা উত্তর করিল, তোমার কন্যা পতি সহবাসে বিরতা; পিতৃবাসে থাকিতে ভাল বাসে; অতএব তাহাকে কি প্রকারে লইব। রামের পত্নীকে

রাবণ হরণ করিয়াছিল; রাম তাহার ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি রাজা সকলি করিতে পারেন। আমরা হীন জাতি তাহা করিতে পারি না; তাহা করিলে জ্ঞাতি বন্ধুর নিকট নিন্দার ভাজন হইতে হয়।

এই কথোপকথনে রামের প্রতীতি হইল, ভদ্র যাহা বলিয়া ছিলেন তাহা অলীক নহে। বিশেষতঃ সেই দিবস সীতার কেশ বন্ধন করিতে করিতে তাঁহার এক সহচরী জিজ্ঞাসা করিল, যে হে দেবি! রাবণ তোমাকে লঙ্কাতে লইয়া গিয়াছিল, শুনিয়াছি তাহার দশ মুণ্ড, বিংশতি লোচন ও বিংশতি হস্ত ছিল। অতএব ঐ রাবণের মূর্ত্তি ভূমিতে অঙ্কিত করিয়া আমাদিগকে দেখাও। সীতা এই কথায় রাবণের মূর্ত্তি ভূমিতে চিত্রিত করিলেন। দৈবাৎ ঐ সময়ে রাম অন্তঃপুরে গমন করিয়া দেখিলেন, যে সীতা রাবণের অবয়ব এমত উত্তম রূপে লিখিয়াছেন যে তাহার প্রকৃত মূর্ত্তির সহিত চিত্রের কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। ইহাতে তিনি মনে করিলেন যদি সীতা রাবণকে ভাল রূপে না জানিবে তবে তাহার মূর্ত্তি এমত শুদ্ধ করিয়া লেখা কখনই সম্ভব নহে।

এই রূপ ঘটনা দ্বারা তাঁহার সংশয় আরো দৃঢ় হইল। তখন তিনি ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে আহ্বান পূর্ব্বক তাবৎ বিবরণ কহিয়া সীতার বনবাস নির্দ্ধারিত করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, কল্য সীতা বাল্মীকি

মুনির তপোবনে গমনার্থ অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন; অতএব এই সুযোগে তুমি সীতাকে তপোবনে রাখিয়া আইস। আর তাহাকে গৃহে রাখা কর্ত্তব্য নয়। এই আজ্ঞায় তিন ভ্রাতা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে নানা প্রকারে বুঝাইলেন এবং ইহাও বলিলেন, যদি সীতাকে নিতান্ত পরিত্যাগ করেন, তবে অরণ্যে প্রেরণ না করিয়া স্বতন্ত্র কোন স্থানে রাখুন। রাম বলিলেন সীতার জন্যই আমার অপ যশ, অতএব তাহাকে স্বতন্ত্র রাখিলে আমার অখ্যাতি দূর হইবেক না, একারণ বনবাস দেওয়াই উচিত।

রাম এই প্রকার সঙ্কল্প করিলে; লক্ষ্মণ কি করেন, রাম আজ্ঞা অবহেলন করিতে না পারিয়া সীতার সন্নিধানে গিয়া কহিলেন, দেবি! কল্য আপনি বাল্মীকির তপোবনে মুনিকন্যাগণের দর্শনার্থে গমনের বাঞ্ছা করিয়াছিলেন; অতএব আপনাকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য রথ প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি। সীতা মহা আহ্লাদে বস্ত্রাভরণ পরিধান করিয়া লক্ষ্মণের সহিত রথ আরোহণ করিলেন। বনপ্রবেশ করিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে কহিলেন যে রামের আজ্ঞাতে আমি আপনাকে বনবাস দিতে আনিয়াছি। সীতা এই কথায় রোদন করিতে করিতে বলিলেন, রাম ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য, তাঁহার যশ জগদ্ব্যাপি, কিন্তু আমাকে প্রতারণা করিলেন, তিনি অগ্রে আমাকে এ কথা কেন না বলিলেন। আর তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন যদি এমত

মনস্থ ছিল তবে আমার পরীক্ষা করিলেন কেন? আর যদি মনের সন্দেহ দূর না হইয়াছিল, তবে প্রথমাবধি আমাকে একেবারে বর্জ্জন না করিলেন কেন? আমি এই অপমানে আর প্রাণ ধারণ করিব না। আমি তোমার সম্মুখে যমুনায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু আমি গর্ব্ভবতী, আমার বিনাশে রামের সন্তানও বিনষ্ট হইবে। রাম আমার তুল্য অনেক রমণী পাইবেন; কিন্তু আমি নিরপরাধিনী তিনি বিনা অপরাধে আমার এ দুর্গতি কেন করিলেন।

সীতা এই মত অনেক বিলাপ করিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে সেই অরণ্য মধ্যে রাখিয়া বিদায় হইলেন। সীতা একাকিনী বন মধ্যে ভীষণ-মূর্ত্তি বিবিধ বনচর দর্শনে অতিশয় ভীতা হইয়া আরও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বাল্মীকি মুনি তপস্যান্তে শিষ্য সমভিব্যাহারে তথা দিয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাকে এই প্রকার অসহায় দেখিয়া বিধিমত সান্ত্বনা করিলেন, এবং স্বীয় আশ্রমে লইয়া আপন পত্নীর স্থানে সমর্পণ করিলেন। মুনিপত্নী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সমাদর পূর্ব্বক গৃহে রাখিলেন।

এ দিকে লক্ষ্মণ সীতাকে বনবাস দিয়া অযোধ্যাতে পুনরাগমন করিলে পর রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমার প্রাণাধিকাকে কোথায় রাখিয়া আসিলে? সীতা আমা বিনা এক দিবসও স্থানান্তরে থাকিতে পারেন না। তিনি একাকিনী কোথায় থাকিবেন এবং

আমি তাঁহাকে না দেখিয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব। সীতা বিরহে আমার রাজ্য ও সিংহাসন বিফল। জনক রাজা শুনিয়া আমাকে কি বলিবেন; আমি কি দোষে তাঁহার দুহিতাকে বনবাস দিলাম। রাম এই প্রকার অনেক খেদ করিলেন। তদনন্তর এক স্বর্ণময়ী সীতা নির্ম্মাণ করাইলেন এবং তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া সীতা চিন্তা সার করিয়া শোক সাগরে মগ্ন থাকিলেন।

এদিকে সীতাদেবী বাল্মীকি মুনির আশ্রমে থাকিয়া রামের বিরহে অহরহ মনোদুঃখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। মুনিপত্নী মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেন। কালক্রমে সীতা দেবীর দুই যমজ পুত্র জন্মিল। যৎকালে এই দুই পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল তখন বাল্মীকিমুনি তপস্যাতে ছিলেন; তাঁহাকে শিষ্যগণ সীতার প্রসব বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে মুনি ঐ দুই পুত্রকে লবণ ও কুশে আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে বলিলেন। সীতা তদনুরূপ করিলেন। তদনন্তর বাল্মীকি কুমারদিগকে দেখিতে গিয়া তাহাদের সৌন্দর্য্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন, লবণ ও কুশে আচ্ছাদনহেতু এক জনের নাম লব ও আর এক জনের নাম কুশ রাখিলেন। পরে এই দুই পুত্রের যেমন বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল তেমন তাহাদিগকে সংগীত ও ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। তাহারা অতি ত্বরায় অস্ত্র ও সংগীত বিদ্যাতে সুপণ্ডিত হইলেন।

কিয়ৎকালানন্তর রাম বহুসমারোহ পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া শত্রুঘ্নকে অশ্ব রক্ষার ভার দিলেন। দৈবাৎ একটা অশ্ব জয়পতাকা শুদ্ধ চিত্রকূট পর্ব্বতে পলায়ন করিল; তাহাতে শত্রুঘ্ন তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ইতিপূর্ব্বে বাল্মীকি মুনি লব ও কুশকে তপোবন রক্ষার আদেশ করিয়া তপস্যায় গমন করিয়াছিলেন। রামের অশ্বমেধের অশ্ব তপোবনে প্রবেশ করিলে লব ও কুশ ঐ ঘোটককে বন্ধন করিয়া রাখিলেন। পরে শত্রুঘ্ন আসিয়া ঐ অশ্ব চাহিলেন, কিন্তু লব ও কুশ তাহা দিলেন না। তাহাতে তাহাদের সহিত তাঁহার মহাযুদ্ধ হইল। ঐ যুদ্ধে শত্রুঘ্ন পরাজিত হইলেন। তৎপরে ভরত ও লক্ষ্মণ ঐ অশ্ব আনয়ন জন্য অনেক ধূম ধামে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহারাও অপরিচিত ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বয়ের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইলেন। অনন্তর রাম স্বয়ং সংগ্রাম সজ্জায় অশ্ব আনয়নার্থ তপোবনে গমন করিলেন।

রামের সৈন্যগণের কোলাহল শ্রবণে লব ও কুশ পরস্পর এই কথা বলিতে লাগিলেন, দেখ ভাই! অশ্বের জন্য বুঝি আর কোন ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন; অতএব চল আমরা তাহাকে মারিয়া আইসি। সীতা এই বাক্য শ্রবণে জিজ্ঞাসা করিলেন হে বৎস! তোমরা কোথায় যাইবে, দেখিও কাহার সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ করিও না। তোমরা বালক, কে

মারিবে কে ধরিবে, আমার সর্ব্বদা এই ভাবনা অত্যন্ত। লব, কুশ ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিলেন জননি! নিত্য নিত্য কোথাকার রাজা সকল মৃগয়া করিতে আসিয়া তপোবন ভগ্ন করে, তাহাতে আমরা অত্যন্ত অসুখী হই। বোধ করি অদ্য কোন ব্যক্তি তপোবন নষ্ট করিতে আসিয়াছে, আমরা তাহাকে তাড়াইয়া দিতে চলিলাম; ইহাতে বিবাদ হয় হইবে তাহার ভয় কি? তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমরা জয়ী হইয়া আসিব, কখন হারিব না।

মাতাকে এই রূপ বুঝাইয়া দুই সহোদর সংগ্রাম স্থলে গমন করিলেন। তাহারা রণস্থলে উপস্থিত হইলে রামের সেনাপতিগণ তাহাদিগকে রামের ন্যায় অভেদাকার দেখিয়া বিবেচনা করিল যে রাম গর্ভবতী সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন, অতএব এই দুই পুত্র অবশ্য তাঁহার গর্ভে জন্মিয়া থাকিবেক। রামও মনে মনে করিলেন তাহা অসম্ভব নহে। পরে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহার পুত্র? তোমাদের মাতার নাম কি? তিনি আরো বলিলেন, তোমাদের আকারে বোধ হয় তোমরা আমার পুত্র, অতএব যদি আমার পুত্র হও, তবে অনর্থক সংগ্রাম করিও না। লব ও কুশ মনে মনে ভাবিলেন যে আমরা পিতার নাম জানি না, অতএব কি প্রকারে পরিচয় দিব। কল্য মাতার স্থানে জনকের নাম জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় দিতে পারি। কিন্তু তাহা হইলে এ ব্যক্তি অদ্যই পলায়ন করিবে, তাহা হইতে দিব না। ইহা ভাবিয়া

তাঁহারা বলিলেন যে তুমি যুদ্ধে আসিয়াছ, তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি। আর তুমি আমাদিগকে পুত্র বলিয়া কটূক্তি কর ইহা অতি অনুচিত। তুমি বুঝি যুদ্ধে ভয় পাইয়াছ, এই জন্য পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া পলায়নের অনুষ্ঠান করিতেছ।

এই প্রকার উত্তর প্রত্যুত্তর হইলে ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। লব ও কুশ ধনুর্ব্বিদ্যায় অতি পারগ ছিলেন, এবং যুদ্ধে অসাধারণ সাহস পূর্ব্বক রামের অসংখ্য সৈন্য বিনাশ করিলেন। রামও যুদ্ধবিশারদ ছিলেন কিন্তু অপরিচিত পুত্র দ্বয়কে পরাজয় করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? আমাকে যথার্থ করিয়া বল, চাতুরী করিও না। লব ও কুশ উত্তর করিলেন চাতুরীর প্রয়োজন কি? আমরা বাল্মীকি মুনির শিষ্য; তাঁহার তপোবন রক্ষা করি এবং তাঁহার অন্নে পালিত। এই কথোপকথন কালে বাল্মীকি মুনি সশিষ্য তপস্যা করিয়া তপোবনে উপস্থিত হইলেন; পিতা পুত্রের যুদ্ধ দেখিয়া লব কুশকে স্থানান্তর করিয়া রামকে নির্জ্জনে বলিলেন তুমি অশ্ব লইয়া অযোধ্যাতে গমন কর? ইহার পর লব কুশের পরিচয় পাইবে।

রাম মুনির বাক্যানুসারে অশ্ব লইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিলেন। তদনন্তর নানা দেশ হইতে বিপ্রগণ দক্ষিণা লইতে আসিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে বাল্মীকি মুনি আপন শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে

অযোধ্যায় গমন করিয়া লব ও কুশকে বলিলেন তোমরা আমার নিকট অস্ত্র ও সংগীত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ; তন্মধ্যে এক বিদ্যার অর্থাৎ অস্ত্র বিদ্যার পরীক্ষা হইয়াছে কিন্তু সংগীত বিদ্যার পরীক্ষা দেও নাই। অতএব রামের যজ্ঞে নানা দেশীয় ভূপতিগণের সমাগম হইয়াছে, এই সময়ে তোমাদের গুণের পরীক্ষা হউক। এবং আমি বহু পরিশ্রম করিয়া যে রামায়ণ রচনা করিয়াছি তাহাও প্রকাশ হউক।

বাল্মীকি মুনির এই রূপ উপদেশ হইলে লব ও কুশ পর দিবস তপস্বির বেশে অর্থাৎ মস্তকে জটা বন্ধন ও বল্কল পরিধান করিয়া বীণা বাদন পূর্ব্বক রামের সম্মুখে রামসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন; এবং ঐ কবিতা এমত সুচারু রূপে পাঠ করিতে লাগিলেন যে সভাস্থ সমস্ত পণ্ডিত ও নৃপতিগণ তৎ শ্রবণে মুগ্ধ হইলেন। এবং রাম তুষ্ট হইয়া বালকদিগকে স্বর্ণ ও রত্নাভরণ পুরস্কার দিতে আজ্ঞা করিলেন। বালক দ্বয় তাহা গ্রহণ না করিয়া কহিল আমরা তপস্বী, ফল মুল আহারে জীবন ধারণ করি; আমাদিগের রত্নালঙ্কারে প্রয়োজন কি? রাম শিশু বাক্যে তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বালকদ্বয়! এ কবিতা কাহার রচিত। বালকেরা উত্তর করিল এই কবিতা বাল্মীকি মুনির রচিত। এই কথা বলাতে রাম পুনর্ব্বার তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেম তোমরা কে? কাহার পুত্র? তাহাতে বালকদ্বয় কহিল আমরা

বাল্মীকি মুনির শিষ্য, পিতার নাম অবগত নহি; কিন্তু সীতা আমাদের গর্ভধারিণী। এই কথায় রাম তাহাদিগকে আপন পুত্র জানিয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক ক্রোড়ে লইলেন এবং সীতাকে বর্জ্জন হেতু বিলাপ করতঃ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বাল্মীকি মুনিকে কহিলেন, হে মুনিবর! আপনি এতাবৎ জানিয়া আমাকে কেন বিড়ম্বনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক এইক্ষণে পৃথিবীর যাবতীয় নৃপতিগণ এই সভায় উপস্থিত আছেন, অতএব যাহাতে সীতা ইঁহাদের সম্মুখে পরীক্ষা দিয়া গৃহে আইসেন তাহা করুন।

পরীক্ষার কথায় তাবৎ সভাস্থ লোক অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন, এবং কৌশল্যা ও সুমিত্রা প্রভৃতি দশরথ মহিষীগণ বলিলেন যে সীতার একবার পরীক্ষা হইয়াছে, অতএব দ্বিতীয় বার পরীক্ষা অনাবশ্যক। তাঁহারা আরো বলিলেন যে তাহা করিলে জনক রাজা মনস্তাপ পাইবেন। রাম বলিলেন ইহাতে কাহারও উপরোধ শুনিলে অন্তঃকরণে প্রবোধ জন্মিতে পারে না। বিশেষতঃ পূর্ব্বে যে পরীক্ষা হইয়াছিল তাহা এই সকল রাজারা দেখেন নাই। অতএব ইঁহাদের সম্মুখে পরীক্ষা হইলে ইঁহারা সীতার সতীত্ব বিষয়ে আর কোন কথা বলিতে পারিবেন না। বিশেষ রাজার ধর্ম্ম কেবল অন্যের বিচার করিবেন এমত নহে, আপন স্ত্রী ও আত্মীয়গণেরও বিচার করিবেন, না করিলে ধর্ম্মতঃ পতিত হইতে হয়।

এই প্রকার তর্ক করণানন্তর রাম বাল্মীকি মুনিকে সীতা আনয়নার্থ আজ্ঞা করিলেন। বাল্মীকি মুনি রামের আজ্ঞায় সীতা সমীপে গিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ কহিলেন। সীতা পরীক্ষার কথায় অত্যন্ত খিন্ন হইয়া কহিলেন যে আমি একবার পরীক্ষা দিয়াছি ইহাতে পুনরায় পরীক্ষা চাহেন ইহা ন্যায় বিরুদ্ধ। কিন্তু কি করেন, পরীক্ষায় অসম্মত হইলে দুর্নাম হইবে, এই শঙ্কায় মুনি সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় চলিলেন। গমন কালে মুনিপত্নী তাঁহার বিচ্ছেদ জন্য অনেক খেদ করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনন্তর অযোধ্যাতে সীতার আগমন হইলে অযোধ্যাবাসী তাবৎ লোক আনন্দ সাগরে মগ্ন হইল এবং নানা প্রকার মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিল। অপর যখন সীতা রথ হইতে অবরোহণ করিলেন তখন তাহার অলৌকিক রূপ দর্শনে সভাস্থ সমস্ত রাজা চমৎকৃত হইলেন। তদনন্তর সীতা রাজসভায় রামাগ্রে করপুটে দণ্ডায়মানা হইলে, রাম বলিলেন, সীতে! এক বার সাগর পারে তুমি পরীক্ষা দিয়াছিলে,কিন্তু তাহাতে এই সকল নৃপতিগণ উপস্থিত ছিলেন না। এইক্ষণে ইঁহারা উপস্থিত; অতএব তুমি পুনরায় পরীক্ষা দাও এবং গৃহ ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। সীতা বলিলেন আমি একবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি; তাহার পর কি অপরাধে আমাকে বনবাস দিলেন তাহা আমি

জ্ঞাত নহি ; এবং আমি কোথায় ছিলাম তাহার তত্ত্ব করেন নাই ; পরে লব ও কুশ দ্বারা উদ্দেশ হইয়াছে। যাহা হউক আমি আপনকার আজ্ঞা পালন করিয়াছি এবং এ কয়েক বৎসর ফল মূল আহারে জীবন ধারণ করিয়াছি। কিন্তু ইহাতেও আপনার মনের মালিন্য দূর না হইয়া এই ভদ্র সমাজে আমাকে ব্যভিচারিণীর ন্যায় পুনর্ব্বার পরীক্ষা দিতে আজ্ঞা করিতেছেন। ইহাতে আমি জানিলাম আমার নিতান্ত দুরদৃষ্ট, আমি জীবন যৌবন আপনাকে সমর্পণ করিয়াও আপনকার নিকট কলঙ্কিনী থাকিলাম। অতএব আমার জীবন ধারণ কেবল অসুখের কারণ। এজন্য আমি এ প্রাণ রাখিব না। তাহা হইলে তোমার কোন অখ্যাতি থাকিবেক না, এবং যে পাপীয়সীর জন্য এত ক্লেশ পাইলেন আর তাহার মুখাবলোকন করিতে হইবেক না ; তোমার সকল দুঃখ ঘুচিবে।

সীতা এই প্রকার অনেক বিলাপ করিলেন। তদনন্তর স্বীয় গর্ব্ভধারিণী ধরণীকে সম্বোধন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে মাতঃ ! আমি এই সভায় বড় লজ্জা পাইলাম, এবং এই লজ্জায় মুখ তুলিতে পারি না ; অতএব আমাকে স্থান দান কর, আমি তোমার ক্রোড়ে গিয়া লুকাই। এই কথা বলিয়া সীতা হঠাৎ ভূমিতে পতিত হইবা মাত্র তাহার প্রাণত্যাগ হইল। সভাস্থ সমস্ত নৃপতি গণ এই কাণ্ড দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাবৎ অযোধ্যা নগরে

মহা ক্রন্দন ধ্বনি উঠিল। রাম জানিলেন যে সীতার এইরূপ মৃত্যু কেবল তাঁহার নিষ্ঠুর আজ্ঞায় হইল। অতএব তিনি আপনাকে তাঁহার মরণের মূল জানিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনিও লীলা সম্বরণ করিলেন। তাহার পর লব ও কুশ দুই ভ্রাতা রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

সাবিত্রী।

অবন্তী নগরে অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন, সাবিত্রী তাঁহার কুমারী। ঐ রাজা অপত্যাভাবে সতত নিরানন্দ থাকিতেন। পরে অনেক দেবারাধনা করিয়া অবশেষে এই কন্যা হইয়াছিল। তাহাতে ঐ কন্যাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং বহু যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্যা শিক্ষা করাইয়াছিলেন। ঐ কন্যা জ্ঞান শাস্ত্রে অতি বিচক্ষণা হইয়াছিলেন এবং শিল্প কর্ম্মও উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন সাবিত্রী পরম সুন্দরীও ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি রাজার একমাত্র কন্যা আর সহোদর কিম্বা সহোদরা ছিল না। এই জন্য পিতা মাতার অত্যন্ত প্রিয়ম্বদ ছিলেন।

ইদানীন্তন নারীগণকে অন্তঃপুর স্বরূপ পিঞ্জরে বন্ধ করিয়া রাখার যে কুরীতি হইয়াছে পূর্ব্বকালে এ রীতি ছিল না। তাহাতে সাবিত্রীর অন্যত্র গমনের বাধা ছিল না। তিনি যথা তথা যাইতেন, এবং রাজা তাঁহার সেবার জন্য এক শত সমবয়স্কা পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা নিয়ত তাঁহার সঙ্গে থাকিত।

এই সকল পরিচারিকা সমভিব্যাহারে সাবিত্রী এক দিবস তপোবনে মুনিগণের সহিত সাক্ষাৎ ও শাস্ত্রালাপ করিতে গিয়াছিলেন। অনন্তর যখন ঐ তপোবন হইতে প্রত্যাগমন করেন, দেখিলেন ঐ অরণ্য মধ্যে এক কুটীরে এক অন্ধ, এক বৃদ্ধা নারী ও এক যুবা পুরুষ আছেন। তত্রস্থ লোকদিগকে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল, দমসেন নামে অবন্তীর রাজা শেষাবস্থায় অন্ধ হইয়াছিলেন এবং সত্যবান নামে রাজপুত্র অতি শিশু ছিলেন। অতএব রাজাকে এই প্রকার হীন বল দেখিয়া তদীয় শত্রুগণ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার রাজ্যাপহরণ করে। রাজা দমসেন পুত্র ও ভার্য্যাকে লইয়া মুনিগণের আশ্রয়ে আসিয়া তপোবনে বাস করিতেছেন। সাবিত্রী সত্যবানের মনোহর রূপাবলোকনে এবং তাঁহার পরিচয় শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিতা হইলেন এবং তাঁহার এতদ্রূপ দুঃখ দশাকে প্রতিবন্ধক জ্ঞান অথবা পিতা মাতার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া সত্যবানকে উপযুক্ত পাত্র জ্ঞান করিয়া মনে মনে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন।

অনন্তর সাবিত্রী স্বালয়ে প্রত্যাগতা হইয়া জননীকে আনুপূর্ব্বিক তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। তাঁহার গর্ভধারিণী দুহিতার এবম্ভূত বিবাহের কথায় আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া রাজাকে তাবৎ বিবরণ জানাইলেন। এবং রাজা স্বাভিমতের বিরুদ্ধ কার্য্যের সংঘটন

হেতুক, যাহাকে সাবিত্রী বিবাহ করিবেন সে সদ্বংশোদ্ভব কি না এবং সুপাত্র কি কুপাত্র এই সকল ভাবিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন।

কিয়দ্দিবস পরে মহর্ষি নারদ তন্নিকেতনে আগত হইলে রাজা তাঁহাকে যথাযোগ্য সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া কথোপকথন করিতেছেন ইতিমধ্যে সাবিত্রী হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। নারদ সাবিত্রীকে পূর্ব্বে দেখেন নাই, তাহাতে জিজ্ঞাসা করিলেন এই কন্যা কাহার? রাজা বলিলেন এই কন্যা আমার। নারদ পুনর্ব্বার বলিলেন এই কন্যার লক্ষণে বোধ হইতেছে ইনি সতী লক্ষ্মী; ইনি দত্তা কি অদত্তা? তখন রাজা তপোবনে সত্যবানের সহিত তাঁহার মানসিক বিবাহের কথা জ্ঞাপন করিয়া মুনিকে কহিলেন, হে মহর্ষে! আমি পাত্রের পরিচয়াদি কিছুই অবগত নহি। কিন্তু আমার সৌভাগ্য ক্রমে আপনার আগমন হইয়াছে। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার শুভাশুভ বলিতে আজ্ঞা হউক। এই কথা বলাতে নারদ সাবিত্রীর প্রতি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পাত্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সাবিত্রী সত্যবানকে যেরূপ দেখিয়াছিলেন এবং তাহার যে পরিচয় শুনিয়াছিলেন তাহা সমুদয় বিস্তার পূর্ব্বক কহিলেন। তাহাতে জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত নারদ মুনি তাঁহাকে বলিলেন যে এ বিবাহ সদ্বিবাহ হয় নাই; অতএব তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পাত্রান্তরকে বরণ কর।

এই কথায় সাবিত্রী ক্ষুণ্ণ হইয়া বারম্বার মুনির সহিত বিতর্ক করত তাঁহার এতদ্রূপ নিষেধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি তর্ক খণ্ডন না করিয়া পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বমত নিষেধ করিতে লাগিলেন। অশ্বপতি ভূপতি নারদের এবম্ভূত নিষেধে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া তাঁহাকে তদ্বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে কহিতে বলিলেন। নারদ কহিলেন দমসেন রাজা সূর্য্যবংশোদ্ভব, এবং বহুকাল অবন্তীর ভূপতি ছিলেন। পরে তাঁহার দুই চক্ষু অন্ধ হইলে তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন। রাজা নিরাশ্রয় হইয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া বনবাস করিয়াছেন। রাজপুত্র সত্যবানও অতি সুন্দর পুরুষ এবং সদ্গুণান্বিত, কিন্তু অল্পায়ু, এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইবেক। এই সমস্ত কথা বলিয়া নারদ কহিলেন আপনাকে সকল কথা ব্যক্ত করিয়া কহিলাম, এক্ষণে আপনার যেরূপ সদ্বিবেচনা হয় করুন।

রাজা মুনিপ্রমুখাৎ এতদ্রূপ ভয়ানক কথা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কন্যাদান জনক জননীরই শাস্ত্রবিহিত অধিকার, তবে কন্যা মুগ্ধতা বশতঃ একটা কর্ম্ম করিয়াছে। কিন্তু তাহার শুভাশুভ বোধ কি আছে। আমি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে কন্যা কদাপি তাহাতে আপত্তি করিবেক না। অতএব আর কোন সুপাত্রের অন্বেষণ করা যাউক। এই চিন্তা করিয়া কন্যাকে আপন মত জানাইলেন।

কন্যা উত্তর করিলেন আমি সত্যবানকে মন অর্পণ করিয়াছি অতএব তাহা কিরূপে অন্যথা হইবেক। রাজা বলিলেন যদিও তাহাকে মনোনীত করিয়াছ, কিন্তু তাহার সঙ্গে বিবাহ হয় নাই। ঐ রাজকুমার সর্ব্বাংশে তোমার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে অল্পায়ু এক বৎসর পরে তাহার মৃত্যু হইবেক। তখন তুমি পতিহীনা হইবে। পতি নারীর ভূষণ, পতি বিনা রমণীর জীবন ধারণ বৃথা। অতএব এই বিবাহে আমি কিরূপে সম্মতি দান করিতে পারি। তুমি অল্প বয়স্কা, আপনার হিতাহিত বিবেচনায় এখন পর্য্যন্ত অশক্তা। কিন্তু কন্যার সুখে পিতা মাতার আনন্দ, এবং তাহার দুঃখে তাহাদের দুঃখ, এই জন্য পিতা মাতা সুপাত্র অন্বেষণ করেন। কিন্তু যে পাত্র অল্পায়ু তাহাকে পিতা মাতা কিরূপে কন্যাদান করিতে পারেন। বিশেষ বৈধব্য অবস্থাতে যেরূপ যন্ত্রণা তাহা পতিহীনা নারী ব্যতিরেকে আর কাহার বোধগম্য নহে। অধিকন্তু পতিহীনা হইলে যে কেবল স্ত্রী লোকের দুঃখ তাহা নহে, পিতা মাতারও তদ্রূপ দুঃখ। পতিহীনা কন্যা পিতা মাতার অন্তঃশূল স্বরূপ এবং কুলনাশের মূল। অতএব যাহাতে তোমার আপনার চিরযন্ত্রণা ও জনক জননীর সুখাস্বাদনের হানি, তাহা করিও না। পিতা মাতার বাক্য অবহেলন অকর্ত্তব্য। যদি স্বয়ম্বর হইবার বাসনা হয় কহ, তাহা হইলে ভারতভূমির তাবৎ ভূপতিগণের সমীপে সংবাদ প্রেরণ

করিন তাঁহারা সমাগত হইলে যাহাকে বরণ করিতে অভিলাষ হয় করিবে। কিন্তু সত্যবান্ এরূপ অল্পায়ু জানিয়া তাহাকে বিবাহ করিও না। এই প্রকার অশ্বপতি ভূপতি দুহিতাকে নানামত বুঝাইলেন।

সাবিত্রী সবিনয়ে পিতাকে কহিলেন হে তাত! আপনি এবিষয়ের কোন চিন্তা করিবেন না; এবং অন্য কোন পাত্রেরও অন্বেষণের প্রয়োজন নাই। আমি সত্যবানকে স্বামী বলিয়া মনে মনে বরণ করিয়াছি; অল্পায়ু বা দীর্ঘায়ু হউন তিনিই আমার স্বামী। তদ্ব্যতীত আমি অন্য কাহাকে গ্রহণ করিতে পারি না। যদি জগদীশ্বর আমার অদৃষ্টে বৈধব্য যন্ত্রণা লিখিয়া থাকেন তবে তাহা খণ্ডন করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই। ফলত; এই অনিত্য সংসারে কিছুই নিত্য নহে, সকল মনুষ্যকেই মরিতে হইবেক। তবে কেহ অগ্রে কেহ পশ্চাৎ মরিবেক। কোন ব্যক্তিই মৃত্যু এড়াইতে পারিবেক না। কেননা শরীরের সঙ্গেই মৃত্যুর উৎপত্তি। অতএব তাহাতে ভয়ের প্রয়োজন কি। এই শরীর ধারণের সার কর্ম্ম ধর্ম্ম; তদনুশীলনই আমাদিগের প্রধান কর্ম্ম; তাহা না করিলে নরক ভোগ হয়। অতএব তাহাই আমাদের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য; শারীরিক সুখ অসুখ মিথ্যা।

সাবিত্রীর এই প্রকার উত্তর শুনিয়া নারদ মুনি অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন, এবং তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা তাহার পরও দুহি-

তাকে অনেক হিতোপদেশ দিলেন। কিন্তু সাবিত্রী কোন প্রকারে সত্যবানকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। তাহাতে রাজা যদিও দুঃখিত হইলেন তথাপি কন্যার সন্তোষার্থ কানন হইতে সত্যবানকে আনয়ন করিয়া তাহার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিলেন।

বিবাহান্তে সত্যবান সাবিত্রীকে লইয়া তপোবনে গমন করিলে তদীয় জনক জননী পুত্রের বিবাহ বার্ত্তা শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইলেন। তপোবনবাসিনী ব্রাহ্মণকন্যারা সাবিত্রীর পরম মনোহর রূপ লাবণ্য দর্শনে অনেক প্রশংসা করিলেন। এই সকল যশোবাদে রাণীর মনে অত্যন্ত বিষাদ জন্মিল। তিনি কহিলেন হায়! জগদীশ্বর কি বিড়ম্বনা করিয়াছেন। কোথায় সত্যবানের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূকে রাজমহিষী করিব, না সেই প্রিয়তমা নৃপবালাকে তরুমূলনিবাসিনী করিতে হইল। কোথায় ভাবিয়াছিলাম, রাজপ্রাসাদোপরি রত্নবিভূষিত পর্য্যঙ্কে অধ্যাসীন হইয়া পুত্রবধূর মুখচুম্বন করিব, না তদ্বিপরীত তৃণশয্যায় বসিয়া সেই চন্দ্রানন মলিন দেখিতে হইল। হায় কি পরিতাপ! এই কোমলাঙ্গী বিধুমুখীও আমাদের দুরদৃষ্টের দুঃখ ভাগিনী হইলেন।

রাণী এই রূপ খেদ প্রকাশ করিলে, সাবিত্রী তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। তিনি বলিলেন জননি! আপনি রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য বাস করিতেছেন, ইহাতে অবশ্য আপনার দুঃখ হইতে

পারে। কিন্তু আমাদের সুখদুঃখদাতা বিধাতা, তিনি যাহার অদৃষ্ট যাহা লিখিয়াছেন তাহা অখণ্ডনীয়। অতএব তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করাতে ঈশ্বর নিন্দা এমত নহে, অনর্থক শোকের আধিক্যও হয় এবং সেই শোকে অভিভূত থাকিলে আমাদের উচিত কর্ম্মেরও হানি জন্মে। ফলতঃ রাজসিংহাসন ও তৃণশয্যাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। আমি বিবেচনা করি যদি এই অরণ্য মধ্যে আপনাদের এবং পতির চরণ সেবা করিতে পাই, তবে তাহাতেই চরিতার্থতা জ্ঞান করি। পতি বিনা রাজসিংহাসনও কণ্টকতুল্য বোধ হয়।

সাবিত্রীর এই রূপ সুশীলতার বাক্য শুনিয়া ঋষি নন্দিনীগণ তাঁহার অশেষ গুণানুবাদ করিলেন। এবং সত্যবানের এরূপ গুণবতী ভার্য্যা প্রাপ্তি জন্য তাঁহাকেও ভাগ্যবান বিবেচনা করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সত্যবান সাবিত্রীর সহিত পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এবং রাজা রাণীও পুত্রের সুখে সুখী হইলেন।

সত্যবান পূর্ব্ব নিয়মানুসারে প্রত্যহ বন হইতে ফল মূল কাষ্ঠাদি আনয়ন পূর্ব্বক নগরে বিক্রয় করিয়া বৃদ্ধ মাতা পিতা ও পতিব্রতা পত্নীর ভরণ পোষণ করিতেন। এইরূপে সম্বৎসর কাল অতীত হইলে এক দিবস দিবাবসান কালে গৃহে খাদ্য দ্রব্যাদির অভাব দেখিয়া সত্যবান কুঠার গ্রহণ পূর্ব্বক বনগমনে উদ্যত হইয়া জনক জননীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

রাজা ও রাণী তৎকালে বনগমনে নিষেধ করিলেন। কিন্তু সত্যবান তাঁহাদিগকে সন্তোষ বাক্যে নিরস্ত করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। সাবিত্রী স্বামির অপরাহ্নে বনগমন অমঙ্গলের কারণ ইহা ভাবিয়া, ও নারদের বাক্য স্মরণ করিয়া অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। আর মনে মনে ভাবিলেন, বুঝি তাঁহার আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়াছে সেই জন্য অসময়ে অরণ্যে গমন করিতেছেন। ফলতঃ যদি ইঁহার কোন ভদ্রাভদ্র ঘটে তবে আমার ইঁহার নিকটে থাকা উচিত। ইহা ভাবিয়া পতিপরায়ণা সাবিত্রী কাহাকেও কোন কথা না কহিয়া স্বামির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। সত্যবান তাঁহাকে পশ্চাৎগামিনী দেখিয়া বারম্বার নিষেধ করিলেন, কিন্তু সাবিত্রী তদ্বাক্য অবহেলন করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অনন্তর রাণী সাবিত্রীর বন গমনের সংবাদ পাইয়া সত্বরে তাঁহাকে আনিতে গেলেন, এবং কহিলেন হে বৎসে! তুমি কোথায় গমন করিতেছ! তুমি যুবতী নারী, কল্য অবধি আহার কর নাই, তুমি কোথায় যাইবে। আইস গৃহে ফিরিয়া চল, তোমার স্বামী এখনি ফল লইয়া আসিতেছেন। ভূপতিতনয়া কহিলেন, জননি! আমাকে অনুমতি করুন, আমি পতিসমভিব্যাহারে কানন দর্শন করিয়া আইসি। শাস্ত্রেও বিধি আছে, নারী কখন পতিসঙ্গ ত্যাগ করিবে না। অতএব আমি পতি সঙ্গে চলিলাম। আপনি চিন্তা

করিবেন না, আমরা এখনি ফিরিয়া আসিতেছি। এই কথায় রাজরাণী নিরুত্তর হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

সাবিত্রী গহন মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ কৌতুক দর্শন করিলেন। রাজকুমার বহুবিধ ফল মূল আহরণ করিতে লাগিলেন। রাজনন্দিনী সতত চিন্তা করিতেছেন, কোন সময়ে কি হইবে। অনন্তর ফলাহরণ হইলে সত্যবান সাজি ও আঁকসি সাবিত্রীর হস্তে দিয়া কাষ্ঠ আনয়নার্থ কুঠার লইয়া বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। পরে বৃক্ষের একটা শুষ্ক শাখা ছেদন করিতে করিতে সত্যবানের অতিশয় শিরঃপীড়া বোধ হইল। তাহাতে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিলেন; এবং ভার্য্যাকে কহিলেন আমি শিরোবেদনাতে অধৈর্য্য হইয়াছি। এই কথায় সাবিত্রী বুঝিলেন যে তাঁহার কাল পূর্ণ হইল। অতএব মনে মনে অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া আপন অঞ্চল পাতিয়া বৃক্ষতলে তাঁহাকে শয্যা করিয়া দিলেন, এবং আপন উরুদেশে তাঁহার মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সত্যবান ক্রমে ক্রমে অধিক অধৈর্য্য হইতে লাগিলেন; এবং সাবিত্রী নানা প্রকার সান্ত্বনা করিয়াও তাঁহার অঙ্গদাহ নিবারণ করিতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহার অঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়াদি অবশ হইতে লাগিল। ইহাতে যদিও সাবিত্রীর এমত বোধ হইল

যে তাঁহার আসন্ন কাল উপস্থিত, তথাপি সান্ত্বনা ও শুশ্রূষা করিতে ক্ষান্ত না হইয়া তাঁহার আরোগ্যের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহার নাড়ী বিচ্ছেদ হইয়া প্রাণ বিয়োগ হইল। তাহাতে সাবিত্রী অতিশয় শোকাকুল হইয়া মনে মনে কহিলেন, কৃতান্ত যদি আমাকে এতই দুঃখ দিলেন, কিন্তু তিনি সত্যবানকে কি প্রকারে লইয়া যান তাহা আমাকে দেখিতে হইবেক।

ইহা স্থির করিয়া সাবিত্রী সেই তামসী যামিনীতে একাকিনী মৃত স্বামির শরীর ক্রোড়ে করিয়া থাকিলেন। কিয়ৎকাল পরে কৃতান্ত সত্যবানকে আনয়নার্থ দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ঐ দূতেরা সাধ্বী পতিব্রতা রমণীর বিগ্রহনিঃসৃত তেজঃপুঞ্জ দর্শনে, সত্যবানের শব লওয়া দূরে থাকুক, তাহা স্পর্শ করিতেও পারিল না। তদনন্তর তাহারা পরাঙ্মুখ হইয়া কৃতান্ত সদনে গিয়া সবিশেষ নিবেদন করিলে, যম স্বয়ং দূতগণ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। সাবিত্রী তাঁহাকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? এবং কোথা হইতে আগত হইলেন? যম উত্তর করিলেন, আমি যমরাজ তোমার স্বামির কালপ্রাপ্তি হওয়াতে তাঁহাকে লইতে আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া সাবিত্রী স্বামিদেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে দণ্ডায়মানা হইলেন। তখন যমদূতগণ যমরাজের আজ্ঞাতে সত্যবানকে বন্ধন

করিয়া লইয়া চলিল। সাবিত্রী স্বামির এতদ্রূপ দুরবস্থা বিলোকনে অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাহাতে যমরাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন বৎসে! তুমি আমার সঙ্গে কি জন্য আসিতেছ। আমি কি করিব, তোমার স্বামির কাল পূর্ণ হইয়াছে; এই জন্য আমি ইহাকে লইয়া যাইতেছি। অতএব মিথ্যা চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক তুমি গৃহে গিয়া স্বামির উদ্ধারের পথ চিন্তা কর।

সাবিত্রী কহিলেন প্রভো! আপনি যাহা কহিলেন আমি সকলি অবগত আছি। এই সংসার সমুদায় মায়াময় এবং ভাই, বন্ধু, স্বামী প্রভৃতি কেহ চিরজীবী নহে, কালে সকলকেই কাল প্রাপ্ত হইতে হইবেক। কিন্তু আমার প্রার্থনা এই যে আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম; আপনার অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব সত্যবানের পরিবর্ত্তে আমাকে গ্রহণ করিয়া সত্যবানকে জীবন দান করুন। কৃতান্ত কহিলেন পতিব্রতে সাবিত্রি! আমি তোমার বাক্যে তুষ্ট হইলাম, সত্যবানের জীবন ব্যতীত তোমার অন্য যে প্রার্থনা থাকে বল। সাবিত্রী মনে মনে স্থির করিলেন আমি সত্যবানকে কখন পরিত্যাগ করিব না। তবে ধর্ম্মরাজ আমার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন, অতএব কি প্রার্থনা করি। পিতা অপুত্রক আছেন, তাঁহার বংশ লোপ না হয় ইহাই প্রার্থনীয় বটে। সাবিত্রী মনে মনে এই সকল

চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন; প্রভো! যদি মৎপ্রতি সদয় হইয়া থাকেন তবে আমার অপুত্রক পিতাকে পুত্র দান করিয়া পিতৃকুল উদ্ধার করুন।

যমরাজ সাবিত্রীর প্রার্থনানুসারে অশ্বপতি ভূপতির পুত্র হওনের বরপ্রদান অর্থাৎ যেরূপে পুত্র হইবে তাহার পন্থা বলিয়া দিলেন। তৎপরে পুনর্ব্বার সাবিত্রীকে গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলেন। সাবিত্রী কহিলেন প্রভো! আপনকার স্বৎসংসর্গ পরিত্যাগ করিতে আমার এক তিলার্দ্ধও বাঞ্ছা হইতেছে না। কেননা আপনকার সহিত কথোপকথনে আমি সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছি, এবং আপনি ব্যতিরেকে এই ভবসিন্ধু পার হইবার অন্য উপায় নাই। অতএব আমি আপনার সঙ্গ কদাপি ত্যাগ করিব না, আপনার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। কৃতান্ত সাবিত্রীর বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন, সত্যবানের জীবন ব্যতিরেকে যদি তোমার আর কোন অভিলাষ থাকে বল। সাবিত্রী ভাবিলেন, শ্বশুর অন্ধ, যদি এই সুযোগে আমার দ্বারা তাঁহার অন্ধত্ব মোচন হয় তবে তাহা না করি কেন। ইহা চিন্তা করিয়া বলিলেন হে ধর্ম্মরাজ! আমার শ্বশুর দ্যমসেন ভূপতির অন্ধত্ব দূর হওনের যদি কোন উপায় থাকে তাহা করুন। যমরাজ সাবিত্রীর এই প্রার্থনাও পূর্ণ করিলেন, অর্থাৎ অন্ধত্ব মোচনের উপায় বলিয়া দিলেন। তৎপরে তিনি পুনর্ব্বার সাবিত্রীকে বলিলেন, রাত্র অধিক হইয়াছে, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও।

ইহা বলিয়া যমরাজ প্রস্থান করিলেন। নৃপতি-বালা গৃহে না যাইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলি-লেন। কতক দূর গমন করিয়া কৃতান্ত পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, যে তথনও সাবিত্রী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। তাহাতে তাঁহাকে পুনর্ব্বার নিষেধ করিলেন। সাবিত্রী উত্তর করিলেন, ধর্ম্মাবতার! আমার সংসারের বাসনা নাই। পতিই নারীর জীবন ও ভূষণ; অতএব স্বামী যদি সংসার ত্যাগ করিলেন তবে সংসারে আমার আর কি প্রয়োজন। আপনি এই আশীর্ব্বাদ করুন, ধর্ম্মে আমার মতি থাকে। কৃতান্ত নরেন্দ্রনন্দিনীর নিতান্ত ব্যাকুলতা দেখিয়া বাৎসল্যভাবে অশেষ রূপে সান্ত্বনা করিলেন।

সাবিত্রী তাঁহার কারুণিক বচনে শান্ত না হইয়া রোদন করিতে করিতে সংসার আশ্রমে বিশেষ ঔদাস্য প্রকাশ করত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কৃতান্তের সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন পৃথিবী তাবৎ মায়াময় এবং মনুষ্য মায়ায় মোহিত হইয়া সংসার রূপ মহা বিপদ সাগরে মগ্ন হয় এবং ভ্রান্তি প্রযুক্ত পৃথিবী শুদ্ধ সকল বস্তুই আমার কহে। পরন্তু অতি প্রিয় যে পতি পুত্র ও পিতা মাতা ও শ্বশুর শাশুড়ী তাহারা সকলেই অনর্থের মূল। কেননা তাহা-দের জন্য অধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে হয়। পরন্তু চক্ষুঃ সত্ত্বেও মনুষ্য অন্ধ, এবং গুটি পোকা যেমন আপ-

নাদের সূত্রে আপনাদিগকে বন্ধন করে, শেষে বাহির হইতে পারে না, মনুষ্য সেই প্রকার নেত্র থাকিতে আপন মঙ্গল দৃষ্টি না করিয়া বিষয় রূপ জালে আপনাকে বদ্ধ করে; এবং তাহাতে অবশেষে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। অতএব আমি একবারে সংসার বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছি, আমি আপনার সঙ্গে চলিলাম। যম তাঁহার এই সকল বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন; এবং তাঁহাকে বিশেষ রূপে প্রশংসা করিয়া পুনর্ব্বার বরপ্রদান করিতে চাহিলেন। কিন্তু ভূপালবালা কোন প্রার্থনা প্রকাশ না করিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বিনী থাকিলেন। তাঁহার নয়ন যুগলে অশ্রু ধারা বহিতে লাগিল। যমরাজ তদ্দর্শনে দয়ার্দ্র চিত্তে তাঁহাকে বারম্বার বরপ্রার্থনা করিতে আজ্ঞা করিলেন। নৃপনন্দিনী কৃতান্তের সদয়তা বুঝিতে পারিয়া সত্যবানের ঔরসে তদীয় গর্ভে এক শত পুত্রের জন্ম হউক এই প্রার্থনা করিলেন।

যমরাজ এই কথায় মহা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন, কেননা যদিও স্পষ্টতঃ সত্যবানের জীবনদানের প্রার্থনা করিলেন না, কিন্তু প্রকারান্তরে তাহাই প্রার্থনা করা হইল। যমরাজ কতকক্ষণ পর্য্যন্ত মৌন হইয়া থাকিলেন; পরে তাহাই হইবে, এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। সাবিত্রীও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কতক দূর যাইয়া যম পশ্চাদ্দিগে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, সাবিত্রী তখনও যান নাই। তাহাতে পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রস্থান

করিতে কহিলেন। সাবিত্রী উত্তর করিলেন প্রভো! আপনি আজ্ঞা করিয়াছেন সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে শত পুত্র হইবে; আপনার বাক্য কখন অন্যথা হয় না। কিন্তু কিরূপে আমার এই অভিলষিত সিদ্ধ হইবে তাহা আজ্ঞা করুন; তাহা হইলেই আমি প্রস্থান করি।

যমরাজ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, মনুষ্যের আয়ুঃ শেষ হইলে কখন পুনর্জীবিত হয় না, কিন্তু সাবিত্রি! তুমি অতি পতিব্রতা এবং আমি তোমার গুণে অতিশয় বশীভূত হইয়াছি, অতএব তোমার পাতিব্রত্যের পুরস্কার করিতেছি। তোমার এক প্রার্থনায় দুই প্রার্থনা পূর্ণ হইল, তোমার পতিকে লইয়া যাও, এবং উভয়ে সুখে কালযাপন কর। যাবজ্জীবন এই চতুর্দ্দশী রাত্রিতে ব্রত করিবে। এই চতুর্দ্দশীর নাম সাবিত্রী চতুর্দ্দশী হইল। এই রজনীতে যে নারী ব্রত করিবে সে তোমার ন্যায় সতী হইবে।

এই কথা বলিয়া মৃত্যুপতি সত্যবানের মৃত দেহে জীবন দান করিয়া তাঁহাকে সাবিত্রীহস্তে অর্পণ করিলেন। সাবিত্রী মৃত পতির প্রাণ দানে কৃতান্তের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক বিবিধ প্রকারে স্তব করিলেন। অনন্তর যমরাজ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন(১)।

(১) এই ঘটনা প্রকৃত ঘটিয়াছিল এমত সম্ভব নহে; কিন্তু সাবিত্রী অতিশয় পতিব্রতা ছিলেন, অতএব তাঁহার

সাবিত্রী স্বামির সমীপে আগতা হইলে সত্যবান নিদ্রা হইতে জাগরিত প্রায় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উঠিয়া বসিলেন এবং অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভার্য্যাকে কহিলেন প্রিয়ে! কি হেতু তুমি এত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমার নিদ্রা ভঙ্গ কর নাই। এ ঘোর তামসী যামিনীতে তুমি একাকিনী কি রূপে এখানে ছিলে। চল এক্ষণে গৃহে গমন করা যাউক, নতুবা বৃদ্ধ জনক জননী আমাদিগের অনুপস্থানে চিন্তাকুল হইয়া সমস্ত যামিনী যাতনা প্রাপ্ত হইবেন। সাবিত্রী উত্তর করিলেন, প্রভো নিদ্রা ভঙ্গনে পাতক জন্মে, এই বিবেচনায় আপনকার নিদ্রাভঙ্গ করি নাই। যাহা হউক তাহাতে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। সম্প্রতি এ নিবিড় অরণ্যানী মধ্যদিয়া গৃহে গমন করা বিহিত নহে; সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহাদি বিবিধ হিংস্রক জন্তুগণের গ্রাসে পতিত হওনের আটক নাই। অতএব উভয়ে কোন বৃক্ষে আরোহণ করিয়া অদ্য যামিনীযাপন করি, রজনী প্রভাতা হইলে গৃহে গমন করিব। এই স্থির করিয়া, পতি পত্নী উভয়ে এক বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক সে রজনী কোন মতে যাপন করিলেন।

এ দিকে সত্যবানের পিতা মাতা অন্ধের যষ্টির ন্যায়

পতিপরায়ণতা উত্তম রূপে প্রকাশার্থ বিজ্ঞ গ্রন্থকার তাঁহার পতির পরলোক কল্পনা করিয়া তাঁহার পুনর্জ্জীবনকে তাঁহার সতীত্বের পুরস্কার স্বরূপ করিয়া লিখিয়াছেন।

একমাত্র পুত্রের অনুপস্থিতিতে ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, যে এই ঘোর অন্ধকার রজনীতে পুত্র কোথায় রহিল, কি খাইল, এবং যে পুত্রবধূ কখন গৃহের বাহির হয় না, তাহারই বা কি হইল। কখন কখন ইহাও ভাবিতে লাগিলেন বুঝি কোন হিংস্রক জন্তু তাহাদিগকে নষ্ট করিল। এই প্রকার নানা চিন্তায় সমস্ত নিশা যাপন করিলেন। অরণ্যবাসী ঋষিগণ তাঁহাদিগকে নানা মতে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শর্ব্বরী প্রভাত হইলে সত্যবান ফল মূল ও কাষ্ঠ ভার স্কন্ধে লইয়া প্রিয়তমা ভার্য্যার সহিত আপনাদের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। রাজা এবং রাজমহিষী তাঁহাদিগকে প্রত্যাগত দেখিয়া মৃত দেহে জীবন প্রাপ্তের ন্যায় অত্যন্ত উল্লাসিত হইলেন। রাজ-রাণী পুত্র ও পুত্রবধূকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। এবং ঋষি ও ঋষিকন্যাগণ তাঁহা-দের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে মহা আনন্দিত হইয়া সকলে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিলেন। পরে সাবিত্রীর প্রমু-খাৎ যাবতীয় দুর্ঘটন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন, পরে সাবিত্রীকে যথেষ্ট প্রশংসা ও আশী-র্ব্বাদ করিয়া ঋষিকন্যাগণ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

সাবিত্রী উক্ত শুভ দিবসের স্মরণার্থ তদবধি বর্ষে বর্ষে ঐ চতুর্দ্দশী তিথিতে ব্রত করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি স্ত্রী লোকেরা ঐ চতুর্দ্দশীতে ঐ রূপ ব্রত করিয়া থাকে। ঐ চতুর্দ্দশীকে সাবিত্রী চতুর্দ্দশী বলে।

তদনন্তর যমরাজের বরমাহাত্ম্যে সাবিত্রীর পিতা পুত্রবান হইলেন, এবং দমসেন ভূপতির অন্ধতা দূর হইল। আর সাবিত্রীর গর্ভে ক্রমশঃ মহাবল পরাক্রান্ত শত পুত্র উৎপন্ন হইলেন। এই সকল পুত্রের বয়োবৃদ্ধি হইলে সত্যবান প্রবলবীর্য্যশালী পুত্রগণ সহায় করিয়া পিতার রাজ্য উদ্ধার করিলেন ; এবং পতিপরায়ণা সাবিত্রীর সহিত পঞ্চশত বর্ষ রাজত্ব ভোগ করিলেন।

শকুন্তলা।

শকুন্তলা বিশ্বামিত্র ঋষির কন্যা ছিলেন। তাঁহার জন্ম ও রক্ষার বিবরণ অতি আশ্চর্য্য। কথিত আছে যে বিশ্বামিত্র মুনি অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেবতাগণ মহাভীত হইয়া, মন্ত্রণা পূর্ব্বক তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করণার্থ, মেনকা নাম্নী অপ্সরাকে স্বর্গ হইতে তৎসমীপে প্রেরণ করিলেন। মেনকা পরম রমণীয় বেশে তপোবনে মুনির সম্মুখে ক্রীড়া করিতে লাগিল। মুনি তাহার মনোহর রূপে মোহিত হইয়া তপ জপে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার সঙ্গে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পরে এক দিবস সন্ধ্যার সময় বিশ্বামিত্র মুনি সায়ংসন্ধ্যা করণার্থ মেনকাকে কোশা কুশী ও বারি আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। তাহাতে মেনকা ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিল ঋষিরাজ এত দিনের পর অদ্য আপনার মনে সন্ধ্যার আবির্ভাব হইল, এ কি আশ্চর্য্য। এই ব্যঙ্গোক্তিতে তপোধন অত্যন্ত কুপিত হইলেন। মেনকা ভয় প্রযুক্ত পলায়ন করিল।

ইতিমধ্যে মেনকা অন্তর্বত্নী হইয়াছিল; অতএব কানন মধ্যে গমন করিতে করিতে গর্ভ বেদনা উপস্থিত হইলে, এক কন্যা প্রসব করিয়া, তাহাকে অরণ্য মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ প্রস্থান করিল। ঈশ্বরেচ্ছায় নিয়তি প্রযুক্ত ঐ ত্যক্ত কন্যা কিয়ৎ কাল এক শকুন্ত কর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা হইল। পরে মালিনী তীরস্থ আশ্রম বাসী পরম কারুণিক কণ্বনামা এক মহর্ষি ঐ অরণ্যে ফলান্বেষণে গিয়া, ঐ কন্যাকে অনাথা দেখিয়া, তাহাকে আপন আশ্রমে আনয়ন করিলেন; এবং শকুন্ত কর্ত্তৃক রক্ষিতা প্রযুক্ত শকুন্তলা নাম দিয়া কন্যার ন্যায় লালন পালন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মুনিপালিত বালিকার যেমন ক্রমশ বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল তেমনি তাহার রূপ লাবণ্যাদি সুধাংশু কলার ন্যায় উত্তরোত্তর উজ্জ্বল হইতে লাগিল। শৈশব কালাতিক্রম হইলে, শকুন্তলা অরণ্য বাসি গণের নিয়মানুসারে বৃক্ষের বল্কল পরিধান করিতেন; কিন্তু তাহাতে শরীর শোভার কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই; বরঞ্চ শৈবল সঙ্গে কমলিনী এবং কলঙ্ক সম্পর্কে কলানিধি যেরূপ সৌন্দর্য্যাতিশয়তা ধারণ করে তাদৃশ বল্কল ধারণে শরীরে মাধুরী অত্যন্ত মনোহারিণী হইয়াছিল।

কণ্বমুনি তাঁহাকে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন এবং শকুন্তলা নানা বিদ্যায় বিদ্যাবতী হইলেন। শকুন্তলা শৈশবাবস্থা হইতেই কণ্ব মুনির

আদেশানুসারে তন্নির্ম্মিত পুষ্প কাননের সেবায় অত্যন্ত ঔৎসুক্যবতী ছিলেন, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা নাম্নী সমবয়স্কা দুই প্রতিবাসিনীর সমভিব্যাহারে প্রত্যহ সায়ং ও প্রাতঃকালে বৃক্ষ লতাদিতে জল সেচন করিতেন এবং তাবৎ বৃক্ষের প্রতি সহোদরের তুল্য স্নেহ করিতেন।

এক সময়ে কুলপতি কণ্ব মুনি শকুন্তলাকে গৃহে রাখিয়া সোম তীর্থে গমন করিলেন। ইত্যবসরে দুষ্মন্ত নামধেয় কুরুবংশীয় এক মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতি সসৈন্যে মৃগয়ার্থ গমন করিয়া নানা অরণ্যে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বহুতর জীব জন্তু বধ করিতে করিতে হিরণ্যারণ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তথায় এক পর্ণশালা আছে, তন্নিকটে এক পুষ্পবনে নানা পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে, পুষ্পপ্রলীন অলিগণ মধুপানে মত্ত আছে, মধুরালাপী পক্ষিগণ মধুরস্বরে গান করিতেছে, কিয়দ্দূরে মালিনী তটে ঋষিগণের যজ্ঞবেদী হইতে অগ্নিহোত্রাদির ধূম সমুদায় গগণ স্পর্শ করিতেছে এবং মুনিগণ বেদপাঠ করিতেছেন।

রাজা এই সকল অবলোকন করত সৈন্য গণকে কহিলেন তোমরা সকলে এই স্থানে অবস্থান কর আমি মুনিদিগকে প্রণাম করিয়া আসি। ইহা বলিয়া রাজা কুলপতি কণ্বমুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। তৎকালে শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা সহচরী দ্বয়ের সহিত, পুষ্পোদ্যানে জলসেচন এবং পরস্পর রহস্যা-

লাপ করিতেছিলেন। রাজা তাঁহাদের আলাপ শ্রবণে কৌতুকী হইয়া বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং মুনিকন্যা গণের নানাবিধ বাক্যকৌশল শ্রবণ ও রূপ মাধুরী অবলোকনে পরমানন্দিত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিবার উদ্যোগে থাকিলেন। ইতি মধ্যে একটা ভ্রমর পুষ্পবৃক্ষে জলসেচন জন্য অস্থির হইয়া পুনঃ পুনঃ শকুন্তলার কমলাননে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুলিতা করিল। অতএব শকুন্তলা সহচরী গণের নিকট দুষ্ট মধুকর হইতে পরিত্রাণের প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাহারা তাহাতে কৌতুকাবিষ্টা হইয়া উত্তর করিল যে তপোবনের রক্ষা কর্ত্তা রাজা; অতএব পরিত্রাণ বিষয়ে আমারদের কি শক্তি; অতএব দুষ্মন্ত রাজাকে স্মরণ কর।

এইরূপ বচনোপন্যাস করিলে রাজা সহর্ষ হইয়া বিবেচনা করিলেন যে ইহাদের সমক্ষগত হইবার এই এক উত্তম সময়। ইহা ভাবিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শকুন্তলা রাজাকে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা কহিলেন, হে সুন্দরি আমি দুষ্মন্ত রাজা, কণ্ব মুনির সহিত সাক্ষাৎ করণাকাঙ্ক্ষায় এখানে আসিয়াছি; মুনিরাজ কোথায়। শকুন্তলা রাজার পরিচয়ে আপনাকে এবং তপোবনকে শ্লাঘ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার উপবেশনার্থ কুটীর হইতে কুশাসন আনিয়া দিলেন; আর বলিলেন মুনিরাজ তীর্থে গমন করিয়াছেন; আপনি বিশ্রাম করুন।

আমি তাঁহার দুহিতা ; আমি আপনার সেবা করিতেছি।

রাজা এই কথা শুনিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, হে রূপবতি আমি তোমার অনুপম রূপাবলোকনে তুষ্ট হইলাম। কিন্তু মুনিরাজ পরম ধার্ম্মিক ও ফল মূলাহারী, দারত্যাগী, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী, তুমি কি রূপে তাঁহার কন্যা, আমাকে স্বরূপ বাক্যে বল। ইহাতে শকুন্তলা মুনিপ্রমুখাৎ শ্রুত স্বকীয় জন্মবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সকল কহিলেন। রাজা কতিপয় দিবস ঐ ধর্ম্মারণ্যে অবস্থিতি করিলেন। তাহাতে পরস্পরের সদ্ব্যবহার ও রূপ লাবণ্যে পরস্পর মোহিত হইলেন। অনন্তর রাজা এক দিবস শকুন্তলাকে কহিলেন, শকুন্তলে তুমি এমত রূপবতী। তাপস কুটীরে ঈদৃশ দুঃখিনীর বেশে অবস্থান করাতে এতদ্রূপ অনুপম সৌন্দর্য্যের মলিনতাই বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব মৎপ্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে বরণ করিয়া আমার রাজমহিষী হও, এবং বৃক্ষ বল্কল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পট্টাম্বর পরিধান কর।

শকুন্তলা রাজার এই বাক্যে লজ্জিতা হইলেন, কিন্তু রাজার রূপ ও ব্যবহারাদি দর্শনে তাঁহারও মনে প্রণয় সঞ্চার হইয়াছিল, অতএব অনায়াসে পাণি দানে সম্মতা হইলেন। তদনন্তর শুভক্ষণে গান্ধর্ব্ব বিধান দ্বারা দুষ্মন্ত রাজা শকুন্তলাকে বিবাহ করিলেন। পরে ধর্ম্মারণ্যে কিয়ৎকাল মুনিকন্যার সহিত একত্রে

অবস্থিতি করিয়া স্বহস্তস্থিত স্বনামমুদ্রিত এক অঙ্গুরীয় প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজার গমনান্তে শকুন্তলা তদ্বিরহে অত্যন্ত কাতর হইলেন। পরে এক দিবস তিনি কুটীর মধ্যে একাকিনী অনন্যমনা হইয়া একান্তে পতিচিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে দুর্ব্বাসা নামক এক অত্যুগ্র তপস্বী তথায় উপনীত হইয়া শকুন্তলার স্থানে আতিথ্য যাচ্ঞা করিলেন। কিন্তু শকুন্তলা স্বপতিভাবনায় নিমগ্ন থাকাতে অতিথির বাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। তাহাতে মহর্ষি, অতিথির প্রতি অনাদর করিল, এই বিবেচনায় কুপিত হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে যাহাকে একান্ত চিত্তে চিন্তা করত আমাকে হতাদর করিলে তোমার চিন্তার আধার সেই ব্যক্তি চেতিত হইয়াও তোমাকে স্মরণ করিবে না। ইহা বলিয়া দুর্ব্বাসা মুনি তথা হইতে সত্বর গতিতে প্রস্থান করিলেন।

ঐ সময়ে অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা সহচরী দ্বয় পুষ্পোদ্যানে পুষ্পচয়ন করিতেছিল, তাহারা ঐ শাপ শব্দ শ্রবণ করিয়া দেখিল যে সাক্ষাৎ মুর্ত্তিমান কোপ স্বরূপ দুর্ব্বাসা মুনি শাপ প্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান করিতেছেন। অতএব অনসূয়া দ্রুতগমন পুরঃসর ঋষি সমীপে গিয়া তাঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক শকুন্তলার অনবধানের কারণ বিস্তারিত রূপে বিজ্ঞাপন করিয়া বহুতর বিনয়

দ্বারা তাঁহার ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত যত্ন করিল। কিন্তু মুনি তাহার বিনয়ে বশীভূত হইয়া উত্তর করিলেন যে যাহা কহিয়াছি তাহা কদাচ অন্যথা হইবে না। তবে যদি শকুন্তলা রাজার দত্ত কোন চিহ্ন সন্দর্শন করাইতে পারে তবে রাজার তাহাকে স্মরণ হইবে। এই কথা বলিতে বলিতে মুনিরাজ অন্তর্হিত হইলেন। পরে দুই সখী একত্র হইয়া মুনি মন্যু বিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে, এক জন কহিল যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; কিন্তু ইহা নিতান্ত খেদের বিষয় নহে। যেহেতু রাজদত্ত এক অঙ্গুরীয় শকুন্তলার হস্তে আছে; তাহা প্রদর্শন করাইলে রাজা অবশ্য তাহাকে চিনিতে পারিবেন। কিন্তু একথা সম্প্রতি প্রকাশ করণের প্রয়োজন নাই; কেন না শকুন্তলা একে পতি বিরহে কাতরা, তাহাতে এই শাপের কথা শুনিলে তাহার দুঃখাগ্নি দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইবে।

এইরূপ কথোপকথনের পর শকুন্তলার কুটীরে আগমন করিয়া দেখিল যে তিনি বামহস্তে স্ববদনার্পণ পূর্ব্বক চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চলা হইয়া পতি চিন্তা করিতেছেন। ইহাতে উভয়ে তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিল। এইরূপে কিয়ৎ দিবস গত হইল।

পরে কণ্বমুনি তীর্থ যাত্রা হইতে প্রত্যাগত হইয়া দুষ্মন্ত রাজার সহিত শকুন্তলার বিবাহের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাতে কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করি-

লেন না ; বরঞ্চ সুপাত্রের সহিত সংমিলন হওয়াতে সেই সংমিলনকে সৌভাগ্য ও সুখ জনক জ্ঞান করিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং শকুন্তলার বিবেচনার প্রশংসা করিলেন।

অনন্তর দুষ্মন্ত রাজা বাটী গিয়া অবধি শকুন্তলার তত্ত্বান্বেষণ না করাতে কণ্ব ঋষি মনে মনে এই বিবেচনা করিলেন যে পিতৃগৃহে যুবতী কন্যা থাকা উচিত নহে। কেননা তাহাতে অধর্ম্ম, অপযশ ও কুচরিত্রতা জন্মিবার সম্ভাবনা জন্মে। তরুণী কন্যা পিত্রালয়ে বহু ধর্ম্ম শালিনী হইলেও পবিত্রা নহে। এই সকল বিবেচনা, বিশেষত শকুন্তলার গর্ব্ভ লক্ষণ দৃষ্টি, করিয়া তাঁহাকে স্বামি সদনে প্রেরণ করা স্থির করিলেন এবং তাঁহাকে পতি গৃহে লইয়া যাইবার জন্য স্বীয় ভগিনী গৌতমী এবং শারঙ্গরব ও সারত্বত নামা দুই শিষ্যকে আজ্ঞা করিলেন যে তাহারা তাঁহাকে হস্তিনা নগরে রাজার নিকটে লইয়া যায়। এই আজ্ঞা পাইয়া গৌতমী ও শিষ্যদ্বয় গমনের সজ্জাদি করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা যে পতির বিচ্ছেদে সতত বিমর্ষযুক্তা থাকিতেন ; তাঁহার সহিত পুনর্মিলনের আশায় যদিও হর্ষ হইল, কিন্তু তাহাতে অরণ্যবাসিনী প্রতিবাসিনী তপস্বিনী গণের সহিত বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় খিদ্যমানা হইলেন। পরে একে একে সকল সঙ্গিনী ও প্রতিবাসিনীর স্থানে বিদায় হইতে গেলেন।

তাহাতে তাঁহারা, কেহ রাজার পরম প্রেয়সী হও, ও কেহ কেহ বীরপ্রসবিনী হও, এই বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এবং কণ্ব মুনি যদিও বনবাসী এবং জিতেন্দ্রিয় তথাপি, শকুন্তলাকে এতকাল পালন করিয়াছিলাম এখন তিনি পতিগৃহে গমন করিবেন আর সাক্ষাৎ হইবে কি না এই ভাবিয়া, অত্যন্ত কাতর হইয়া নানাপ্রকার খেদ করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া পিতৃচরণে প্রণিপাত করিলে মুনিবর তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে যযাতি রাজার শর্ম্মিষ্ঠা নাম্নী পত্নী যাদৃশ প্রেয়সী হইয়াছিলেন তদ্রূপ তুমিও পতির প্রিয়পাত্র হইয়া এক রাজরাজেশ্বর পুত্র লাভ কর।

এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিলে পর শকুন্তলা মুনিশিষ্য সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। মুনি যদিও বিদায় দিলেন তথাপি স্নেহ বশত কন্যার সঙ্গে সঙ্গে কতক দূর চলিলেন। এবং অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা সখীদ্বয়ও তাঁহার সঙ্গে গমন করিল। এই ভাবে সপরিবারে কতক দূর গমন করিয়া এক সরোবর তীরে উপনীত হইয়া তত্রস্থ এক বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া সকলে উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর শারঙ্গরব প্রভৃতি অনুষঙ্গি শিষ্য গণ কণ্ব মুনিকে কহিলেন হে আচার্য্য আপনি কত দূর গমন করিবেন, এই স্থান হইতে প্রতিগমন করুন; আমরা শকুন্তলাকে লইয়া যাইতেছি। কণ্বমুনি কহিলেন হে শারঙ্গরব আমার প্রতিনিধি

স্বরূপ তুমি শকুন্তলাকে রাজার সমক্ষে উপনীত করিয়া রাজাকে কহিবে যে তপস্যা মাত্র আমাদের ধন, আর আপনার অতিউৎকৃষ্ট বংশ, এবং আপনাতে এই শকুন্তলার স্বতঃ প্রণয়প্রবৃত্তি হইয়াছিল এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া অন্যান্য স্ত্রীতে যাদৃশ অনুরাগ করেন তত্তুল্য ভাবে ইহার প্রতিও কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। অতঃপর দৈবাধীনে যাহা ঘটে তাহা স্ত্রীবন্ধুগণের প্রার্থনাতীত। এবং শকুন্তলাকে কহিলেন বৎসে এক্ষণে তোমাকে উপদেশ দিতেছি শ্রবণ কর। পতিগৃহস্থ গুরু সম্পর্কীয় জনগণের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নী সমূহের সহিত সখিতাচরণ করিবে, এবং স্বামী কোন কারণ বশত রুষ্ট হইলেও অভিমান করিবে না। অপর, পরিজনের প্রতি সর্ব্বদা অনুকূল দৃষ্টি রাখিবে, আর ঐশ্বর্য্য বস্ত্রালঙ্কারাদি সুখ সম্ভোগে অনাসক্ত চিত্তা হইবে। এবম্প্রকার সদ্ব্যবহার করিলে যুবতীগণ কুললক্ষ্মী স্বরূপ গৃহিণী শব্দ বাচ্যা হয়।

এইরূপ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক কণ্ব মুনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে কন্যাকে আলিঙ্গন করিলেন। শকুন্তলা জনকের এই সকল উপদেশ শ্রবণে এবং অবিলম্বে বিশ্লেষ সম্ভাবনায়, অত্যন্ত ব্যাকুলিতা হইয়া কহিলেন জনকের অঙ্কভ্রষ্টা হইয়া কিরূপে দেশান্তরে জীবন ধারণ করিব। কণ্ব মুনি কহিলেন বৎসে তুমি কি জন্য কাতর হইতেছ। বহু পরিজন বিশিষ্ট স্বামির গৃহিণী পদে অভিষিক্ত হইয়া গৃহ কার্য্যের

বাহুল্য প্রযুক্ত নিরন্তর ব্যস্ত থাকিয়া এবং প্রাচী দিকের ন্যায় সূর্য্য তুল্য তনয় প্রসব করিয়া আমার বিরহ জনিত শোক বিস্মৃত হইবে।

অনন্তর শকুন্তলা পিতাকে প্রণাম করিয়া সখীদ্বয়কে আলিঙ্গন করিলেন। সখীদ্বয় তদ্বিরহ জন্য মনো দুঃখ প্রকাশি করিয়া কহিল ; সখি যদি দৈবায়ত্ত মহারাজ তোমাকে সহসা চিনিতে না পারেন তবে রাজ দত্ত তন্নামাঙ্কিত তোমার অঙ্গুরীয়ক দেখাইবে, তাহা হইলেই তিনি তোমাকে চিনিতে পারিবেন। শকুন্তলা কহিলেন সখি এই কথায় আমার অন্তঃকরণ হুতাশ যুক্ত হইয়েছে। সখীদ্বয় কহিল ভয় নাই স্নেহ প্রযুক্ত এই আশঙ্কা মাত্র।

ঐই প্রকার কথোপকথন কালে শারঙ্গরব কহিলেন আচার্য্য বেলা হইয়া উঠিল অতএব সত্বর হউন। ইহাতে শকুন্তলা পিতাকে পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া কহিলেন হে জনক পুনর্ব্বার কত দিনে আমি আপনাকে ও এই তপোবন দর্শন করিব। মুনি উত্তর করিলেন যে বৎসে আসমুদ্র ক্ষিতিপতির পত্নী হইয়া উপযুক্ত পুত্র প্রসব করিয়া তাহাকে রাজ্যভারার্পণ পূর্ব্বক স্বামির সহিত শান্তির নিমিত্ত এই আশ্রমে পুনরাগমন করিবে। সম্প্রতি শুভ যাত্রা কর। পরমেশ্বর তোমার রক্ষা করুন। ইহা বলিয়া সকলে শোকাবিষ্ট চিত্তে স্ব স্ব উদ্দেশ্য স্থানে প্রস্থান করিলেন।

শকুন্তলা গৌতমী ও কণ্বশিষ্য দ্বয় সমভিব্যাহারে

কয়েক দিবস গমনানন্তর হস্তিনা নগরে উপনীত হইয়া তত্রস্থ নদীতে স্নানাদি করিলেন। স্নানকালে,শকুন্তলার অঙ্গুলীতে রাজদত্ত যে অঙ্গুরীয়ক ছিল, তাহা নদীতে পড়িল। শকুন্তলা তাহা জানিতে পারিলেন না। পতির সহিত পুনর্ম্মিলনের সুখচিন্তায় বিহ্বলপ্রায় হইয়া হস্তে অঙ্গুরীয় আছে কি না একবারও তাঁহা ভাবিলেন না। স্নানাদির পর সকলে একত্র হইয়া রাজদ্বারে গমন পূর্ব্বক দৌবারিককে কহিল, যে আমরা কণ্ব মুনির আজ্ঞাবহ; রাজার সঙ্গে সাক্ষাত করিব। অতএব রাজাকে আমাদের সংবাদ দাও। দৌবারিক রাজসাক্ষাৎকারে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল মহারাজ হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকা বাসি সস্ত্রীক ঋষিগণ কণ্ব মুনির আজ্ঞাবহ হইয়া দ্বার দেশে উপস্থিত, মহারাজের দর্শন প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব যেমন আজ্ঞা হয়। রাজা সস্ত্রীক ঋষিগণের আগমন সংবাদে বিস্ময়াপন্ন হইয়া আজ্ঞা করিলেন যে পুরোহিতকে কহ তিনি যথাবিহিত তপস্বিগণকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহারদের সহিত সাক্ষাত করিয়া উপযুক্ত বাস স্থানে আনয়ন করেন আমিও তথায় আসিতেছি।

ইহা শুনিয়া দৌবারিক প্রস্থান করিলে রাজা নিরূপিত স্থানে আসিয়া মুনিগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং মুনিকন্যাদিগের আগমনের কারণ অনুমান করিতে না পারিয়া বেত্রবতী

নাম্নী পরিচারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে বেত্রবতি কি নিমিত্ত ভগবান কণ্ব ঋষিদিগকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কোন দুরাত্মা কি তাহাদের তপস্যার বিঘ্ন কিম্বা ধর্ম্মারণ্যবাসিদের কাহার প্রতি অত্যাচার করিতেছে আমি ইহার কিছুই অবধান করিতে পারিলাম না তাহাতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি। পরিচারিণী কহিল, মহারাজ আপনকার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে কুত্রাপি কোন বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। বোধ হয় আত্মীয়তা হেতু ঋষিগণ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া থাকিবেন।

উভয়ে এবম্বিধ আলাপ হইতেছে এমত সময়ে পুরোহিত শকুন্তলা ও তৎসমভিব্যাহারীগণকে রাজার নিকট লইয়া আসিলেন। আসিতে আসিতে শকুন্তলা দক্ষিণ নেত্র স্পন্দনে অশুভাশঙ্কায় ভীতা হইয়া গৌতমীকে তাহা জানাইলেন। গৌতমী, বৎসে! তোমার অমঙ্গল দূর হইয়া সুখ বৃদ্ধি হউক, ইহা কহিয়া সান্ত্বনা করিলেন। অনন্তর সকলে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলে রাজা শকুন্তলার প্রতি দৃষ্টি করিয়া প্রতীহারীকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঋষিগণ মধ্যে অবগুণ্ঠনবতী এবং ঈষৎব্যক্তলাবণ্যা এই কামিনী কে? প্রতীহারী কহিল মহারাজ পরম সুন্দরী, দর্শনের উপযুক্ত পাত্রী। রাজা কহিলেন পরস্ত্রী দর্শনীয় নহে।

অনন্তর রাজপুরোহিত রাজার সহিত ঋষিগণের সাক্ষাৎ ও আলাপাদি করাইয়া দিলেন। পরে কণ্বশিষ্য আশীর্ব্বাদ জানাইয়া কহিলেন যে আমাদের উপাধ্যায় মহাত্মা কণ্বঋষি আজ্ঞা করিয়াছেন, যে মহারাজ গোপনে যে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি আনন্দিত হইয়াছেন; কেননা যে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে পাণিগ্রহণ সমাধা হয়, তিনি যদি তুল্যগুণ বর কন্যার পরস্পর মিলন করিয়া দেন, তবে কদাচ নিন্দনীয় হয়েন না। অতএব সম্প্রতি অন্তঃসত্ত্বা এই শকুন্তলাকে সহধর্ম্মাচরণার্থ গ্রহণ করুন। গৌতমীও কহিলেন, বৎস! এই শকুন্তলা বিবাহ কালে স্বীয় গুরু জনের অনুমতি অপেক্ষা করে নাই, তুমিও বন্ধু জনকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা কর নাই, অতএব তোমাদের উভয়ের পরস্পরানুরাগ বিষয়ে তোমরাই প্রমাণ।

দুষ্মন্ত রাজা শকুন্তলাকে ধর্ম্মারণ্যে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কিছুমাত্র স্মরণ ছিলনা; অতএব কণ্বশিষ্য ও গৌতমীর বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, তোমরা এ সকল কি কথা কহিতেছ ইহা উপন্যাস জ্ঞান হইতেছে। শকুন্তলা এই কথায় মনে মনে কহিলেন, হা! রাজার আকার দ্বারা বোধ হইতেছে, ইনি আমাকে অবজ্ঞা করিতেছেন। শারঙ্গরব কহিলেন কি; ইহা উপন্যাস কহা যাইতেছে? মহারাজই ইহার সমস্ত বিবরণ অবগত আছেন। যাহা হউক যুবতীগণ যদিও যথার্থত সতী হউন তথাপি নিরন্তর পিতৃগৃহে

বাস করিলে লোকে অন্যথা আশঙ্কা করিয়া থাকে; এই কারণ বন্ধুবর্গের কর্ত্তব্য যে পতির নিকট তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়া কন্যাভার হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, কি! ইহাকে আমি বিবাহ করিয়াছি। এই বাক্যে শকুন্তলা অতি বিস্মৃতা হইয়া মনে করিলেন, হা ঈশ্বর! মনে মনে যে আশঙ্কা হইয়াছিল তাহাই ঘটিল। সারঙ্গরব কহিলেন প্রথমে এক কার্য্য করিয়া পশ্চাৎ তাহার প্রতি ঘৃণা করাতে ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ করা হয়, তাহা কি রাজার উচিত কর্ম্ম? রাজা বলিলেন আপনি আমার প্রতি কেন এমত অসৎ কল্পনীয় প্রস্তাব করিতেছেন। সারঙ্গরব ক্রোধভাবে বলিলেন, ঐশ্বর্য্যশালী হইলেই প্রায় এই প্রকার মত্ততা হইয়া থাকে। রাজা কহিলেন, এতাদৃক কটু কষায় বাক্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

পরস্পর এই প্রকার বাক্‌বিতণ্ডা হইলে গৌতমী শকুন্তলাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! তুমি লজ্জিতা হইও না, তোমার মুখাবরণ বসন উত্তোলন করি, তাহা হইলে রাজা তোমাকে চিনিতে পারিবেন। ইহা কহিয়া গৌতমী তদ্রূপ করিলেন। রাজা তাঁহার পরম মনোহর রূপ সন্দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি ইহাকে পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছি কি না স্মরণ হইতেছে না। কিন্তু, ভ্রমর যেমত নিশাবসানে শিশিরাবৃত কুন্দ কুসুম মধু সম্ভোগ করিতেও পারে না, পরিত্যাগ করিতেও পারে না; তাদৃশ এই যুবতী অম্লা-

পদ্মলাবণ্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীকে এক্ষণে গ্রহণ করিতেও পারি না, ও পরিত্যাগ করিতেও পারি না।" রাজা মৌন ভাবে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমত সময়ে সারঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! ইহাকে কি পরস্ত্রী জ্ঞান করিতেছেন? রাজা বলিলেন, হে তপোধন! নানাবিধ চিন্তা করিয়াও ইহাকে যে পরিণয়ন করিয়াছি, তাহা স্মরণ হয় না; অতএব কিরূপে আপনাকে ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গারস্বরূপে স্বীকার করিয়া গর্ভ লক্ষণাক্রান্তা এই রমণীকে গ্রহণ করিব।

রাজার এই বাক্য শ্রবণে শকুন্তলার শিরে যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং তিনি মনে করিলেন, হা ঈশ্বর! বিবাহেতেই যদি রাজার সংশয় হইল, তবে আর অন্য আশা সমূহ সুতরাং নিষ্ফল হইল। সারঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! শকুন্তলার প্রতি এরূপ অত্যাচার করণে অতি অন্যায়াচরণ হইতেছে; কেন না যাহার যে বস্তু তাহাকে তাহা সমর্পণ করিতে উদ্যত যে মহর্ষি কণ্ব মহাশয় তাঁহার অপমান করা হইল। সারস্বত কহিলেন সারঙ্গরব আর কোন কথার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে ক্ষান্ত হও, এবং শকুন্তলাকে কহিলেন, ভগিনি! আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বলা হইল, রাজা যাহা কহিলেন তাহা শ্রবণ করিলে, এক্ষণে তোমার যাহা বক্তব্য থাকে তাহা জানাও।

শকুন্তলা মনে মনে ভাবিলেন, রাজা যে সকল কথা

বলিলেন তাহাতে আর পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া দিলে কি ফলোদয় হইবে? যাহা হউক তথাপি আপনার পরিশুদ্ধতা প্রকাশার্থ কিঞ্চিৎ বলি; ইহা আলোচনা পূর্ব্বক মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে স্বামিন্! কিন্তু স্বামী শব্দ উচ্চারণ করিয়াই অতিশয় লজ্জিতা হইলেন; কেন না বিবেচনা করিলেন, যাহার বিবাহেতে সন্দেহ প্রকাশ হইতেছে তাহার প্রতি এরূপ সম্বোধন এক্ষণে লজ্জাকর। অতএব তাহা সংশোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পুরু বংশপ্রধান! তোমার কি স্মরণ নাই; অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়া কণ্ব মুনির কুটীরে উপস্থিত হইলে মুনির তীর্থ গমন হেতু যে তোমাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল, এবং তুমি সদ্ভাব দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া যাহার হৃদয় কবাট নিঃশেষে উদ্ঘাটন করিয়া মনহরণ করিয়াছিলে, এবং যাহাকে সুমধুর সুমিষ্ট প্রণয়ালাপ দ্বারা আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলে, সম্প্রতি এরূপ নিদারুণ হইয়া নীরস বচনে লোক সমাজে তাহার এ প্রকার অপমান করা কি তোমার উচিত?।

রাজা এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া হস্ত দ্বারা কর্ণ দ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া রাম রাম শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক কহিলেন, যেমন সিন্ধু প্রবল তরঙ্গ দ্বারা স্রোতের ভ্রম জন্মায় এবং তটস্থ তরুকে পতিত করে, তদ্রূপ ছল দ্বারা আমাকে ভ্রান্ত ও পতিত করিতে কেন চেষ্টা করিতেছ। ইহা শুনিয়াও শকুন্তলা পুনর্ব্বার কহি-

লেন,ভাল যদি পরিণয়ন বিষয়ে নিতান্ত সন্দিগ্ধ হইয়া এরূপ কহিতেছ তবে কোন চিহ্ন দ্বারা তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছি। রাজা কহিলেন উত্তম কল্প বটে। অনন্তর শকুন্তলা রাজদত্ত অঙ্গুরীয়ক তত্ত্ব করিতে ব্যগ্রা হইয়া অঙ্গুরীয় স্থান সন্ধান করিয়া দেখিলেন যে অঙ্গুলী অঙ্গুরীয় শূন্য; তাহাতে নিতান্ত বিষণ্ণা হইয়া গৌতমীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গৌতমী কহিলেন, বুঝি শক্রাবতারে শচী তীর্থের জল বন্দনা করণকালে তথায় অঙ্গুরীয় পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকিবেক।

ইহাতে রাজা কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন; এ কেবল স্ত্রীজাতির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বমাত্র। শকুন্তলা কহিলেন, বিধাতার বিড়ম্বনাতে এই সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। এক দিবস বেতস লতার মণ্ডপ মধ্যে তোমার হস্তে পদ্ম পত্র পুটে জল ছিল; সেই সময় এক মৃগশাবক সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাতে তুমি কহিলে যে এই শাবক জলপান করুক। ইহা বলিয়া জল পান করিতে দিলে। কিন্তু শাবক তাহা পান করিল না। অনন্তর তোমার হস্ত হইতে সেই জল আমি লইলে সে আনন্দে আমার হস্তে পান করিল। ইহা দেখিয়া তুমি কৌতুক করিয়া কহিলে যে সকলেই স্বজনে বিশ্বাস করিয়া থাকে, যেহেতু তোমরা উভয়েই বনবাসী। রাজা কহিলেন আহা! আত্ম কার্য্যসাধনতৎপরা স্ত্রীজাতি মনোহর রূপ ধারণ করত অমৃত বাক্য দ্বারা বিষয়িগণের

চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকে। গৌতমী কহিলেন, এতাদৃশ অসুচিত বাক্য কদাচ উচ্চারণ করিবেন না। তপোবনে প্রতিপালিত ব্যক্তি ছল চাতুরীতে স্বভাবতঃ অনভিজ্ঞ। রাজা কহিলেন, হে প্রাচীনে! পশুজাতিস্ত্রীরও শিক্ষা ব্যতীত পটুতা দেখা যায়, তাহার প্রমাণ কোকিলা গণ শাবক সকলের উড্ডয়ন শক্তি জন্মিবার পূর্ব্বে অন্য পক্ষি দ্বারা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকে; যাহাদিগের বোধাধিকার আছে তাহাদের কথা কি কহিব; অরণ্যে থাকিলেও তাহাদের শঠতা যায় না। এই বাক্যে শকুন্তলা কুপিতা হইয়া কহিলেন হে অবিচক্ষণ! তুমি আপনার মনের মত সকলকেই বিবেচনা করিতেছ, তোমার ন্যায় তৃণাচ্ছন্ন কূপের সদৃশ কপট ধর্ম্মাচারী আর কে হইবে?

এই কথায় রাজা মনে মনে করিলেন ইহাকে যে বিবাহ করিয়াছি তাহা আমার স্মৃতি না হওয়ায়, এবং নির্জ্জনে যে প্রণয় হইয়াছিল কহিতেছে তাহাও অমান্য করণে, ইহার ক্রোধোদয় হইয়া নয়ন দ্বয় রক্তবর্ণ হইয়াছে; এই প্রকার পর্য্যালোচনা করিয়া রাজা কহিলেন, হে মান্যে! দুষ্মন্তের চরিত্র প্রজাসমীপে প্রচার আছে, তুমি এই মাত্র দর্শনে তাহার কি বিবেচনা করিবে। শকুন্তলা বলিলেন লোকের ধর্ম্মাচরণের বৃত্তান্তের প্রমাণ তোমরাই জান, লজ্জাভিভূতা মহিলাগণ তাহার কি জানিবে। কিন্তু হে সত্তম! এক্ষণে তোমার নিকটে আত্মকার্য্যসাধিনী

হইয়া গণিকা রূপে গণিতা হইলাম। কিন্তু তোমার কি কিছু মাত্র ধর্ম্ম ভয় নাই, তুমি রাজ্যেশ্বর, রাজ্য ভোগে ক্ষুদ্র কথা বিস্মৃত হওয়া তোমার সম্ভব। কিন্তু একথা তাদৃশ নহে, তুমি মনে ভাবিয়া দেখ, আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, তোমা ব্যতিবেকে আমি আর অন্য কোন মনুষ্যকে জানি না। হে মহারাজ! তুমি আরো বিবেচনা করিয়া দেখ, মনুষ্যের জ্ঞাতসারে মিথ্যা কহা উচিত নহে। যে ব্যক্তি মিথ্যা কহে সে জগতের অমান্য হয় এবং চরমে পরম পদার্থ হারাইয়া নরকগামী হয়। গোপনে মিথ্যা কহিলে তাহা মানব মণ্ডলী মধ্যে প্রকাশ হয় না বটে, কিন্তু সেই সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের নিকট অপ্রকাশিত থাকে না, এবং চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বহ্নি, পৃথিবী, জল, আকাশাদিও সকলে তাহা দেখিতে পায়; এবং সন্ধ্যা প্রাতঃ ইহারা ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রমাণ স্বরূপ হইয়া ভবিষ্যতে সাক্ষ্য প্রদান করে, ধর্ম্মরাজ তদনুসারে তাহার দণ্ড বিধান করেন; অতএব মিথ্যা হইতে আর গুরুতর পাপ নাই। মহারাজ কখন মিথ্যা কহিও না। আমি পতিব্রতা নারী, আমাকে নীচ বিবেচনায় অবজ্ঞা করিও না—পণ্ডিত গণ কুলপালিকা প্রেয়সীর বহু দোষেও তাহাকে ক্ষমা করেন, পত্নী পতির অর্দ্ধ শরীর, তাহার আনুকুল্যে সর্ব্ব ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, দারবিহীন গৃহ অরণ্য প্রায়, প্রত্যুত কাননে জায়া সহ থাকিলে গৃহস্থ আখ্যায় আখ্যাত হয়। ভার্য্যাহীন লোক সর্ব্বত্র অবিশ্বাসী, সর্ব্বদা দুঃখী

এবং সতত উদাসচিত্ত, ভার্য্যাবন্ত লোকেরা পরম সুখে কাল ক্ষেপণ করত নির্দ্ধন হইয়াও মহাদুঃখে বিমোচন পায়। পতি বর্ত্তমানে পতিব্রতা পত্নী লোকান্তরগত হইলেও সে স্বামির আগমনে, সুধাকাঙ্ক্ষি চকোরের ন্যায় পথ চাহিয়া থাকিয়া, তাহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইলে তাহাকে পরিত্রাণ করত স্বর্গভোগী করে। ইহা শাস্ত্রে উক্ত আছে। বিশেষতঃ ভার্য্যা দ্বারা পুত্র প্রজাত হয়, যদ্দ্বারা ইহলোকে লোকসমূহ পরম সুখ এবং মরণান্তেও উদ্ধার পায়। কিন্তু পত্নী বিনা দেবতারাও সন্তান উৎপাদন করিতে পারেন না। মহারাজ! তুমি সর্ব্ব শাস্ত্রে পারদর্শী, বিজ্ঞ, বিশারদ, ও সুপণ্ডিত, অতএব আমাকে অবজ্ঞা করিও না। যদি নিতান্ত অবজ্ঞা কর তবে মদীয় গর্ব্ভে ভবদীয় ঔরসজাত সন্তান আছে, তাহা বিবেচনা করিবে আমাকে অবহেলা করিলে আপনার সন্তানকেও অবহেলা করা হইবে।

এই সকল বাক্য শুনিয়াও রাজার এমন মনে হইল না যে এই নারী আমার ভার্য্যা; অতএব প্রত্যুত্তর করিলেন তুমি কেন বারম্বার স্বকপোলকল্পিত কৈতব বাক্য দ্বারা আমাকে প্রতারণা করিতে চেষ্টা করিতেছ, আমি ইহার কিঞ্চিন্মাত্র অবগত নহি।

গৌতমী কহিলেন, বৎসে! তুমি পাষাণতুল্য; হৃদয় এই পুরুবংশীয়ের মিষ্ট বাক্যে ভ্রান্ত হইয়াছিলে, ইহার শরীরে কিছুমাত্র দয়া নাই। এই বাক্যে

শকুন্তলা বসনাঞ্চলে বদনাচ্ছাদন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সারঙ্গরব কহিলেন এ সকল কর্ম্ম পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়াই করা কর্ত্তব্য। কেননা পুরুষের অন্তঃকরণ জ্ঞাত না হইয়া প্রণয় করিলে ঐ প্রণয়ে অবশেষে শত্রুতা হইয়া উঠে। রাজা কহিলেন কি চমৎকার, তোমরা এই নারীর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আমাকে নিরপরাধে দূষিত করিয়া আক্ষেপ অনুযোগ করিতেছ। এই কথায় সারঙ্গরব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন তোমরা ইঁহার কুৎসিত বাক্য শ্রবণ করিলে? যে ব্যক্তি জন্মাবধি কখন শঠতা শিক্ষা করে নাই, তাহার বাক্য প্রমাণ হইল না, আর পরপ্রতারণা অভ্যাস কারী ব্যক্তিরাই সত্যবাদী। রাজা কহিলেন ভাল, আপনারাই সত্যবাদী হইলেন; কিন্তু বলুন দেখি, ইহাকে প্রতারণা করিয়া আমার কি লভ্য। সারঙ্গরব কহিলেন নিপাত লাভ হইবে। রাজা কহিলেন পুরুবংশ সন্তান মধ্যে এমত কুসন্তান কেহ এপর্য্যন্ত জন্মে নাই; তোমার বাক্যপ্রতি আমার অশ্রদ্ধা হইল। সারঙ্গরব কহিলেন, শুন রাজা আর বৃথা উত্তরের প্রয়োজন নাই, আমরা গুরু আজ্ঞানুরূপ অনুষ্ঠান করিলাম, এবং ক্ষান্তও হইলাম এই শকুন্তলা আপনার পত্নী ইহাকে পরিত্যাগই কর বা গ্রহণই কর, ভার্য্যাতে বিবাহকর্ত্তার সর্ব্বতোভাবে প্রভুতা আছে। গৌতমীও এইরূপ কহিয়া, চল বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে শকুন্তলা কহিলেন, আমি এই ধূর্ত্ত কর্ত্তৃক নিরাশ্রয়

সিতা হইলাম, তোমরাও আমাকে পরিত্যাগ কর, ইহা কহিয়া গৌতমীর অনুগামিনী হইলেন।

গৌতমী অবস্থিতি করত মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, বৎস সারঙ্গরব! শকুন্তলা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতেছে, স্বামী বিজ্ঞান পরাঙ্মুখ ধূর্ত্ত হইলেন এক্ষণে এ দুর্ভাগিনী কি করে। শারঙ্গরব অতি রুষ্ট হইয়া কহিলেন, আঃ দুর্ব্বৃত্তে! এ কি স্বাধীনের ব্যবহার করিতেছ। এই তিরস্কার বাক্যে শকুন্তলার কম্পান্বিত কলেবর হইল। সারঙ্গরব বলিলেন শুন, রাজা যাহা কহিতেছেন যদি তুমি সেই প্রকার হও তবে তুমি কুলটা তোমাতে আমাদের কি কার্য্য, আর যদি তুমি আপনার শুচিব্রত নিশ্চয় জান, তবে পতি গৃহে তোমার দাসীত্ব ও ভাল, অতএব এই স্থানে সুখে থাক, আমরা গমন করি। ইহাতে রাজা কহিলেন, হে তপস্বিগণ ইহাকে কেন তোমরা পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ, দেখ চন্দ্রই কুমুদিনীকে প্রস্ফুটিতা করেন, এবং সূর্য্যই পদ্মিনীকে বিকসিতা করিয়া থাকেন, অতএব বলি, সৎপুরুষের স্বভাব এই যে পরস্ত্রী স্পর্শে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। সারঙ্গরব পুনরপি কহিলেন, মহাশয় যদি কোন কারণ বশতঃ পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়া থাকেন তবে আপনি ধর্ম্মভীরু কেন দার পরিত্যাগ করেন।

রাজা কহিলেন, ভাল, আপনারা সৎ অসৎ সকলি জ্ঞাত আছেন, অতএব আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি

যে, আমিই বিস্মৃত হইয়াছিঁ অথবা ইনি মিথ্যা কহিতেছেন এমত সংশয় স্থলে আমি দারত্যাগী হই কি পরস্ত্রী স্পর্শ দোষে দূষিত হই, ইহার ব্যবস্থা কি? ইহাতে পুরোহিত বিচার পূর্ব্বক কহিলেন মহারাজ, এই রূপ হউক, অর্থাৎ এই গর্ভবতী প্রসব কাল পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থিতি করুন। রাজা কহিলেন কি নিমিত্তে। পুরোহিত কহিলেন মহারাজ! আপনার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করণে আপনার প্রতি পূর্ব্বে আদেশ হইয়াছে, যে আপনি প্রথমে এক চক্রবর্ত্তি লক্ষণাক্রান্ত পুত্র লাভ করিবেন। অতএব মুনি দৌহিত্র যদি তাদৃশ লক্ষণান্বিত হয়, তবে মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক উৎসব করিয়া ইহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইবেন; অন্যথা ইহার পিতৃ গৃহে গমনই স্থির আছে। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন,যাহা আপনাদের অভিরুচি হয় তাহা করুন। অনন্তর পুরোহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন বৎসে! এই দিকে আমার সহিত আগমন কর। ইত্যবসরে শকুন্তলা অত্যন্ত আক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন হে বসুন্ধরে তুমি বিদীর্ণা হইয়া আমাকে স্থান দান কর। শকুন্তলা এই প্রকার কহিতে কহিতে পুরোহিত, তপস্বিগণ এবং গৌতমীর সহিত রোদন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

রাজা তাহাদের গমনের পর চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে মুনিতনয়াকে পূর্ব্বে কিছু কহিয়াছিলাম ইহা স্মরণ যেন হইতেছে কিন্তু বিবাহ করা স্মরণ হয়

না। যাহা হউক এই সকল ব্যাপারে আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত খিদ্যমান ও ব্যাকুল হওয়াতে বোধ করি মুনি কন্যা যাহা কহিয়াছে তাহা সত্যই বা হইবে; এবং-প্রকার পর্য্যালোচনা করত শয়নার্থে গমন করিলেন।

শকুন্তলা গৌতমী ও কণ্বশিষ্যগণ সমভিব্যাহারে নগরে থাকিলেন, এবং তাঁহারা সকলে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! রাজার এ কি ব্যবহার তিনি বিবাহিত পত্নীকে চিনিতে পারিলেন না, এবং তাঁহারে বিবাহ অস্বীকার করাতে গর্ভবতী সতী লজ্জায় একেবারে মৃত প্রায় হইয়া থাকিল। রাজাও অনেক চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না যে তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন, এবং অঙ্গুরীয়ের কথা উক্ত হওয়াতেও তাঁহার এমত স্মরণ হইল না যে ধর্ম্মারণ্য হইতে প্রত্যাগমন কালে তিনি শকুন্তলাকে স্বীয় হস্তাঙ্গুরীয় প্রদান করিয়াছিলেন। কবি কালিদাস দুর্ব্বাসা মুনির শাপকে এই বিস্মরণের হেতু করিয়া লিখিয়াছেন। যাহা হউক অবশেষে রাজার ভ্রান্তি বিমোচন হইয়াছিল। তাহার বৃত্তান্ত এই।

এক দিবস রাজা সভায় বসিয়া বিচার করিতেছেন এমত সময়ে নগরপাল এক ব্যক্তির হস্তদ্বয় বন্ধন পূর্ব্বক সূচক ও জালুক নামে দুই জন রক্ষক সমভিব্যাহারে রাজদ্বারে উপনীত হইল, এবং রক্ষক দ্বয় ঐ ব্যক্তিকে প্রহার করত জিজ্ঞাসা করিল যে অরে দুরাত্মন! তুই এই মহামূল্য রত্নে উজ্জ্বল নামাঙ্করান্বিত রাজকীয়

অঙ্গুরীয়ক কোথায় পাইয়াছিস বল। ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত ভীত হইয়া উত্তর করিল, দোহাই ধর্ম্মাবতার আমি এমত কুকর্ম্ম করি নাই। ইহাতে এক রক্ষক কহিল তবে কি তোমাকে উত্তম ব্রাহ্মণ বলিয়া রাজা এই অঙ্গুরীয় সম্প্রদান করিয়াছেন। ঐ ব্যক্তি কহিল শ্রবণ কর আমি শক্রাবতার বাসী ধীবর। এই কথা কহিবা মাত্র অন্য রক্ষক কহিল অরে বিটলা! তোমাকে কি আমরা জাতি, আর বসতির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। ইহাতে নগর-পাল বলিল ভাল ইহাকে ক্রমে ক্রমে সকল কহিতে দাও। রক্ষাকারক যে আজ্ঞা বলিয়া ধীবরকে কহিল আচ্ছা বল। ধীবর বলিল জাল বড়িশ প্রভৃতি মৎস্য মারণ উপায় দ্বারা আমি কুটুম্ব প্রতিপালন করিয়া থাকি। এক দিবস একটী রোহিত মৎস্য প্রাপ্ত হইলাম এবং তাহা বিক্রয়ার্থে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার উদর মধ্যে এই সুশোভন রত্নাঙ্গুরীয় দর্শন করিলাম। পশ্চাৎ এই স্থানে বিক্রয়ার্থে ক্রেতাগণকে দর্শন করাইতেছি ইত্য-বসরে ইহাদের কর্ত্তৃক ধৃত ও গৃহীত হইয়াছি। এই মাত্র আমার বিবরণ। এক্ষণে আপনারা আমাকে প্র-হারই করুন বা বধই করুন।

এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া নগরপাল ঐ অঙ্গুরীয়ের আঘ্রাণ লইয়া কহিল, হে জালুক! ইহা যে মৎস্যো-দরে ছিল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কেন না ইহাতে আমিষের গন্ধ পাইতেছি। অতএব এই আগম দ্বারা এব্যক্তি মার্জ্জনা প্রাপ্ত হইতে পারিবেক। যাহা হউক

আইস সকলে বিচারালয়ে গমন করি। ইহা কহিয়া রাজ বাটীর পুরদ্বারে উপস্থিত হইয়া রক্ষক দ্বয়কে তথায় অপ্রমত্ত ভাবে অবস্থিতি করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং বিচার মন্দিরে প্রবিষ্ট হইল, এবং রাজগোচরে অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্তির সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল।

রাজা অঙ্গুরীয় দর্শন মাত্র জানিতে পারিলেন যে ইহা আমার অঙ্গুরীয়। এবং তৎক্ষণাৎ শকুন্তলা বৃত্তান্ত মনোমধ্যে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। তাহাতে স্বভাবত গম্ভীর হইয়াও রাজা সভামধ্যে কিঞ্চিৎ কাল অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ তদ্ভাব সঙ্গোপনার্থে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন, এবং অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া তন্মূল্য তুল্য সুবর্ণমুদ্রা ধীবরকে পারিতোষিক দিলেন।

তদনন্তর রাজা, শকুন্তলা ও কণ্ব শিষ্য গণের অন্বেষণে দূত প্রেরণ করিলেন। শকুন্তলা ও কণ্ব শিষ্যগণ নগর মধ্যে এক সামান্য স্থানে ছিলেন, রাজদূত গণ তাঁহারদিগকে অঙ্গুরীয়ের পুনঃ প্রাপ্তিবিবরণ অবগত করাইলে তাঁহারা মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে রাজধানীর সন্নিকটে নদীতে স্নান পূজাকালে অঙ্গুরীয় অবশ্য জলে পতিত হইয়া থাকিবে তাহা না হইলে মৎস্যোদরে কি প্রকারে যাইবে। যাহা হউক ঐ সংবাদে তাঁহারা পরমাহ্লাদিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ দূতসমভিব্যাহারে রাজসদনে উপস্থিত হইলেন। রাজা কণ্ব শিষ্য গণকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান করিলেন এবং আপনার দোষ স্বীকার করিয়া শকুন্তলাকে গ্রহণ পূর্ব্বক পাটেশ্বরী করিলেন।

এই ব্যাপারে গৌতমী ও সারঙ্গরব প্রভৃতি কণ্ব শিষ্য গণ মহা সন্তুষ্ট হইলেন এবং রাজা তাঁহাদিগকে পরমাদরে কয়েক দিবস আপন ভবনে রাখিয়া বহু সমারোহ পূর্ব্বক কণ্ব মুনির সদনে প্রেরণ করিলেন।

শকুন্তলা রাজার পরম প্রিয়তমা হইয়া সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। শকুন্তলার স্বভাব অতি রমণীয় ছিল, বনমধ্যে মুনির আশ্রমে প্রতিপালিতা ও শিক্ষিতা হইয়া তিনি মিথ্যা প্রবঞ্চনা কিছুই জানিতেন না। তাঁহার স্বভাব স্বভাবশুদ্ধ এবং অন্তঃকরণ অতি নির্ম্মল ছিল। তিনি সতত বিদ্যালোচনা করিতেন এবং স্বামিকে পরম গুরু জানিয়া সতত তাঁহার সেবা করিতেন। কখন তাঁহাকে উচ্চবাক্য কহিতেন না। তিনি আপন গুণে রাজাকে এমত বশীভূত করিয়াছিলেন যে সতত তাঁহার পরামর্শ লইয়া সকল রাজকর্ম্ম করিতেন।

অনন্তর শকুন্তলার গর্ভে এক পুত্র জন্মিল। রাজা ঐ পুত্রের নাম ভরত রাখিয়া তাহাকে উত্তম রূপ বিদ্যা ভ্যাস করাইলেন তাহাতে ঐ পুত্র অত্যন্ত পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান হইলেন। পরে দুষ্মন্ত নৃপতি তাঁহাকে রাজ্য ভার দিয়া শকুন্তলা সহিত তপস্যার্থে বন গমন করিলেন। ভরত সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া অনেক সৎকর্ম্ম ও অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন। কথিত আছে এই রাজা অত্যন্ত খ্যাত্যাপন্ন হইয়া ছিলেন এবং তাঁহার নামানুসারে এই রাজ্যের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে।

দময়ন্তী।

বিদর্ভ নগরে ভীমসেন নামে এক নরপতি ছিলেন, তিনি অপত্যাভাবে সতত নিরানন্দ চিত্তে কাল যাপন করিতেন। পরে দমনক নামক এক ঋষি তাঁহার সভায় উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার যথোচিত সম্মান করিয়া তাঁহার নিকটে পুত্রের কামনা জানাইলেন। তাহাতে মুনিবর রাজার প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে তোমার সর্ব্ব সুলক্ষণা পরম সুন্দরী এক দুহিতা জন্মিবে। এবং তদর্থে যাহা কর্ত্তব্য তাহার উপদেশ দিলেন। অনন্তর কাল ক্রমে মহীপালের এক কন্যা জন্মিল। রাজা কন্যাকে দেখিয়া পরম সুখী হইলেন এবং দমনক ঋষির বরপ্রসাদাৎ তাহার জন্ম হইয়াছে এইহেতু তাহার নাম দময়ন্তী রাখিলেন। ঐ কন্যাকে নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিতা করাইলেন, তাহাতে কন্যা যেমন রূপবতী তেমনি গুণবতী হইল। পরে তাহার এই অতুল্য রূপ ও গুণের সৌরভ দেশ বিদেশে বিখ্যাত হইল।

নিষধ রাজ্যাধিপতি বীরসেন রাজার পুত্র নল দময়ন্তীর রূপ গুণের প্রশংসা শ্রবণে তদভিলাষী হইলেন। এবং তাহাকে কিরূপে প্রাপ্ত হইব অহর্নিশি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর দময়ন্তীর রূপ গুণের পরীক্ষার্থ এক দূত প্রেরণ করিলেন। নৈষধ কাব্যে এই দূতকে হংসরূপী করিয়া লিখিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে লেখে যে নল ভূপতি এক দিবস স্বীয় বয়স্য গণের সহিত উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তথায় উদ্যানস্থ সরোবরে স্বর্ণ পক্ষযুক্ত এক মনোহর হংস বিচরণ করিতেছিল। রাজা তাহার মনোহর পাখা দেখিয়া আক্রমণ করাতে হংস কহিল মহারাজ! আমাকে নষ্ট করিবেন না, আপনি যে দময়ন্তীর প্রীতি বাঞ্ছা করেন আমি তাহার সঙ্গে আপনকার সংমিলন করিয়া দিব। রাজা হংসের বাক্যে চমৎকৃত হইয়া অসাধারণ হংস জ্ঞান করিয়া দময়ন্তীর রূপ লাবণ্যের বিশেষ তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। হংস তাহা বিস্তারিত রূপে কহিল। ইহাতে রাজা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া স্বকার্য্য সাধনার্থে তাহাকে দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

হংস রাজ প্রতিশ্রুত পালনার্থ বিদর্ভ নগরে গমন পূর্ব্বক দময়ন্তীর অন্তঃপুরস্থ সরোবরে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। দময়ন্তী অট্টালিকা হইতে হংসকে দেখিয়া সহচরীগণ সমভিব্যাহারে সরোবরতীরে উত্তীর্ণ হইয়া তাহাকে ধরিবার উপক্রম করিলেন। মরালবর আপনাকে বিপন্ন দেখিয়া দময়ন্তীকে সম্বোধন করিয়া

কহিল,হে রাজনন্দিনি ! আমাকে ধৃত করিও না আমি নিষধ নগরের নল রাজার সঙ্গে তোমার মিলন করাইব। ঐ রাজা অতি সুপুরুষ এবং তাঁহার এমত মনোহর রূপ যে কন্দর্প তাঁহার নিকটে পরাভব মানেন। এতদ্ভিন্ন তিনি সর্ব্বগুণ বিশিষ্ট ও অতি সুশীল ও ধার্ম্মিক এবং সর্ব্বাংশে তোমার যোগ্য পাত্র। অতএব আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি অঙ্গীকার করিলাম যাহাতে তাঁহার সহিত তোমার বিবাহ হয় তাহা করিব। সর্ব্ব গুণান্বিত নলরাজা তোমার পতি হইলে তুমি শ্লাঘা মানিবে দময়ন্তী নলের রূপ গুণের কথা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিতা হইলেন, এবং মনে মনে মন সমর্পণ করিয়া হংসকে বিশেষ সমাদর করিয়া নল রাজার সহিত তাঁহার সংমিলনের উপায় চিন্তা অর্থাৎ তাহাকে এই কর্ম্মের ঘটকতা করিতে আজ্ঞা করিলেন।

হংস রাজকন্যার নিকট হইতে নল সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত অবগত করাইল। নল রাজা দময়ন্তীর অভিমত বাক্য শ্রবণ করিয়া আরও চঞ্চল চিত্ত হইলেন।

এ দিকে দময়ন্তী হংসকে ঘটক রূপে প্রেরণ করিয়া হংসের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় রহিলেন এবং দিন যামিনী নল গুণচিন্তনে চিন্তাকুলা হইয়া সদা সর্ব্বক্ষণ ব্যাকুল ও বিমনা হইতে লাগিলেন। সহচরীগণ ভূপবালার এতাদৃশী অবস্থা দর্শনে প্রথমত নানা প্রকার

সান্ত্বনা করিল এবং রাজমহিষীকে যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত করাইল। রাণী সেই সকল কথা ভূপতিকে জানাইলেন এবং কন্যার স্বয়ম্বরের সভা করিতে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিলেন। রাজা ঐ পরামর্শ শুনিয়া তখনি দিগ্দিগন্তরে নৃপ সমূহকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

ঐ সকল নৃপতি দময়ন্তীর রূপ ও গুণের কথা পূর্ব্বাবধি শ্রুত ছিলেন অতএব তাহার স্বয়ম্বরের সংবাদে পুলকিত চিত্তে আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হস্তি, অশ্ব, রথ ও লোকে বিদর্ভ নগর পরিপূর্ণ হইল। বিদর্ভরাজ ঐ সকল রাজাদিগের যথোচিত সমাদর করিলেন।

পরন্তু নৈষধকাব্য রচনা কারক দময়ন্তীর রূপের গৌরব জন্য ইহাও লিখিয়াছেন, যে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ এই চারি দেবতা ঐ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা নল রাজার অতি মনোহর রূপ দর্শনে, কি জানি যদি রাজকন্যা নলকে বরণ করেন এই আশঙ্কাতে তাঁহাকে ছলনার্থ কহিলেন, হে সাধো পরোপকারি রাজন্! তুমি আমাদিগের যদি কিঞ্চিৎ সাহায্য কর তবে আমরা কৃতার্থ হই। নল রাজা স্বভাবতঃ অতি সরল, দেবগণের চাতুর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন। তাহাতে সুরপতি আজ্ঞা করিলেন তুমি আমাদিগের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দময়ন্তীকে আমাদিগের আগমন বার্ত্তা কহ, এবং তিনি

যে উত্তর প্রদান করেন তাহা আসিয়া আমাদিগকে বিজ্ঞাপন কর। এই কার্য্য করিলে আমরা তোমার নিকটে বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার করিব।

দেবগণের এই আজ্ঞাতেই হউক অথবা নল রাজার স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারেই হউক, তিনি দময়ন্তীর সদনে ছদ্মবেশে গমন করিলেন। তখন দময়ন্তী সখীগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া উপবিষ্টা ছিলেন। নল রাজা দেখিলেন যে দময়ন্তী সাক্ষাৎ ভুবনমোহিনী এবং তাঁহার রূপ লাবণ্যের যে প্রশংসা শুনিয়াছিলেন সকলই সত্য। দময়ন্তীও নল রাজার পরম মনোহর রূপ দর্শনে সাতিশয় পুলকিতা হইলেন। পরে তাঁহার পরিচয় শুনিয়া চিরপ্রার্থিত বিষয় প্রাপ্তে যাদৃশ আনন্দের উদ্ভব হয়, তদনুরূপ আনন্দিতা হইলেন। এবং যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। তদনন্তর নল ভূপাল ইন্দ্র, অগ্নি, যম, ও বরুণের যে সংবাদ লইয়া আগমন করিয়াছিলেন তাহা জ্ঞাপন করিলেন। দময়ন্তী কহিলেন দেবতাগণ সকলের পূজ্য তাঁহাদিগের চরণে কোটি কোটি প্রণাম, কিন্তু আমি ইতঃপূর্ব্বে ভবদীয় গুণ কীর্ত্তি শ্রবণে তোমাকে মানসিক বিবাহ করিয়াছি। অতএব অধুনা ইন্দ্রাদি দেবতাকে আর কিরূপে বরণ করিব।

নল, দময়ন্তীর এতদ্রূপ বাক্য শ্রবণে ইন্দ্রাদি দেবগণের পক্ষ হইয়া রাজসুতার সহিত বারম্বার বাগ্বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন, এবং ইন্দ্রাদি ত্রিদশ গণের দুঃসাধ্য শক্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণন পূর্ব্বক বহু প্রকারে

প্রলোভ প্রদর্শন করাইলেন, কিন্তু সাধ্বী দময়ন্তী তৎ সমুদয় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কহিলেন আমি পূর্ব্বে যাহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি। তিনি আমার পতি তাঁহাকে পরিহার পূর্ব্বক পাত্রান্তরকে বরণ করিতে পারি না; তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ কর তবে আমি বিষ পান করিব অথবা জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিব।

দময়ন্তীর এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া নল সুরপতির নিকটে তাবদ্বিবরণ কহিলেন। দেবগণ ক্ষোভিত হই-লেন, এবং বিবাহে ব্যাঘাত ঘটাইবার নিমিত্তে অনেক যত্ন করিলেন কিন্তু সে সকল নিষ্ফল হইল; কেন না দময়ন্তী সর্ব্বসমক্ষে নলের গলে মাল্য প্রদান করিলেন। নলরাজা আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া অঙ্গীকার করি-লেন আমি তোমাকে একাত্মা জ্ঞান করিব এবং কখন তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। দময়ন্তী নলকে মাল্য দান করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং যাবতীয় নৃপতি গণ নিরাশ হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

তৎপরে নল রাজা দময়ন্তীকে লইয়া স্বদেশে গমন করিলেন, এবং তাঁহার সহিত পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল। ইহার মধ্যে রাজার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। পুত্রের নাম ইন্দ্রসেন ও কন্যার নাম ইন্দ্র-সেনা রাখিলেন। ইহাদিগকে রাজা রাণী [illegible]স্নেহ করিতেন।

পুষ্কর নামে নল রাজার এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তিনি পাশা ক্রীড়াতে বড় নিপুণ ছিলেন। নল রাজাও পাশা খেলা জানিতেন তাহাতে তাঁহার দুর্ম্মতি হইল যে কনিষ্ঠের সহিত পাশা খেলিয়া তাহাকে পরাস্ত করিব। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল কেন না জয়ী হইতে না পারিয়া ক্রমাগত তাহার নিকটে পরাজিত হইতে লাগিলেন। ইহাতে ক্রমশ তাঁহার রাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া রাজ কোষে যে প্রচুর ঐশ্বর্য্য ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে সমস্ত হারিলেন। নল রাজার বন্ধু বান্ধব ও মন্ত্রীগণ তাঁহাকে অক্ষ ক্রীড়া হইতে নিরস্ত করণার্থ অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন প্রকারেই নিবারণ করিতে না পারিয়া অবশেষে রাজ্য নাশের আশঙ্কায় দময়ন্তীর নিকটে গিয়া এই নিবেদন করিলেন যে রাজা অক্ষ ক্রীড়াতে সকল ক্ষয় করিতেছেন অতএব আপনি ইহার সদুপায় করুন, নতুবা রাজ্য নাশ হইবেক।

দময়ন্তী এতাবদ্বিবরণ অবগত হইয়া স্বামির অশুভ ক্রীড়া শান্তি করণের নানামত চেষ্টা করিলেন এবং রাজাকে বিধিমতে বুঝাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। রাজা ক্রমাগত পাশ ক্রীড়ায় মত্ত থাকিলেন। দময়ন্তী তাহাতে বিষম বিপদ জ্ঞান করিয়া প্রিয়তমা দাসীকে, সুশীলনাম্না সারথিকে শীঘ্র ডাকিয়া আনিয়া আজ্ঞা করিলেন। সারথি

আজ্ঞা মাত্র রাজ মহিষীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। রাণী অশ্রু পুরিত নয়নে সারথিকে বলিলেন, হে সুশীল সারথে! মহারাজ জ্ঞান শূন্য হইয়া সর্ব্বস্বান্ত করিতে বসিয়াছেন, আমার অদৃষ্ট যাহা থাকে তাহাই হইবেক। সম্প্রতি তুমি ইন্দ্রসেন এবং ইন্দ্রসেনাকে আমার পিত্রালয়ে রাখিয়া আইস। সারথি আজ্ঞা মাত্রে রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে রথারোহণ পূর্ব্বক বিদর্ভ রাজ ভবনে লইয়া গেল।

এ দিকে নল রাজা পাশা খেলায় উন্মত্ত হইয়া পুষ্করের স্থানে ক্রমে ক্রমে রাজ্য ও ধন সকল হারিয়া অবশেষে উত্তরীয় বস্ত্র পর্য্যন্ত হারিলেন। পরে যখন কেবল পরিধেয় বস্ত্র মাত্র আছে তখন পুষ্কর ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন তুমি সকল হারিয়াছ, এখন যদি ভার্য্যা পণ করিতে পার তবে আইস। রাজা এই কথায় অত্যন্ত কুপিত হইলেন কিন্তু কি করেন সর্ব্বস্ব গিয়াছে দাস দাসী সকলি হারিয়াছেন। অতএব সহোদরকে কিছু বলিতে না পারিয়া শুদ্ধ পরিধেয় বস্ত্র মাত্র পরিধান করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। রাজার এই দুরবস্থার বিবরণ অন্তঃপুরে প্রকাশ হইলে পুষ্করের অনুচর গণ দময়ন্তীর অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লইল। তাহাতে দময়ন্তী একবস্ত্রা হইয়া স্বামির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

পুষ্কর এই বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া সমস্ত রাজ্যে এতদ্রূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে অদ্যাবধি

নল রাজাকে যে ব্যক্তি স্থান দান করিবে তাহার প্রাণ দণ্ড হইবেক। প্রজাগণ কি করে প্রাণের ভয়ে নল রাজাকে বাস স্থান দেওয়া দূরে থাকুক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎও করিল না। নল রাজা কুত্রাপি আশ্রয় না পাইয়া তিন দিবস অনাহারে থাকিলেন। চতুর্থ দিবসে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত এবং তৃষ্ণাযুক্ত হইয়া এক নদীতে গিয়া অঞ্জলি করিয়া বারি পান করিলেন। পরে নদী তটে রজনী বঞ্চন করিয়া নিশাবসানে ভার্য্যাসহ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বনজ সুস্বাদু ফল সঞ্চয়ন পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই রূপে কয়েক দিবস অতীত হইলে এক দিন কনকপক্ষযুক্ত এক বিহঙ্গ নল রাজার দৃষ্টিগোচর হইল। ভূপতি তৎপক্ষী অবলোকনে পরমানন্দিত হইয়া ভাবিলেন, এই সুদৃশ্য বিহঙ্গমকে কোন রূপে ধৃত করিতে পারিলে আমাদিগের ক্লেশের অনেক লাঘব হইতে পারিবে, কেন না ইহার পক্ষ সকল স্বর্ণ নির্ম্মিত, উহা বিক্রয় করিয়া অনায়াসে দিনপাত করিতে পারিব, এবং তাহার মাংসও ভোজন করিব। এই রূপ বিবেচনা করিয়া পক্ষিকে ধরিবার উপক্রম করিয়া স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র তাহার গাত্রের উপর নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু যেমন বস্ত্র তাহার উপর ফেলিয়া দিয়াছেন অমনি পক্ষী বস্ত্র সহিত শূন্যে উড্ডীয়মান হইল। ইহা দেখিয়া রাজা আরও বিস্মিত হইলেন,এবং খেদ করিয়া কহিলেন ইহার পর অদৃষ্টে

অন্তরে কি দুঃখ আছে বলিতে পারি না। পরে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভার্য্যাকে কহিলেন হে প্রেয়সি! তুমি দেখিলে পরমেশ্বরের কেমন বিড়ম্বনা, আমার রাজ্য ধন সকল গিয়াছে, অবশেষে যে পরিধেয় বস্ত্র ছিল তাহাও গেল। তুমি স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ কোমল, আমার সহিত বনবাস করিলে অত্যন্ত দুঃখ পাইবে। অতএব তুমি এই স্থান হইতে বিদর্ভ নগরে পিতৃ ভবনে গমন কর। যদি কালক্রমে আমার অবস্থা পরীবর্ত্তন হয় তবে পুনর্ব্বার মিলন হইবেক।

দময়ন্তী নলের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, হে স্বামিন্! আপনি এমন নিদারুণ বাক্য কিপ্রকারে কহিলেন, আপনকার অসন্নিধানে পিতৃভবনে কি ইহা অপেক্ষা সুখী হইব? সুখাদ্য ভোজন ও সুখশয্যায় শয়ন এই সকল কি তোমা অপেক্ষা অধিক সুখকর হইবেক? কদাচ হইবেক না। আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না, তাহা করিলে এই অরণ্য মধ্যে অনেক ক্লেশ পাইবেন। আমি নিকটে থাকিলে আপনকার কোন ক্লেশ থাকিবেক না। আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেও আমি আপনাকে ত্যাগ করিতে পারি না। যদি নিতান্ত পরিত্যাগ করেন, তবে আমি এই স্থানে আত্মঘাতিনী হইব। কিন্তু আমি আপনাকে এক পরামর্শ কহি, আপনি আমার পিত্রালয়ে চলুন তাহা হইলে আপনকার কোন দুঃখ থাকিবেক না। বরং পিতা আপনাকে দেবতার তুল্য আদর

করিবেন। নল বলিলেন হে প্রেয়সি! তুমি জ্ঞান, বিবাহ কালে আমি কি প্রকার সমারোহে গমন করিয়াছিলাম, এখন এই দীন বেশে শ্বশুরালয়ে গেলে অপমানিত হইব ও লোকে হাস্য করিবে তদপেক্ষা অরণ্য মধ্যে অনাহারে থাকা ভাল, এই বেশে শ্বশুর গৃহে কদাচ গমন করিব না।

দময়ন্তী বিদর্ভ নগরে গমনার্থ স্বামিকে আরো অনেক মত বুঝাইলেন, কিন্তু যখন নল তাহাতে কোন প্রকারে সম্মত হইলেন না, তখন দময়ন্তী তাঁহাকে আপনার বস্ত্রের অর্দ্ধভাগ পরিধান করিতে দিলেন। দময়ন্তী মনে ভাবিলেন যে দুই জনে এক বস্ত্র পরিয়া থাকিলাম সুতরাং রাজা আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না।

এই রূপে উভয়ে এক বস্ত্র পরিধান করিয়া দ্রুত গমনে অশক্ত হইয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন, এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া এক তরুতলে শয়ন করিলেন এবং নল কোন স্থানে প্রস্থান না করেন এই জন্য ভয়াতুরা হইয়া তাঁহাকে ভুজদ্বয়ে বন্ধন করিয়া থাকিলেন। কিন্তু সমস্ত দিবস পদচালনা প্রযুক্ত কাতরা হইয়া নিদ্রাগতা হইলেন। নল রাজা রাজ্য নাশ ও সঙ্গে নারী এই সকল দুর্ভাবনা হেতু ক্ষণ কালের নিমিত্ত সুস্থির ছিলেন না তাহাতে নিদ্রা আইসে নাই। পরে মহিষীকে নিদ্রিতা দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন এই গহন কাননে রমণী সমভিব্যাহারে

থাকিলে আমার দুঃখে তাহার অত্যন্ত ক্লেশ হইবে। অতএব যদি আমি তাহাকে ত্যাগ করি তবে কোন প্রকারে পিতৃ ভবনে যাইতে পারিবে, অধিক ক্লেশ পাইবেক না। আমি একাকী যথা ইচ্ছা তথা গমন করিব কেহ আমার প্রতি বল বিক্রম প্রকাশ করিতে পারিবে না, আমি একমত স্বচ্ছন্দে থাকিব।

এই চিন্তা করিয়া রাজা দময়ন্তীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু দেখিলেন যে উভয়ে এক বস্ত্র পরিধান, তাহাতে উঠিলে কি জানি দময়ন্তীর নিদ্রা ভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় কিঞ্চিৎ কাল স্থগিত হইলেন। পরে বস্ত্র খান ছিন্ন করিয়া অর্দ্ধ খণ্ড আপনি এবং অন্যার্দ্ধ ভার্য্যার অঙ্গে রাখিয়া জ্ঞানশূন্যা নিদ্রাগতা রমণীকে একাকিনী রাখিয়া গমন করিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর গমনানন্তর প্রেয়সীকে দেখিবার জন্য পুনর্ব্বার আসিলেন, এবং তাহাকে নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, হায়! এই অরণ্য মধ্যে শত শত সিংহ ব্যাঘ্র আছে। আমি পরম প্রিয়তমা পত্নীকে কিরূপে তাহাদের মুখে দিয়া যাই। ইহা বলিয়া বনদেবতা গণকে নারী সমর্পণ করিয়া নল রাজা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কতক দূর গিয়া পুনর্ব্বার ফিরিলেন। তখনও দময়ন্তী নিদ্রিতা। রাজা তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, হে প্রিয়তমে! তোমাকে ত্যাগ করিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তথাপি আমি তোমাকে

অনাথা করিয়া চলিলাম; বিধাতা যদি মিলন করান তবে তোমাকে পুনর্ব্বার দর্শন করিব। ইহা বলিয়া দয়া, মমতা সকল ত্যাগ করিয়া নল রাজা নিবিড় কাননাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

কিয়ৎকালানন্তর দময়ন্তী জাগরিত হইয়া স্বসমীপে নল রাজাকে না দেখিয়া ধূলায়ধূষর এবং শিরে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া চতুর্দ্দিগে নল রাজার অন্বেষণ করত কহিলেন, হে নাথ! হে প্রাণেশ্বর! আমাকে একাকিনী অরণ্যে রাখিয়া কোথায় গেলে। আমি তোমার নিকটে কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে তুমি আমার এরূপ দণ্ড বিধান করিলে। তুমি বিবাহ কালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে প্রাণ থাকিতে আমাকে পরিত্যাগ করিবে না। এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া কিরূপে আমাকে পরিত্যাগ করিলে। তোমার বিচ্ছেদে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে, আমাকে কেন আর দুঃখ দিতেছ শীঘ্র আইস। এই প্রকার বিলাপ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এক বার ইহাও ভাবিতে লাগিলেন যে এই অরণ্য সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষ ও গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ, কি জানি ক্ষুধা নিবারণার্থ ফলান্বেষণে যাইয়া যদি তাহাদের দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু ছিন্ন বস্ত্র অবলোকনে তাঁহার এক প্রকার বিশ্বাস জন্মিল যে নল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে তিনি

আরো ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং শোকে বিহ্বল হইয়া নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে দময়ন্তী এক প্রকাণ্ড অজগরের সম্মুখে পড়িলেন। ভুজঙ্গম তাঁহাকে দেখিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক ফণা ধরিয়া গ্রাস করিতে উঠিল। দময়ন্তী ঐ ভয়ানক সর্প দর্শনে ভয়াকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন আরম্ভিলেন। ঐ রোদন নিনাদ নিকটস্থ এক ব্যাধের কর্ণগোচর হইবাতে সে তত্র সমাগত হইয়া তীক্ষ্ণশর দ্বারা অজগরকে নষ্ট করিল। ভুজঙ্গ বিনাশ করণানন্তর ব্যাধ দময়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল, হে কুরঙ্গনয়নে! তুমি কে? এবং এ ভয়ানক অরণ্য মধ্যে কেন একাকিনী ভ্রমণ করিতেছ? দময়ন্তী এই কথা শুনিয়া আপনার তাবৎ পরিচয় দিলেন। ব্যাধ তাঁহার অপরূপ রূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিল তাহাতে অনাথিনী একাকিনী দেখিয়া তাঁহাকে স্বীয় গৃহিণী করণাভিলাষে বিবিধ প্রকারে প্ররোচনা প্রদান করিতে লাগিল। দময়ন্তী ব্যাধের বিরুদ্ধ ভাব অববোধে তাহাকে পিতৃ সম্ভাষণে আহ্বান করিলেন। পাষণ্ড কিরাত তাহাতেও ক্ষান্ত হইল না, এবং আক্রমণের চেষ্টা করিতে লাগিল। দময়ন্তী দেখিলেন মহা বিপদ, ধর্ম্ম নষ্ট হয়, অতএব জগদীশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক অশেষ প্রকারে বিনতি করিতে লাগিলেন এবং চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বহ্নি, প্রভৃতিকে সাক্ষী করিয়া বক্ষঃস্থলে

করাঘাত পূর্ব্বক সজল নয়নে কহিলেন যদি আমি যথার্থ পতিব্রতা নারী হই, তবে মদীয় সতীত্ব বিধ্বংস করণোদ্যত এই পাষণ্ড কিরাত এই দণ্ডেই ভস্মসাৎ হউক। দময়ন্তীর এই বাক্যে ব্যাধ রাগান্ধ হইয়া ধনুকে শর সংযোগ পূর্ব্বক তাঁহাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু পরমেশ্বরের কি অপার মহিমা ঐ শর তাহার আপন বক্ষে লাগিয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

দময়ন্তী আসন্ন বিষম বিপদ হইতে মুক্তি পাইয়া জগদীশ্বরের স্তব করিতে করিতে তথা হইতে পতির অন্বেষণে চলিলেন। পথিমধ্যে কোন মানবের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়াতে দময়ন্তী উন্মত্তা প্রায় হইয়া বনচর ও পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, সরোবর প্রভৃতি সকলকেই পতির উদ্দেশ বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এক নদীতীরে উপস্থিত হইয়া নদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নদি! তুমি বলিতে পার, আমার প্রাণেশ্বর পিপাসাতুর হইয়া এখানে জলপান করিতে আসিয়াছিলেন? এইরূপ সকল স্থানে অন্বেষণ করিতে করিতে চলিলেন। পরে এক উচ্চ পর্ব্বত দেখিয়া মনে করিলেন যে ইহার উপর হইতে অনেক দূর দৃষ্টি হয়, ইহাতে উঠিয়া দেখি প্রাণনাথ কোন দিকে যাইতেছেন। ইহা ভাবিয়া ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি আরোহণ করিলেন, কিন্তু কোন দিকে নলকে দেখিতে পাইলেন না। তৎপরে উত্তর মুখে গমন করিতে লাগিলেন,

কতক দূরে এক ঋষির পর্ণ কুটীর দেখিয়া তথায় গমন পূর্ব্বক মুনিগণকে দণ্ডবৎ করিয়া আপনার যাবতীয় দুরবস্থার বিবরণ কহিলেন, এবং নল রাজার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

ঋষিগণ নৃপতনয়ার কাতরতা দর্শনে তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা এবং নল রাজার উদ্দেশার্থ শিষ্যগণকে ইতস্ততঃ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা কোন উদ্দেশ হইল না। তাহাতে তাঁহারা দময়ন্তীকে বিশেষ রূপে আশ্বাস দিয়া লোকালয়ে গমন করিতে উপদেশ দিলেন। রাজসুতা মুনিগণের উপদেশ ক্রমে তথা হইতে নগরাভিমুখে গমন করিতে করিতে এক নদী তটে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন কতক গুলিন বণিক এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছে। দময়ন্তী তাহাদিগকে আত্ম বৃত্তান্ত কহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এই পথে নল রাজাকে যাইতে দেখিয়াছ? তাহারা উত্তর করিল যে আমরা দেখি নাই। পরে তাহাদের মধ্যে এক জন তাঁহার দুঃখে দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাকে কন্যা সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন, আমরা সুবাহু নগরে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেছি, যদি তুমি তথায় যাইতে চাহ তবে আমাদের সঙ্গে আইস।

রাজকন্যা বণিকদিগের ভদ্রতা দর্শনে তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দিবাবসান হইলে ঐ বণিকগণ এক সরোবর তীরে তরুতলে অবস্থিতি করিল

এবং পথশ্রান্ত প্রযুক্ত ক্রমে ক্রমে সকলেই নিদ্রাগত হইল। নিশীথ সময়ে একটা হস্তী তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের কোন কোন ব্যক্তিকে পদতলে দলিতে লাগিল তাহাতে অন্যান্য সকলে প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। দময়ন্তী অনন্যগতি হইয়া এক বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া সভয় চিত্তে রজনী যাপন করিলেন। রজনী প্রভাতা হইলে বণিকগণ পুনর্ব্বার একত্র হইল, দময়ন্তীও বৃক্ষ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক তাহাদের সঙ্গে চলিলেন।

এইরূপে সুবাহু নগরে উত্তীর্ণ হইয়া বণিকেরা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিল। দময়ন্তী রাজপথে একাকিনী অর্দ্ধবাসা, মুক্তকেশা, উন্মত্তা বেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। পথিক লোকেরা তাঁহাকে যথার্থ উন্মত্তা জ্ঞান করিয়া তাঁহার অঙ্গে কর্দ্দম ও ধূলি প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। দৈবাৎ সুবাহু রাজার রাণী তৎকালে অট্টালিকার উপরে ছিলেন, তিনি অনুপম লাবণ্যবিশিষ্ট রমণীর এতাদৃশ দুর্গতিদর্শনে দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া দাসীগণকে আজ্ঞা করিলেন যে উঁহাকে রাজসদনে লইয়া আইস। দাসীগণ আজ্ঞামাত্র তাঁহাকে মহিষীর নিকটে লইয়া আসিল। রাজ্ঞী যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দময়ন্তী কহিলেন, আমি সৈরিন্ধ্রী, আমার স্বামী পাশা খেলায় সর্ব্বস্ব হারিয়া বনপ্রবেশ করিয়াছিলেন, আমি বনমধ্যে তাঁহার নিকটে শয়ন করিয়াছিলাম। কিন্তু

সেই নিদ্রাবস্থায় তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। আমি তাঁহার অন্বেষণে ভ্রমণ করিতেছি। এই বলিয়া দময়ন্তী রোদন করিতে লাগিলেন।

রাজমহিষী দময়ন্তীর দুঃখের আখ্যায়িকা শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া নানাপ্রকার প্রবোধ বচনে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন তোমার স্বামির অন্বেষণার্থ আমি দূত প্রেরণ করিতেছি, যাবৎ অন্বেষণ না হয়, তাবৎ তুমি আমার আলয়ে বাস কর। দময়ন্তী রাণীর এই অনুগ্রহে কৃতার্থম্মন্য হইয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কহিলেন, আমি আপনার দাসী হইলাম, কিন্তু আমার এক ব্রত আছে, আমি কোন পুরুষের নিকট যাইব না, এবং উচ্ছিষ্ট স্পর্শ ও পদসেবা করিব না। রাণী বলিলেন, তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই, তোমাকে কোন কর্ম্ম করিতে হইবে না, তুমি আমার কন্যার নিকট কন্যার ন্যায় বাস কর। ইহা বলিয়া সুনন্দানাম্নী স্বীয় দুহিতাকে ডাকাইয়া তাহাকে দময়ন্তী সমর্পণ করিলেন। দময়ন্তী তাহার নিকটে সহোদরার ন্যায় রহিলেন।

এদিগে নল ভূপাল দময়ন্তীকে নিদ্রাবস্থাতে একাকিনী রাখিয়া অর্দ্ধ বস্ত্র পবিধান পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন, এবং দময়ন্তী পাছে আসিয়া তাঁহার সঙ্গ লয় এই জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিলেন। কতক দূরে একটা প্রকাণ্ড ভুজঙ্গ দাবানলে পতিত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি স্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছিল। এই চিত্তভেদক ধ্বনি

করুণাপূর্ণ নল ভূপালের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তিনি দাবানলের সমীপাগত হইলেন। বিপদাপন্ন বিষধর রাজাকে নিরীক্ষণ করিয়া অধিকতর কাতরতা জানাইল। নল ভূপতি সর্পের দুর্গতি দর্শনে দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া তাহাকে দাবানল হইতে উদ্ধার করিলেন, এবং বিষধর দাবানলে বিদগ্ধ দেহ হইয়া দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত গমনে অশক্ত হওয়াতে দয়ালুস্বভাব রাজা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু খল সর্প ইহাতেও নল রাজার উপকার স্মরণ না করিয়া তাঁহাকে দংশন করিল। রাজা তাহার এতদ্রূপ কৃতঘ্নতাচরণ দৃষ্টে তাহাকে বিশিষ্ট রূপে ভৎর্সনা করিলেন। তৎপরে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন। সর্পের দংশনে রাজার সর্ব্বাঙ্গে কালকূট নির্গত হইল।

তদনন্তর দশ দিবস পরে নল অযোধ্যা নগরে উত্তীর্ণ হইয়া রাজার নিকটে এই রূপে পরিচয় দিলেন যে আমার নাম বাহুক, আমি নল রাজার সারথি ছিলাম। পরে রাজা অক্ষক্রীড়ায় রাজ্য পণ করিয়া সর্ব্বস্ব হারিয়া দেশত্যাগী হওয়াতে আমি কর্ম্মচ্যুত হইয়াছি। আমি উত্তম রূপে অশ্ব চালাইতে পারি; অতএব যদি আমাকে কোন কর্ম্ম দিয়া প্রতিপালন করেন, তবে আমি চরিতার্থ হই। ঋতুপর্ণ রাজা তাঁহার এই গুণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে অশ্বরক্ষার কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন।

নল রাজা এই কর্ম্ম উপলক্ষ করিয়া অযোধ্যা নগরে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু দময়ন্তীর বিচ্ছেদে অহোরাত্র মনের অসুখে থাকিলেন, আর তাঁহাকে একাকিনী বন মধ্যে ত্যাগ করাতে তিনি কোথায় গেলেন, কি করিলেন, এই সকল ভাবনায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং আপনাকে তাহার যন্ত্রণার মূল জানিয়া আপনাকে নানা মত ভৎ'সনা করিলেন। এবং শয়নে ভোজনে সর্ব্বক্ষণই দময়ন্তী চিন্তা তাঁহার সার হইল।

এই রূপে নল দময়ন্তী দুই জনে দুই স্থানে অবস্থিতি হইলে বিদর্ভাধিপতি রাজা ভীমসেন, জামাতার রাজ্য নাশ ও তাঁহার কন্যা দময়ন্তীর অরণ্য গমনের সংবাদ শ্রবণ করিয়া অপার শোক সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর দুহিতা ও জামাতার অন্বেষণার্থ দ্বিজগণকে নিযুক্ত করিয়া নানা দেশে প্রেরণ করিলেন, এবং অঙ্গীকার করিলেন তাহাদিগকে অথবা তাহারদের দুই জনের এক জনকে যিনি আনয়ন করিতে পারিবেন তাঁহাকে অনেক অর্থ দান করিব। বিপ্রগণ বহুল সম্পত্তির লালসা বশতঃ দিন রাত্রি নগরে নগরে বিপিনে বিপিনে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন স্থানে অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। তন্মধ্যে সুদেব নামা এক ব্রাহ্মণ হঠাৎ সুবাহু রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইয়া কতক দিবস বাস করিয়া জানিতে পারিলেন যে রাজার অন্তঃপুরে সৈরিন্ধ্রীর বেশে এক নারী আছে। সুদেব এই সন্ধান পাইয়া

নৃপতির সভাতে উপস্থিত হইয়া আপনার স্বীয়-কার্য্যের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। রাজা, ঐ ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট নারীর অবয়বাদি এবং স্বীয় গৃহে সৈরিন্ধ্রীরূপে নিবাসিনী কন্যার অবয়বাদি এই উভয়ের ঐক্য বিবেচনায়, তৎক্ষণাৎ ছদ্মবেশিনী দময়ন্তীকে অন্তঃপুর হইতে আনয়ন করাইলেন। সুদেব তাঁহার আকার ও কথোপকথন দ্বারা অনুমান করিলেন, ইনিই বিদর্ভরাজের দুহিতা। অতএব তাঁহাকে বলিলেন যে আমার নাম সুদেব, আমি রাজা ভীমসেনের আদেশে তোমার অন্বেষণে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি। তোমার পিতা মাতা তোমার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। দময়ন্তী বিপ্রপ্রমুখাৎ জনক জননীর সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দাশ্রুপরিপূরিত লোচনে তাঁহাকে পিতা মাতার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুদেব তাঁহাদিগের কুশলসমাচার অবগত করাইয়া, তাঁহাদের ব্যাকুলতার বিস্তারিত বিবরণ কহিলেন। দময়ন্তী তৎ শ্রবণে রোদন করিতে লাগিলেন। সুবাহু নরপতি দময়ন্তীর প্রকৃতপরিচয় প্রাপ্তে, তিনি দময়ন্তীর মাতৃষ্বসৃপতি ইহা জানিতে পারিয়া পরম পুলকিত হইলেন। দময়ন্তী এই পরিচয়ে মাতৃষ্বসৃপতিকে প্রণাম করিলেন। পরে এই সংবাদ রাজমহিষীর কর্ণগোচর হইলে তিনি দময়ন্তীকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া, এত দিবস অজ্ঞাত বাসে থাকা প্রযুক্ত বিবিধরূপে আক্ষেপ করি-

লেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বাৎসল্য সহযোগে যত্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সুদেব ব্রাহ্মণ দময়ন্তীকে পিত্রালয়ে লইয়া যাইবার জন্য বারম্বার ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে রাজমহিষী তাঁহাকে তথায় প্রেরণে সম্মতা হইয়াও স্নেহ বশত কিছুকাল আপন নিকটে রাখিলেন, পরে তাঁহাকে সুদেব সমভিব্যাহারে বহু সমারোহ পূর্ব্বক পিতৃ গৃহে প্রেরণ করিলেন।

দময়ন্তী বিদর্ভ নগরীতে পদার্পণ করিবামাত্র সমুদয় নগর আনন্দে পরিপুরিত হইল। এবং রাজা রাণী দুহিতার মুখাবলোকন করিয়া মৃতদেহে প্রাণ প্রাপ্ত প্রায় পরম আনন্দে পূর্ণ হইয়া সুদেব বিপ্রকে অনেক অর্থ ও ভূমি পারিতোষিক দিলেন।

তদনন্তর দময়ন্তীর দুঃখের আদ্যন্ত বিবরণ শ্রবণে রাজা ও রাণী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু জগদীশ্বর প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন ইহাই পরম লাভ জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। দময়ন্তী যদিও জনক, জননী, কন্যা ও পুত্রাদিকে দর্শন করিয়া সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু পতির বিচ্ছেদ যাতনা বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। নল রাজা নিরন্তর তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরিত থাকিলেন। দময়ন্তী কেবল নলের চিন্তাতেই ক্রমেক্রমে ক্ষীণা ও মলিনা হইতে লাগিলেন।

রাজমহিষী কন্যার এতদ্রূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিয়া নৃপতিকে তাবৎ বিব-

রণ অবগত করাইলেন। নরপতি পুনর্ব্বার বিপ্র-গণকে ডাকাইয়া জামাতার অন্বেষণার্থ প্রেরণ করিলেন এবং কহিলেন, "যিনি,জামাতা অথবা জামাতার সংবাদ আনিতে পারিবেন তাঁহাকে অনেক পারিতোষিক দিব। দ্বিজগণ ধনলোভে নল অন্বেষণে নানা দেশে গমন করিলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ করিতে না পারিয়া প্রায় সকলেই ফিরিয়া আসিলেন। সুদেব ব্রাহ্মণ সকল অপেক্ষা বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি অনেক রাজ্য পর্য্যটন করিয়া অবশেষে অযোধ্যাপুরীতে উপনীত হইয়া ঋতুপর্ণ ভূপালের সভায় উপস্থিত হইলেন; এবং রাজাকে আত্ম পরিচয় দিয়া সমস্ত সভাসদগণের সাক্ষাতে অভিপ্রেত বিষয় ব্যক্ত করিলেন।

সভাসদগণ নল রাজার কোন সংবাদ কহিতে পারিলেন না। কিন্তু বাহুক নামধারী ছদ্মবেশী নল সেই সময়ে সভার এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি সুদেবের বাক্য শ্রবণে পুনঃ পুনঃ দময়ন্তীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সুদেব,দময়ন্তীর ভাবদ্বিবরণ, অর্থাৎ নলরাজা তাঁহাকে বনে একাকিনী ত্যাগ করিয়া আসিলে তিনি যে যে ক্লেশ পাইয়াছিলেন এবং যে রূপে পিতৃ ভবনে আইসেন তাহা সমুদয় কহিলেন। এই সকল কথায় নল রাজার নয়ন বারি বিনির্গত হইতে লাগিল, এবং তিনি আর কোন কথা না বলিয়া এই মাত্র উত্তর করিলেন যে দময়ন্তী পতির অনেক নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু পতিপরায়ণা রমণীর ইহা উচিত নহে।

এই কথা শুনিয়া সুদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি নলের কোন সংবাদ বলিতে পার কি না। সারথি কহিল আমি নল ও দময়ন্তী উভয়কে জানি। নল দেশত্যাগী হইয়া পত্নীসহ অরণ্য প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে কে কোথায় বলিতে পারি না। এই সকল কথোপকথন দ্বারা সুদেবের এমত বোধ হইল যে ইনিই নলরাজা তাহার কোন সন্দেহ নাই। অতএব তিনি বিদর্ভ নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ভীমসেন নরপতিকে যাবতীয় বিবরণ জানাইলেন। রাজা, রাজমহিষীকে এবং কন্যাকে তৎসমুদয় বিবরণ জ্ঞাত করিলেন। দময়ন্তী বাহুক সারথির কথিত বাক্য শুনিয়া সেই সারথিই যে নল ভূপাল ইহা নিশ্চিত বুঝিলেন এবং তাঁহাকে বিদর্ভ রাজধানীতে আনয়নার্থ পিতাকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাজা তাঁহাকে আনাইবার কোন উপায় দেখিলেন না।

পরে দময়ন্তী ঋতুপর্ণ রাজাকে এক পত্র লিখিয়া সুদেব ব্রাহ্মণকে ঐ পত্র দিয়া পুনর্ব্বার অযোধ্যানগরে প্রেরণ করিলেন। এবং তাঁহাকে বলিয়া দিলেন "তুমি রাজাকে পত্র দিয়া এই কথা বলিবে যে দময়ন্তীর পূর্ব্ব স্বামী নলরাজ। অনুদ্দেশ হওয়াতে তিনি কল্য পুনর্ব্বার স্বয়ম্বরা হইবেন, অতএব আপনি অবিলম্বে রথারোহণ পূর্ব্বক বিদর্ভ নগরে গমন করুন"। দময়ন্তী বলিলেন এই সংবাদে ঋতুপর্ণ রাজা অবশ্যই এখানে আসিবেন, এবং সেই সারথি যদি যথার্থ নল রাজা হয়েন তবে

তিনিও কখন সেখানে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ এত অল্প কালের মধ্যে এতাদৃশ দূর দেশে উপস্থিত হইতে পারিলে, ইহাতেও, সেই সারথি যথার্থ নল রাজা কি না, তাহা পরীক্ষা হইবে। কেননা নল ভূপাল ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির এতদ্রূপ রথ চালনা শক্তি নাই।

সুদেব বিপ্র পত্র লইয়া অযোধ্যাতে উপনীত হইয়া দময়ন্তীর উপদেশানুসারে ঋতুপর্ণ রাজাকে পত্র প্রদান করিয়া বলিলেন, কল্য দময়ন্তী পুনর্ব্বার স্বয়ম্বরা হইবেন; অতএব কল্য আপনাকে সেই সভায় উপস্থিত হইতে হইবে। ঋতুপর্ণ রাজা দময়ন্তীর দ্বিতীয়বার স্বয়ম্বরে কথা শুনিয়া বিস্ময়যুক্ত হইলেন, তথাপি দময়ন্তী লাভের লোভ বশীভূত হইয়া, কিরূপে পর দিবস তথায় যাইবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাহুক সারথিকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুশীল সুনিপুণ সারথে! কল্য আমাকে বিদর্ভপুরে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভাতে উপস্থিত হইতে হইবে, কিন্তু কিরূপে এত অল্প কালের মধ্যে ঈদৃক দূরবর্ত্তি স্থানে উপস্থিত হইব ইহাই আমার পরম চিন্তা হইতেছে। অতএব এবিষয়ে তুমি দক্ষতা প্রকাশ না করিলে আর উপায়ান্তর নাই।

বাহুক সারথি মনে মনে কহিলেন দময়ন্তীর কন্যা, পুত্র, বর্ত্তমান; অতএব তিনি কোন বিধানানুসারে পুনর্ব্বার বিবাহ করিবেন। পতি পুত্র হীনা নারী পতি

অভাবে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে,কিন্তু যাহার পুত্র কন্যা আছে এ বিধি তাহার প্রতি নহে। অধিকন্তু দময়ন্তী অতি পতিব্রতা রমণী, তিনি এমত কর্ম্ম কদাচ করিবেন না। আমি তাঁহাকে অনেক ক্লেশ দিয়াছি; বুঝি তজ্জন্য তাঁহার অন্তঃকরণে ক্রোধোদয় হওয়াতে এই কৌশল করিয়া থাকিবেন, ফলতঃ আমাকে পাই-বার জন্য এই সূচনা করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

ইহা ভাবিয়া সারথি রাজাকে বলিলেন মহারাজ! তাহার চিন্তা কি, আমি আপনাকে অদ্য রাত্রেই বিদর্ভ নগরে লইয়া যাইব। রাজা এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তখনি রথে অশ্ব যোজনা করিতে আজ্ঞা প্রদান করি-লেন। সারথি আজ্ঞামাত্র অশ্বশালায় গমন করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা কৃশতম দুই অশ্ব বাহির করিয়া আনিলেন। রাজা কৃশ অশ্ব দর্শনে সারথিকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নল বলিলেন এই অশ্বই এই কর্ম্মের যোগ্য, হৃষ্ট পুষ্ট অশ্বের কর্ম্ম নহে। ইহা বলিয়া ঐ অশ্ব দ্বয় রথে বন্ধন করিয়া বায়ুবেগে রথ চালাইতে লাগিলেন। ঋতুপর্ণ রাজা তাঁহার অসাধারণ রথ চালনা শক্তি দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন মনুষ্য মধ্যে কেবল নল রাজার অশ্বচালনবিদ্যা ভাল ছিল, এই সারথি সেই নলই বা হয়েন অথবা তাঁহার স্থানে এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকিবেক। ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র বায়ুতে উড়িয়া ভূমিতে পড়িল, তাহাতে তিনি সারথিকে শকট রাখিতে আজ্ঞা করিলেন।

সারথি কহিলেন সেই বস্ত্র অনেক দূরে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তাহা আনিতে হইলে অদ্য রাত্রে বিদর্ভ নগরে যাইতে পারিব না। ইহাতে রাজা নিরুত্তর হইলেন। নল রথ চালাইতে লাগিলেন, এবং রজনী প্রভাতা না হইতেই রথ বিদর্ভ নগরে উত্তীর্ণ হইল।

রাজা ভীমসেন অযোধ্যাধিপতির যথোচিত সম্মান করিলেন। কিন্তু অযোধ্যেশ্বর দেখিলেন তথায় স্বয়ম্বর সভার কোন আয়োজন নাই, এবং অন্য কোন রাজাও আইসেন নাই, ইহাতে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। নল অশ্বশালায় অশ্ব বন্ধন করিয়া অশ্বপালের সহিত তথায় থাকিলেন।

দময়ন্তী অন্তঃপুর হইতে ঋতুপর্ণ রাজার আগমন সংবাদ পাইয়া মনে মনে ভাবিলেন অদ্য আমি নল দর্শন করিব নতুবা অনল মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব। ইহা ভাবিয়া কেশিনী নাম্নী প্রিয়তমা সহচরীকে অশ্বশালে প্রেরণ করিলেন। কেশিনী অশ্বশালে গিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিল, রাজকন্যা দময়ন্তী তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন তুমি কে? এবং কোথা হইতে আসিতেছ? বাহুক বলিলেন, আমার অযোধ্যাতে বসতি, আমি ঋতুপর্ণ রাজার সারথি। অদ্য আমরা সংবাদ পাইলাম যে রাজকন্যা দময়ন্তী পুনর্ব্বার স্বয়ম্বর হইবেন, এই জন্য রাজাকে তাড়াতাড়ি তথা হইতে লইয়া আসিলাম। আমি পূর্ব্বে নল রাজার সারথি ছিলাম, আমার নাম বাহুক।

আমি তাঁহার ভার্য্যার পুনর্ব্বার পতিগ্রহণের কথায় বিস্মিত হইয়াছি। কেশিনী কহিল, তুমি নল রাজার সারথি, বলিতে পার নল রাজা কোথায়? আর তিনি পতিব্রতা রমণীকে অরণ্য মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার মনে কি কিছুমাত্র দয়া হইল না, যে একাকিনী কামিনীকে ঘোর কাননে কি প্রকারে রাখিয়া যাই। নল রাজা দময়ন্তীকে এই প্রকারে ত্যাগ করিয়া যাওয়াতে দময়ন্তীর ক্লেশের একশেষ হইয়াছে, এবং পতি শোকে অন্ন জল ও শয্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন। কেশিনী প্রমুখাৎ দময়ন্তীর দুঃখের কথা শুনিয়া নলের নেত্র নীর নির্গত হইতে লাগিল। পরে তিনি বলিলেন কুলবতী যুবতি প্রাণান্তে পতির দোষ অন্য ব্যক্তির নিকটে ব্যক্ত করে না, এবং মৃত্যু স্বীকার করিয়াও পতির নিন্দা করে না। নলরাজা দময়ন্তীকে অরণ্যে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। বিশেষ নল রাজা রাজ্যভ্রষ্ট ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। অতএব যদি তিনি কোন গর্হিত কর্ম্ম করিয়া থাকেন তথাপি তাঁহার প্রতি দময়ন্তীর ক্রোধ করা অনুচিত। ইহা বলিয়া ভূপতি পুনর্ব্বার রোদন করিতে লাগিলেন।

কেশিনী অন্তঃপুরে গিয়া দময়ন্তীকে এই সমস্ত বিবরণ কহিল। দময়ন্তী বুঝিলেন ইনিই নল রাজা তাহার সন্দেহ নাই। অতএব পুনর্ব্বার তাহাকে বলিলেন যে তুমি দেখিয়া আইস তিনি কি করিতেছেন,

এবং কি ভাবে আছেন, কেশিনী পুনর্ব্বার অশ্বশালাতে গিয়া কতক ক্ষণ পরে তথা হইতে আসিয়া রাজকন্যাকে বলিল ঠাকুরাণি! ইনি অবশ্য দেবানুগৃহীত মনুষ্য হইবেন, কেননা ঋতুপর্ণ ভূপতির আহারার্থ যে মাংসাদি ও অন্য অন্য সামগ্রী দেওয়া গিয়াছিল সারথি তাহা নিমিষের মধ্যে সকল পাক করিলেন। দময়ন্তী জানিতেন নল ভূপতি শীঘ্র ও অতি উত্তম রন্ধন করিতে পারেন। অতএব পুনর্ব্বার পরিচারিণীকে প্রেরণ করিয়া বলিলেন, তিনি যে সকল ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়াছেন তাহার কিছু কিছু লইয়া আইস। কেশিনী এই কথায় সারথির নিকট যাইয়া সকল ব্যঞ্জনের কিছু কিছু লইয়া আসিল। দময়ন্তী তদাস্বাদনে বুঝিলেন ইহা অবশ্যই নলের রন্ধন; কেননা তদ্ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি এমত উত্তম রন্ধন করিতে পারে না।

অনন্তর দময়ন্তী কেশিনীকে বলিলেন তুমি আর এক কর্ম্ম কর আমার কন্যা ও পুত্রকে লইয়া তাঁহার স্থানে যাও, আর তিনি ইহাদিগকে দেখিয়া কি বলেন তাহা আসিয়া আমাকে কহ। কেশিনী দময়ন্তীর আজ্ঞাতে তাঁহার কন্যা পুত্রকে সারথির নিকটে লইয়া গেল। ছদ্মবেশী নল তাহাদিগকে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, এবং তাহাদিগকে স্বক্রোড়ে লইয়া পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন করত দাসীকে কহিলেন আমার এই প্রকার এক কন্যা ও এক পুত্র আছে, তাহাদিগকে বহুদিবস দেখি নাই, তাহাতে রোদন

করিলাম, কিন্তু তুমি এখন ইহাদিগকে রাজকন্যার নিকট লইয়া যাও। ইহারা অদ্য এক জনের কন্যা পুত্র ছিল—কল্য আর এক জনকে পিতা কহিবে। হায়! পৃথিবীতে নারীই ধন্য, তাহারা এক পতি পরিত্যাগ করিয়া অনায়াসে অন্য পতি করিতে পারে। কিন্তু রজনী প্রভাতা হউক নলসীমন্তিনী নল ভিন্ন অন্য পতি কি প্রকারে গ্রহণ করেন তাহা দেখিব। ইহা বলিয়া কন্যা পুত্রকে কেশিনীর ক্রোড়ে সমর্পণ করিলেন।

কেশিনী নন্দন ও নন্দিনীকে দময়ন্তীর নিকটে দিয়া সারথি যে যে কথা বলিলেন তাহা সমুদায় কহিল। নল প্রিয়া শুনিয়া অত্যন্ত পুলকিতা হইলেন। এবং রাজরাণী গর্ভধারিণীকে সমস্ত কাহিনী কহিয়া তাঁহার স্থানে অনুমতি চাহিলেন যে আমি নল দর্শনে অশ্বশালায় গমন করিব। রাজমহিষী মহা আনন্দিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ কন্যাকে অনুমতি দিলেন। তাহাতে দময়ন্তী কুমার কুমারীকে লইয়া অশ্বশালায় গমন করিলেন।

দময়ন্তী কন্যা পুত্র ক্রোড়ে লইয়া নলের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার মলিনবেশ অবলোকনে সজলনয়নে কহিলেন হে গুণধাম! তোমার এ কি বেশ! তুমি এখন বাহুক নাম ধারণ করিয়াছ? কিন্তু বল দেখি, যে নারী ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পথশ্রমে ক্লান্তা, এবং এক বস্ত্র পরিধান করিয়া তোমার সঙ্গে অরণ্যে শয়ন করিয়া-

ছিল তুমি তাহাকে সেই নিদ্রাবস্থাতে একাকিনী অনাথা করিয়া কি প্রকারে প্রস্থান করিয়াছিলে? পৃথিবীতে পরমধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ যে নল তাঁহার কি এই কর্ম্ম,তিনি কি অপরাধে নারীকে অরণ্য মধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। যে নারী চিরকাল স্বামিভক্ত এবং ইন্দ্রাদি দেবগণকে তাচ্ছীল্য করিয়া তোমার অনুগত হইয়াছিল তাহার কি এই পুরস্কার; এবং সভামধ্যে তুমি সত্য করিয়াছিলে যে আপন নারীকে প্রাণ তুল্য দেখিবে, এমত সত্য করিয়া তাহাকে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভুজঙ্গমের মুখে কি রূপে সমর্পণ করিলে?

নল ভূপতি দময়ন্তীর এই সকল বাক্যে লজ্জিত হইয়া উত্তর করিলেন, হে প্রিয়তমে! পতি কি কখন আপন পত্নী পরিত্যাগ করিতে পারে। কুগ্রহ প্রতিবাদী হইয়া আমার রাজ্য নাশ ও জ্ঞান নাশ ও সর্ব্বনাশ করিল এবং ঐ কুগ্রহ জন্য আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু হে চন্দ্রবদনে! দেখ তোমার বিরহে আমার অস্থি চর্ম্ম সার হইয়াছে। প্রাণ ত্যাগ না হইয়া এখনও যে জীবিত আছি, এই আশ্চর্য্য। তুমি আমাকে আর ভৎসনা করিও না, পতিব্রতা নারী কখন পতি নিন্দা করে না, বরং পতির দোষ দেখিলেও তাহা গোপন করে। অতএব তুমি কেন আমার গ্লানি করিতেছ। আর শুনিলাম তুমি নাকি পুনর্ব্বার স্বয়ম্বরা হইয়া অন্য ভর্ত্তা গ্রহণ করিবে? তজ্জন্য সকল নৃপতিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছ। কিন্তু বল দেখি স্বামী সত্বে

কোন্ রাজার ঘরে এমন লজ্জাকর কর্ম্ম হইয়াছে, আর কাহাকেই বা মনে মনে পতি স্থির করিয়াছ?

দময়ন্তী উত্তর করিলেন, কোন রাজবংশে এমত অপমানজনক কর্ম্ম হয় নাই যথার্থ; কিন্তু তোমার সহিত পুনঃসংমিলনের অন্য উপায় ছিল না, এই জন্য এ অপমান পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু মনোগত ভাব এমত ছিল না যে অন্য স্বামী গ্রহণ করি। এবং অন্য কোন রাজার সভাতেও এই সংবাদ যায় নাই, শুদ্ধ অযোধ্যাতে পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার কারণ এই, তুমি ঐস্থানে আছ ইহা শুনিয়াছিলাম এবং মনে করিলাম দ্বিতীয় স্বয়ম্বরের কথা শুনিলে তুমি কোন প্রকারেই তথায় থাকিতে পারিবে না, অবশ্য এখানে আসিবে তাহা হইলেই আমার কার্য্য সিদ্ধ হয়। এই জন্য তাহা করিয়াছিলাম ইহাতে অন্য অভিপ্রায় ছিল না। এবং ইহার জন্য অপরাধ গ্রহণ করিবে না।

দময়ন্তীর এই সকল বাক্যে নলের মনে যে কিছু সন্দেহ ছিল তাহা একেবারে দূরীভূত হইল, এবং বুঝিলেন তাঁহাকে আনাইবার জন্যই এই কৌশল হইয়াছিল। অনন্তর বহু দিবসের পর পুনঃসংমিলনে উভয়ে আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলেন।

রজনী প্রভাতা হইলে ভীমসেন নৃপতি জানিলেন যে নল রাজা একাল পর্য্যন্ত ঋতুপর্ণ নৃপতির সারথি হইয়া ছদ্ম বেশে ছিলেন, অতএব তাঁহার আগমনে রাজা আনন্দ সাগরে ভাসিলেন। এবং ঋতুপর্ণ রাজা

দময়ন্তীর আশায় নৈরাশ হইয়াও নলের সহিত দম-য়ন্তীর পুনর্ম্মিলনে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া নলকে বহু বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন আপনি আমার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন তাহাতে আমি অজ্ঞাতে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি তাহা মার্জনা করিবেন। নল উত্তর করিলেন আমি আপনকার নিকট অতি সুখে ছিলাম, এবং বিপদ কালে আমাকে স্থানদান করিয়া ছিলেন তাহাতে আমি আপনকার নিকট চিরবাধিত হইয়াছি, আপনার গুণ কখন বিস্মৃত হইব না। এই প্রকার শিষ্টালাপের পর ঋতুপর্ণ রাজা স্বদেশে গমন করিলেন।

তদনন্তর নল ভূপতি কিয়দ্দিবস শ্বশুরালয়ে অব-স্থিতি করিয়া স্বদেশে গমনেচ্ছু হইলেন। ভীমসেন তাঁহাকে নিষধে গমন করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, আমার আর কন্যা পুত্র নাই, তুমি জামাতা; আমার অবর্ত্তমানে এই দেশের ভূপতি হইবে অতএব এইখানে বাস কর। কিন্তু নল রাজা তাহাতে সম্মত না হইয়া বিনয় পূর্ব্বক স্বদেশে গমনার্থ রাজার অনুমতি লই-লেন। এবং এক রথ, ষোল হস্তী, পঞ্চাশ তুরঙ্গ ও ছয় শত পদাতিক সমভিব্যাহারে নিষধ রাজ্যে যাত্রা করিলেন। দময়ন্তী পিতৃগৃহে রহিলেন।

অনন্তর নল নৃপতি নিষধ রাজ্যে উপনীত হইয়া পুষ্করের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন যে আমি তোমার সহিত অক্ষ ক্রীড়াতে সর্ব্বস্ব হারিয়া

বনপ্রবেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার সঙ্গে আর একবার খেলিবার বাসনা আছে। এবার আত্মপণ করিয়া খেলিব তাহাতে যদি তুমি পরাস্ত হও তবে তুমি ও তোমার রাজ্য আমার হইবে, যদি আমি পরাভূত হই তবে আমার আত্মা তোমার হইবে। অতএব আইস শীঘ্র খেলা আরম্ভ করি। নতুবা ধনুঃশর লইয়া সংগ্রামে প্রস্তুত হও।

পুষ্কর এই কথায় হাস্য করিয়া বলিলেন যে একবার সর্ব্বস্ব হারিয়া দেশান্তরী হইয়াছ! কিন্তু দময়ন্তী পণ কর নাই আমার মনে এই এক আক্ষেপ ছিল। ইহা বলিয়া উভয়ে আত্মপণ করিয়া পাশা খেলা আরম্ভ করিলেন এবং তাহাতে নল রাজা জয়ী হইলেন। নলের জয়ে পুষ্কর কম্পিতকলেবর হইলেন। তিনি ভাবিলেন, আমি পূর্ব্বে পাশা জিনিয়া নলকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অনেক যন্ত্রণা দিয়াছি, অতএব তাঁহার হস্তে এবার আমার পরিত্রাণ নাই। কিন্তু দয়ালু নল নরপতি তত্তুল্য খলস্বভাব ছিলেন না। তিনি সহোদরের হৃৎকম্প দেখিয়া অনুকম্পাবাক্যে বলিলেন, পুষ্কর তোমার ভয় কি, আমি যে সকল ক্লেশ পাইয়াছি, তাহা কেবল আমার গ্রহবৈগুণ্য জন্য হইয়াছে তোমার কিছুমাত্র দোষ ছিল না। অতএব তুমি তজ্জন্য কোন চিন্তা করিও না, তুমি পূর্ব্বে যে ভাবে ছিলে সেই ভাবেই থাক, আমি তোমার উপর অহিতাচরণ করিব না।

নল রাজার এই অসীমকারুণিক গুণে পুষ্কর তাঁহার পদানত হইলেন। অনন্তর রাজমন্ত্রিগণ তাঁহাকে ভূস্বামী বলিয়া অভিবাদন করিলেন এবং নল রাজা হওয়াতে নিষধ রাজ্যস্থ প্রজাবৃন্দ আনন্দ সাগরে মগ্ন হইল।

অনন্তর নল ভূপতি বিদর্ভ হইতে দময়ন্তী ও কন্যা পুত্রকে আনয়ন করাইলেন, এবং তাঁহাদিগকে লইয়া পরমসুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

দ্রৌপদী।

হস্তিনা নগরের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে পঞ্চাল দেশে দ্রুপদ নামে ক্ষত্রিয়বংশীয় এক রাজা ছিলেন। তাঁহার যমজ পুত্র ও কন্যা ছিল। পুত্রের নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কন্যার নাম দ্রৌপদী। কন্যা পরম সুন্দরী ছিলেন, এবং রাজা বাল্যকালাবধি তাঁহাকে বিবিধ বিদ্যা ও গুণ অভ্যাস করাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি অতি গুণবতী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার যশ তাবৎ ধরণীতে খ্যাত হইয়াছিল।

অনন্তর দ্রৌপদী যৌবন দশা প্রাপ্ত হইলে পঞ্চালাধিপতি ব্যাস মুনির পরামর্শানুসারে তাঁহার স্বয়ম্বরা হইবার উপলক্ষে এক লক্ষ্য প্রস্তুত করিলেন, অর্থাৎ মণিযুক্ত চক্ষু এক স্বর্ণময় মৎস্য নির্ম্মাণ করিয়া তাহা শূন্যে অতি উচ্চ স্থানে স্থাপন করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ নীচে এক রাধাচক্র রাখিলেন। ঐ রাধাচক্রের ছিদ্র এমত সূক্ষ্ম যে একটি বাণ মাত্র তন্মধ্য দিয়া যাইতে পারে। এই প্রকার লক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া রাজা চতুর্দ্দিকস্থ ভূপতিগণকে এই সংবাদ পাঠাইলেন,

যিনি রাধাচক্র ভেদ করিয়া মৎস্যের চক্ষুর মণি বিদ্ধ করিবেন তাঁহাকে কন্যা দান করিব।

এই সংবাদে গুণবতী দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ অভি-লাষী রাজগণ নানা দিক্‌ দেশ হইতে পঞ্চালে আগমন করিতে লাগিলেন।

এই সময় হস্তিনাধিপতি ক্ষত্রিয়বংশীয় পাণ্ডু রাজার পঞ্চ পুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, ও সহদেব রাজা দুর্য্যোধনের কুমন্ত্রণাতে রাজ্যচ্যুত ও দেশত্যাগী হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব বিবরণ অতি অপূর্ব্ব এজন্য তাহা এখানে লেখা গেল।

হস্তিনা নগরে (দিল্লি) কুরু নামে এক রাজা ছিলেন ঐ রাজার তিন পুত্র ছিল, বিচিত্রবীর্য্য, ভীষ্ম, ও চিত্রাঙ্গদ এই তিন ভ্রাতার মধ্যে বিচিত্রবীর্য্য রাজা হইয়াছিলেন। ভীষ্ম বিবাহ করেন নাই এবং চিত্রাঙ্গদের সন্তানাদি ছিল না। বিচিত্রবীর্য্যের দুই পুত্র ছিল, জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র, কনিষ্ঠ পাণ্ডু। তদ্ভিন্ন বিদুর নামে ক্রীতদাসীগর্ভজাত তাঁহার আর এক পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন এজন্য কনিষ্ঠ পুত্র পাণ্ডু হস্তিনার রাজা হইয়াছিলেন। পাণ্ডুর দুই পত্নী ছিল কুন্তী ও মাদ্রী। কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুন, এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব এই পঞ্চ পুত্র জন্মিয়াছিলেন। এই পঞ্চজনের মধ্যে যুধিষ্ঠির অতি ধার্ম্মিক, ভীম বলবান,

অর্জ্জুন যুদ্ধবিশারদ, এবং নকুল ও সহদেব সুশীল ও নম্র ছিলেন। আর এই পঞ্চ ভ্রাতার পরস্পর অতিশয় প্রণয় ছিল। সকলেই জ্যেষ্ঠকে অতিশয় মান্য করিতেন। ধৃতরাষ্ট্র রাজার দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি এক শত পুত্র ছিল।

পাণ্ডুর লোকান্তর গমনে মাদ্রী সহগমন করিলেন, এবং প্রজাগণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনাভিষিক্ত করিল। রাজা দুর্য্যোধন ইহাতে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন, এবং তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করণার্থ নানা কুমন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন প্রকারে কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে মন্ত্রিগণকে ধন দ্বারা বশীভূত করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন তোমরা সকলে এই কথা বল যে বারণাবত নগর অতি উত্তম স্থান ও পুণ্যক্ষেত্র। মন্ত্রিগণ সেই কথাই বলিল। তাহাতে যুধিষ্ঠির ঐ স্থান দর্শনে ইচ্ছুক হইলেন। পরে যখন তিনি ধৃতরাষ্ট্রের স্থানে বিদায় হইতে যান তখন ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের মন্ত্রণানুসারে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, সে স্থান উত্তম বটে, তুমি সপরিবারে তথায় বাস কর। রাজা যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রকে অতিশয় মান্য করিতেন অতএব তাঁহার বাক্য অবহেলন না করিয়া তাহাই স্বীকার করিলেন। ইতোমধ্যে দুর্য্যোধন ঐ স্থানে এক জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। তাহাতে পাণ্ডবগণ বাস করিলে তাহাদিগকে দগ্ধ

করিয়া একবারে নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিব এই মন্ত্রণা করিয়া তৎকর্ম্ম সমাধানার্থ তথায় লোক রাখিলেন।

পরে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতা কুন্তী সমভিব্যাহারে বারণাবতে গিয়া দেখিলেন যে পুণ্যক্ষেত্র মিথ্যা, তাহাদিগের রাজ্য লইবার কোন মন্ত্রণা করিয়া থাকিবেক। পরন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী বিদুর অতি ধার্ম্মিক এবং পাণ্ডবদিগের হিতৈষী ছিলেন। তিনি দুর্য্যোধনের কুমন্ত্রণার বার্ত্তা জানিতে পারিয়া গোপন ভাবে পাণ্ডবদিগকে কহিয়া পাঠাইলেন দুর্য্যোধন অমুক দিবস জতুগৃহে অগ্নি দিয়া তোমাদিগের প্রাণ নষ্ট করিবার মন্ত্রণা করিয়াছে। অতএব তোমরা সাবধানে থাকিবে। এবং জতুগৃহে আগুন দিলে তাঁহারা পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন এই নিমিত্তে জতুগৃহের মধ্য দিয়া সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিবার জন্য এক জন শিল্পকর প্রেরণ করিলেন। ঐ শিল্পকর উপযুক্তমতে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিয়া রাখিল। অনন্তর এক বৎসর অতীত হইলে যে দিবস জতুগৃহ দগ্ধ করিবেক সেই দিবস একটী ব্রাহ্মণ কন্যা পাঁচটী পুত্র লইয়া ঐ স্থানে অতিথি হইলেন এবং আহারাদির পর ঐ গৃহের এক কুঠরিতে শয়ন করিয়া থাকিলেন। ইতোমধ্যে দুর্য্যোধনের অনুচরগণ গৃহে অগ্নি দিলে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও তন্মাতা সুড়ঙ্গ দিয়া গমন করিলেন। কিন্তু অতিথি ব্রাহ্মণী

ও তাঁহার পঞ্চ পুত্র জতুগৃহে দগ্ধ হইয়া মরিলেন। দুর্য্যোধন ইহারাই পঞ্চ পাণ্ডব ও কুন্তী হইবে এই স্থির জানিয়া মহা আনন্দিত হইলেন আর মনে করিলেন এখন স্বচ্ছন্দে রাজ্য করিব। তদনন্তর তাহাদের আদ্য ক্রিয়াদি করিয়া সচ্ছন্দে রাজ্য করিতে লাগিলেন।

এ দিগে পঞ্চ পাণ্ডব ও কুন্তী সুড়ঙ্গ দিয়া বাহির হইয়া এক বনের মধ্যে পড়িলেন। ঐ স্থান হইতে তাঁহারা অনায়াসে হস্তিনা নগরে যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মনে এই আশঙ্কা হইল, এখন দুর্য্যোধন রাজ্যাধিপতি তিনি যদি আমাদিগকে বিনাশ করেন তবে প্রাণরক্ষার আর উপায় নাই। এই ভাবিয়া তাঁহারা বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ত্রিগর্ত্ত ও মৎস্য দেশ ভ্রমণ করণানন্তর একচক্রা নামে এক স্থানে এক ব্রাহ্মণের আলয়ে বিপ্র পরিচয় দিয়া ভিক্ষুক বেশে কয়েক বৎসর বাস করিলেন। পঞ্চ ভ্রাতা ভিক্ষা করিয়া আনিতেন, কুন্তী রন্ধন করিয়া দিতেন। এই প্রকারে প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল। তদনন্তর এক স্থানে থাকিয়া চিরকাল ভিক্ষা ভালরূপ চলে না এবং দ্রুপদ রাজা অতি দাতা ইহা জানিয়া তাঁহারা ঐ দেশে গমন করিলেন। পথে যাইতে যাইতে শুনিলেন, দ্রৌপদী স্বয়ম্বরা হইবেন এই জন্য রাজা এক লক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে ব্যক্তি ঐ লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবেক তাহাকে কন্যা দান

করিব। এই কথা শুনিয়া পঞ্চ ভ্রাতা পঞ্চালে এক কুম্ভকারের গৃহে অবস্থিতি করিয়া বিপ্রবেশে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে দ্রুপদ রাজার নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া জরাসন্ধ, শিশুপাল, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, প্রভৃতি নানা দেশীয় ও নানা জাতীয় নৃপতি ও বীর-গণ নানা দিক হইতে আসিতে লাগিলেন এবং তাঁহা-দের চতুরঙ্গ সেনা ও অশ্ব রথ গজে তাবৎ নগর পরিপূর্ণ হইল। এবং সকলে মনে মনে আস্ফালন করিতে লাগিলেন, আমিই লক্ষ্য ভেদ করিয়া রাজকন্যা দ্রৌপ-দীকে লইব। ষোল দিবস গত হইলে পর সভারম্ভ হইল। তখন গুণবতী দ্রুপদনন্দিনী জনকের আজ্ঞায় ভুবনমোহিনী বেশ ধারণ করিয়া বাম হস্তে দধিভাণ্ড ও দক্ষিণ হস্তে পুষ্প মাল্য লইয়া সভায় আসিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন। পরে রাজ পণ্ডিত উঠিয়া কহিলেন এই সভার মধ্যে যিনি লক্ষ্য ভেদ করিবেন তিনি এই রাজকন্যা পাইবেন।

রাজকন্যার মনোহর রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া সকল রাজা লক্ষ্যভেদ করিতে উঠিলেন, এবং আমি অগ্রে বিন্ধিব, আমি অগ্রে বিন্ধিব, এই কথা বলিয়া মহা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। পরে অতি প্রধান রাজ-গণ একে একে লক্ষ্য ভেদ করিতে গেলেন, কিন্তু লক্ষ্য ভেদ দূরে থাকুক, যে ধনু দ্বারা শর ক্ষেপণ করিতে হইবেক, অনেকে তাহা উত্তোলন করিতেও পারি-

লেন না। কেহ বা অতি কষ্টে তুলিলেন কিন্তু ধনুক নোয়াইতে পারিলেন না। কেহ বা নোয়াইলেন কিন্তু গুণ দিতে পারিলেন না। কেহ বা গুণ দিলেন কিন্তু বাণ ক্ষেপণ করিতে অক্ষম হইলেন। কাহাকেও বা তীর উলটিয়া লাগিল। এই প্রকারে সকলে অক্ষম হইলেন। তদ্দর্শনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারা তাহার নিকটেও গেলেন না। ফলতঃ লক্ষ্য এত উচ্চে ছিল যে মৎস্যচক্ষু দৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, মৎস্যই ভাল রূপে দৃষ্টি গোচর হইত না, এই জন্য পাত্রে জল রাখিয়া তাহা দেখিতে হইত। যখন বড় বড় রাজাগণ লক্ষ্য ভেদে অক্ষম হইলেন, তখন দ্রোণাচার্য্য গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি কুরু পাণ্ডবের গুরু ছিলেন এবং বাণ শিক্ষায় তাঁহার তুল্য অন্য বীর কেহ ছিল না। তিনি জলমধ্যে উপরিস্থিত লক্ষ্যের সহিত চক্ষু সংলগ্ন রাখিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বাণক্ষেপণ করিলেন, কিন্তু তাহা মৎস্যে লাগিল না। ভীষ্মও সেই প্রকার সাহস করিয়া উঠিলেন, আর বলিলেন আমি যদি লক্ষ্য ভেদ করিতে পারি তবে কন্যা লইয়া দুর্য্যোধনকে দিব। কিন্তু তিনিও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

এই প্রকার একবিংশতি দিবস সভা হইল। দ্বাবিংশ দিবসে দ্রুপদ কুমার পুনঃ পুনঃ সভাপরিভ্রমণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ বৈশ্য ক্ষত্রিয় শূদ্রের মধ্যে যিনি মৎস্য চক্ষু ভেদ করিবেন তিনি আমার ভগ্নীকে পাইবেন। কিন্তু কেহ আর সাহস করিলেন না। কেহ

কেহ বলিলেন অর্জ্জুন বাণ ক্ষেপণে অদ্বিতীয়, ... বিনা এই লক্ষ্যভেদ করা কাহারও সাধ্য নহে। ইহাতে কেহ কেহ উত্তর করিলেন। অর্জ্জুন কোথায়, দ্বাদশ বৎসর হইল, মাতা ও ভ্রাতাগণ সহিত জতুগৃহে দগ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

ঐ দিবস যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতা গলিতাম্বর পরিধানে বিপ্রবেশে কৌতুক দর্শনেচ্ছু বা ভিক্ষা ব্যবসায়ী অন্য অন্য ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে স্বতন্ত্র মঞ্চে স্বয়ম্বর সভায় বসিয়াছিলেন। অর্জ্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নের বাক্যে সাহস করিলেন, যে আমি লক্ষ্য ভেদ করিব, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের অনুমতি জন্য তাঁহার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির ইঙ্গিতে অনুমতি দিলেন। ঐ অনুমতি পাইয়া অর্জ্জুন গাত্রোত্থান করিলেন, তাহাতে আর আর বিপ্রগণ হাস্য করিয়া উঠিল, আর বলিল ভিক্ষুকের একুবুদ্ধি কেন। কিন্তু অর্জ্জুন তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া অনায়াসে ধনুক ধারণ পূর্ব্বক জল প্রতি দৃষ্টিপুরঃসর ঊর্দ্ধবাহু কবিয়া লক্ষ্য ভেদ করিলেন। এতদবলোকনে সকল রাজারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণে এমত রূপবতী কন্যা লইয়া যাইবেক এই জন্য সকলে বলিলেন মৎস্যের চক্ষু ভেদ হইয়াছে কি না কিরূপে জানিব। যদি মৎস্য কাটিয়া আনিতে পার তবে সত্য মিথ্যা জানা যাইতে পারে। অর্জ্জুন তাহাই স্বীকার করিয়া আর একবাণে মৎস্য কাটিয়া ভূমিতে ফেলিলেন। তখন সকলে দেখি-

লেন তাহার চক্ষু ভেদ হইয়াছে। দ্রৌপদী অর্জ্জুনের কপালে দধির ফোটা দিয়া মাল্য দান করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু অর্জ্জুন তাহাকে নিষেধ করিলেন। তাহাতে আর আর নৃপতিগণ মনে করিলেন ইহার অদ্য ভক্ষ্য নাই, কি প্রকারে স্ত্রী পালন করিবে, বুঝি কিঞ্চিৎ অর্থ পাইলে এই কন্যাকে দিতে পারে, এই জন্য মাল্য গ্রহণ করিল না। ইহা ভাবিয়া কেহ কেহ বলিলেন, তুমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ এই কন্যা তোমার যোগ্য নহে, তোমাকে কিছু ধন দিতেছি তাহা লইয়া তুমি কন্যাকে আমাদিগকে দাও। অর্জ্জুন হাস্য করিয়া বলিলেন যদি তোমাদের বিবেচনায় ধন শ্রেষ্ঠ হয় তবে আমি পৃথিবীর তাবৎ ধন তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা আমাকে আপন আপন ভার্য্যা প্রদান কর। রাজারা এই ব্যঙ্গোক্তিতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাবতে একপক্ষ হইয়া অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে আপনার পশ্চাতে রাখিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং ভীম ভ্রাতাকে আক্রান্ত দেখিয়া প্রচণ্ড প্রতাপে বৃক্ষাদি উৎপাটন পূর্ব্বক তৎ প্রহারে বিপক্ষ রাজা গণকে লণ্ড ভণ্ড করিলেন।

এই প্রকারে রণজয়ী হইয়া পঞ্চভ্রাতা জয়োল্লাসে দ্রৌপদীকে লইয়া কুম্ভকার গৃহে মাতৃ সন্নিধানে গমন করিলেন। কুন্তী তাঁহাদের বিলম্বে নানা প্রকার চিন্তা করিতে ছিলেন, এমত সময়ে ভীম তাঁহাকে ডাকিয়া

বলিলেন জননি! অদ্য তুমি সমস্ত দিবস উপবাসিনী আছ, আমরা মহাকলহে পড়িয়াছিলাম; এজন্য এত রাত্রি হইল। কিন্তু বাহির হইয়া দেখ, কেমন উত্তম ভিক্ষা আনিয়াছি। কুন্তী কহিলেন, বৎস! তোমার সুধাবৎ বাক্যে আমার ক্ষুধা দূর হইল। তোমরা যাহা আনয়ন করিয়াছ পঞ্চ ভ্রাতায় বিভাগ করিয়া ভোগ কর। ইহা বলিয়া কুন্তী গৃহ হইতে বাহির হইয়া একে একে পুত্র গণকে চুম্বন করিয়া দ্রৌপদীকে তাঁহাদিগের পশ্চাতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ নারী কে? ভীম বলিলেন একচক্রা হইতে আসিবার সময় যে দ্রৌপদীর কথা শুনিয়াছিলে সেই দ্রৌপদী এই, ইহার জন্য অদ্য এত রাত্রি হইল। কুন্তী বলিলেন, বৎস! এই কন্যাকে ভিক্ষা বলিয়া কি কুকর্ম্ম করিলে। আমি ভিক্ষা বিবেচনা করিয়া তোমাদিগকে বিভাগ করিয়া ভোগ করিতে বলিয়াছি। আমি তোমাদিগের গর্ভধারিণী, আমার আজ্ঞা কি রূপে লঙ্ঘন করিবে।

ইহা বলিয়া কুন্তী রোদন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন জননি সে জন্য চিন্তা কি, আপনার আজ্ঞা আমাদিগের শিরোধার্য্য।

পর দিন ভীম অর্জ্জুন দুই ভ্রাতা ভিক্ষা করিতে গেলেন। অনন্তর তণ্ডুলাদি ভিক্ষা করিয়া আনিলে, দ্রৌপদী কুন্তীর আজ্ঞানুসারে তাহা রন্ধন করিয়া সমু-

দায় অন্ন ব্যঞ্জনের অর্দ্ধ ভাগ ভীমকে দিলেন, তদর্দ্ধ পঞ্চ অংশ করিয়া চারি অংশ চারি ভ্রাতাকে দিলেন, অবশিষ্ট অংশের অর্দ্ধেক কুন্তীকে দিয়া আপনি শেষ অর্দ্ধভাগ ভোজন করিলেন। পরে সর্ব্বোচ্চে কুন্তীর শয্যা, তাহার অধোভাগে পঞ্চ ভ্রাতার শয্যা, বিস্তার করিয়া দিলেন। এবং সকলে শয়ন করিলে, আপনি তাহার অধোভাগে কুশাসনে শয়ন করিয়া থাকিলেন।

অর্জ্জুন রাজকন্যাভিলাষি রাজগণকে পরাস্ত করিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া প্রস্থান করিলে, দ্রুপদ রাজা, কন্যাকে কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ লইয়া গেল তাহার দশা কি হইবে, এই ভাবনায় ভাবিত হইয়া নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগের অনুসন্ধান জন্য ছদ্ম বেশে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া গোপন ভাবে কুম্ভকারের গৃহে থাকিয়া, তাঁহারা যাহা যাহা করিলেন, সকল দেখিলেন। অনন্তর যখন সকলে শয়ন করিলেন, তখন পিতার নিকটে যাইয়া তাবৎ বিবরণ নিবেদন করিয়া বলিলেন, ইহারা সামান্য মানব নহেন, অবশ্য মহা বংশোদ্ভব হইবেন, কোন কারণ বশতঃ ছদ্মবেশী হইয়া আছেন। রাজা এই সমস্ত বিবরণ শ্রবণে কতক শান্ত হইলেন, পরে পঞ্চ ভ্রাতা ও তন্মাতাকে আনয়নার্থ ছয় খান উত্তম রথ প্রেরণ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহা লইয়া, পঞ্চ ভ্রাতাকে পঞ্চ রথে এবং দ্রৌপদীকে ও কুন্তীকে এক রথে আরোহণ করাইয়া রাজসদনে আনয়ন করিলেন।

রাজা পঞ্চ ভ্রাতাকে বহু সম্মান করিয়া বসাইলেন। কুন্তী ও দ্রৌপদী অন্তঃপুরে গেলেন।

পরে রাজা পঞ্চ ভ্রাতাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আর বলিলেন, আমি ব্যাসের পরামর্শানুসারে লক্ষ্য প্রস্তুত করিয়াছিলাম। তিনি কহিয়াছিলেন পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য কেহ এই লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবেন না। কিন্তু অর্জ্জুন চারি ভ্রাতা ও মাতা সহ জতুগৃহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; অতএব তোমরা কে? আমাকে যথার্থ কহ। যুধিষ্ঠির বলিলেন আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি লক্ষ্যভেদ করিবে তাহাকে কন্যা দান করিবেন, ব্যক্তিভেদ বা জাতি ভেদের উল্লেখ ছিল না। অতএব আমরা যে হই তাহার পরিচয়ের প্রয়োজন কি। পুরোহিত বলিলেন যাহা কহিলে যথার্থ বটে কিন্তু পরিচয় দিবার হানি কি। যুধিষ্ঠির তখন আপনাদের পরিচয় দিলেন, এবং জতুগৃহ হইতে যেরূপে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন তাহাও কহিলেন। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন, এবং শুভ ক্ষণ দেখিয়া তখনি অর্জ্জুনের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন তাহা হইতে পারে না, আমরা মাতৃ আজ্ঞা পালনার্থে এই কন্যাকে পঞ্চ ভ্রাতা বিবাহ করিব। রাজা এই কথায় বিস্ময় যুক্ত হইয়া বলিলেন, এক কন্যা কি প্রকারে পঞ্চ জনের ভার্য্যা হইবে। এই ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত নহে, এবং ইহা কুত্রাপি চলিত নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন বেদ মতে মাতা পরম গুরু, মাতৃ আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, অতএব তাঁহার আজ্ঞা কিরূপে অবহেলন করিব।

এই প্রকার কথোপকথন কালে রাজসভায় ব্যাসাদি অনেক মুনিগণের সমাগম হইল। তাঁহারা বিধান দিলেন যে মাতৃ আজ্ঞানুসারে পাঁচ ভ্রাতা এক ভার্য্যা করিতে পারেন; এবং যদিও ইহা লোকাচার বিরুদ্ধ, কিন্তু তাহাতে দ্রৌপদীর চরিত্রে দোষ স্পর্শ হইবেক না, বরং তিনি সতী মধ্যে অগ্রগণ্যা হইবেন। পঞ্চালেশ্বর মুনিগণের বিধানানুসারে পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ দিলেন। পঞ্চ পাণ্ডব পঞ্চালে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সংবাদ দুর্য্যোধনের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই হস্তিনা নগরে প্রচার হইল। বিদুর তাহা শুনিয়া পরমানন্দিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র রাজাকে বলিলেন মহারাজ দ্রুপদনন্দিনী গুণবতী দ্রৌপদী আপনার গৃহে আসিতেছেন। অন্ধরাজ মনে করিলেন দুর্য্যোধন লক্ষ্য ভেদ করিতে গিয়াছিলেন, তিনিই দ্রৌপদীকে লইয়া আসিতেছেন। ইহা ভাবিয়া অতি আনন্দিত হইয়া বলিলেন, তবে তুমি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া গৃহে আনয়ন কর। বিদুর বলিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিমিত্ত অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছিল। ইহা বলিয়া সমস্ত বিবরণ কহিলেন। রাজা তাহা শুনিয়া বিমর্ষ হইলেন।

ইহার তিন দিবস পরে দুর্য্যোধন স্বসৈন্যে প্রত্যা-গত হইয়া পিতার স্থানে যুধিষ্ঠিরের বিবাহের কথা শুনিয়া এক কালে অন্ধকার দেখিলেন। তিনি জানি-তেন পাণ্ডবেরা জতুগৃহে দগ্ধ হইয়া মরিয়াছে। কিন্তু তাহারা জীবদ্দশায় আছে, অধিকন্তু সর্ব্বজয়ী হইয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছে। দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের বিনাশ জন্য এত চেষ্টা করিয়াও সিদ্ধ হইলেন না এবং জগৎ ব্যাপিয়া তাঁহার অখ্যাতি হুইল, ইহাতে অতিশয় লজ্জিত হইলেন। তাঁহার আরও চিন্তার বিষয় এই হইল যে পাণ্ডবেরা দ্রুপদ রাজার সাহায্যে রাজ্য লইতে আসিবে, তাহার কি উপায়। তিনি একবার মনে করিলেন যে দ্রুপদ রাজাকে অর্দ্ধেক রাজ্য অঙ্গীকার করিয়া, এই বলিয়া পাঠাই, পাণ্ডব-গণ আমার শত্রু তিনি তাহাদিগকে বিনাশ করেন, বারান্তরে ভাবিলেন যে কতক গুলিন পরম সুন্দরী নারী পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করি, ঐসকল নারীতে বশীভূত হইয়া তাহারা দ্রৌপদীকে অনাদর করিবেক, তাহা হইলে দ্রুপদ রাজা তাহাদিগের প্রতি রুষ্ট হইবেন। কখন বা ইহাও মনে করিলেন, কোন সুহৃদ্ভেদী বিপ্রকে প্রেরণ করি, সেই বিপ্র পাণ্ডব গণের মধ্যে আত্মকলহ ঘটাইয়া দেয়, অথবা তাহাদিগকে বিষ ভক্ষণ করায়। এই প্রকার বিবিধ মন্ত্রণা করি-লেন, কিন্তু দেখিলেন কিছুতেই সুপ্রতুল নাই। অত-এব অবশেষে এই স্থির করিলেন যে পাণ্ডবদিগকে

অর্দ্ধেক রাজ্য দেওয়া যাউক, তাহা হইলে তাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেক না। তাহাতেও আমাদিগের অর্দ্ধেক রাজ্য থাকিবেক, নতুবা তাহারা কুরুবংশ একবারে ধ্বংস করিবেক।

এই পরামর্শ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে দ্রুপদ রাজার সভায় প্রেরণ করিলেন। বিদুর দ্রুপদ রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই রূপ জানাইলেন যে তাঁহার সহিত ধৃতরাষ্ট্র রাজার বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়াতে তিনি বড় আহ্লাদিত হইয়াছেন। এবং তাঁহার অভিলাষ যে তাঁহার সহিত চিরকাল সখ্য থাকেন. তিনি আরও বলিলেন যে কুরুরাজ ও তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রী পুরুষ সকলে দ্রৌপদীকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, এবং পাণ্ডব গণকে বহু কালাবধি দেখেন নাই, এই জন্য তাঁহাদিগকেও লইতে পাঠাইলেন। দ্রুপদ রাজা এতাবৎ সংবাদ শ্রবণ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন; এবং কন্যা ও জামাতাদিগকে মাতা সহ হস্তিনা নগর প্রেরণ করিলেন।

পাণ্ডবগণ হস্তিনা নগরে গমন করিলে রাজ্য মধ্যে মহা আনন্দোৎসব পড়িল। এবং আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাবতে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিল। ধৃতরাষ্ট্র ও তৎপুত্রগণ কপট আহ্লাদ দর্শাইয়া তাঁহাদিগকে সম্ভাষণাদি করিলেন। পরে তাঁহাদিগকে অর্দ্ধেক রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া খণ্ডপ্রস্থে রাজধানী করিতে বলিলেন। পাণ্ডবেরা তাহাই স্বীকার করিয়া

মাতা এবং পত্নী সহিত খণ্ডপ্রস্থে রাজ্য করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের সহিত এত শত্রুতা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্য তাঁহাদিগের এত ক্লেশ হইয়াছিল, তাহা ভ্রমেতেও স্মরণ করিলেন না।

যুধিষ্ঠির সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্যে প্রজাগণ অত্যন্ত সুখী হইল। দ্রৌপদী যেমত গুণবতী, তেমনি ধর্ম্মশীলা ছিলেন, এবং পঞ্চ পতির পরম প্রিয় হইয়া পরমাহ্লাদে থাকিলেন। পাণ্ডবেরা এই নিয়ম করিলেন যে এক এক ভ্রাতা এক এক বৎসর দ্রৌপদীর সহিত সহবাস করিবেন। এই নিয়ম তাঁহারা অতি উত্তম রূপে পালন করিয়াছিলেন। এক সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী একত্রে ছিলেন। ঐ সময়ে অর্জ্জুন কোন প্রয়োজন বশতঃ তাঁহাদিগের সম্মুখ দিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে নিয়ম লঙ্ঘন হইয়াছে এই বিবেচনায় তিনি দ্বাদশ বৎসর বন প্রবাস করিলেন। এই বনবাস কালে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহোদরা সুভদ্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে অভিমন্যু নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করাতে দ্রৌপদীর কিঞ্চিৎ মনোদুঃখ হইয়াছিল, কিন্তু সে জন্য তাঁহার প্রতি অর্জ্জুনের স্নেহের খর্ব্বতা হয় নাই, বরং তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া মানিতেন। এবং দ্রৌপদীও সুভদ্রাকে ভগিনীর ন্যায় দেখিতেন।

অনন্তর দ্রৌপদীর, পঞ্চ পতির ঔরসে পঞ্চ পুত্র

জন্মিয়াছিল। ঐ পঞ্চ পুত্রের নাম প্রতিবিন্দ, সুতসোম, শতকর্ম্মা, শতানীক, ও শ্রুতসেন। ইহারা পিতাদিগের মত সুপুরুষ ও ধর্ম্মশীল ছিল এবং শাস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যায় অতি সুপণ্ডিত হইয়াছিল। এই সকল সন্তানের গুণে পঞ্চ পাণ্ডব অতিশয় সুখী ছিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবদিগের পরম বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিলেন। এই যজ্ঞার্থে রাজ্য বিস্তৃত করিবার প্রয়োজন হইল, তজ্জন্য পরামর্শ করিয়া চারি ভ্রাতা চারি দিগে অর্থাৎ ভীম পশ্চিমে, অর্জ্জুন উত্তরে, নকুল পূর্ব্বে, ও সহদেব দক্ষিণে সসৈন্যে মহা সমারোহে যাত্রা করিলেন। এবং ঐ ঐ দিগে যে সকল হিন্দু ও যবন রাজারা ছিল তাহাদিগের কাহাকেও বলে ও কাহাকেও কৌশলে পরাজয় করিলেন, কাহাকে বা বিনয়ে বশীভূত করিলেন। এই প্রকার উত্তরে হিমালয় অবধি, দক্ষিণে লঙ্কা, ও পশ্চিমে সিন্ধুদেশ, ও পূর্ব্বে মগধ পর্য্যন্ত যত রাজ্য ছিল সকল অধীন হইল। ঐসকল রাজগণ তাহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া কর দিতে লাগিল। পাণ্ডবেরা ঐসকল রাজ্য হইতে শকট, উষ্ট্র, বৃষ বোঝাই করিয়া অসংখ্য অর্থ ও মণি মুক্তা প্রবালাদি আনয়ন করিলেন। ইহা ভিন্ন মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, দাস, দাসী ও উষ্ট্র গাভি ও অন্য অন্য দ্রব্যাদি যত আনিলেন তাহা অগণনীয়। এতদ্দ্বারা পাণ্ডবগণের মহা ঐশ্বর্য্য হইল। এবং

তদবধি তাঁহাদিগের রাজধানীর নাম ইন্দ্রপ্রস্থ হইল।

এই স্থলে লেখা কর্ত্তব্য যে যে সকল দেশ পাণ্ডবেরা জয় করেন নাই তাহাকে পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ কহিয়া থাকে, ঐ সকল দেশের লোকেরা আচার ভ্রষ্ট। পাণ্ডবেরা যে সকল দেশ জয় করিয়াছিলেন, সে সকল দেশে সেমত ভ্রষ্ট আচার নাই।

চারি ভ্রাতা দিগ্বিজয় করিয়া আসিলে পর রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞের নিমিত্ত এক সভা প্রস্তুত হইল; তাহা চারি ক্রোশ দীর্ঘে ও চারি ক্রোশ প্রস্থে, সমুদায়ে ষোল ক্রোশ চতুঃসীমা। আর ঐ যজ্ঞে ছোট বড় এক লক্ষ রাজার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, ও ঐ সকল রাজাদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাস স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং তাহাদের সমভিব্যাহারি সৈন্য ও দাস দাসী ও পশ্বাদি থাকিবার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন অন্য লোক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভিক্ষুক কত আসিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। তাহাদের ও নিমিত্তে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান ও দাস দাসী নিয়োজিত ছিল। এবং যে পর্য্যন্ত যজ্ঞ সমাধা হয় নাই সে পর্য্যন্ত ভিক্ষুক ও নিমন্ত্রিত তাবৎ লোকের আহার প্রদত্ত হইয়াছিল। কথিত আছে প্রতি দিন এক এক ঘণ্টায় লক্ষ লক্ষ লোক ভোজন করিয়াছিল, কিন্তু কেহ অসন্তুষ্ট হয় নাই। বিশেষ, রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই যজ্ঞের অধ্যক্ষ এবং দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন ভাণ্ডারী হইয়া-

ছিলেন। তাঁহারা পাণ্ডবদিগের চির শত্রু, দুই হস্তে যাহাকে যত পারিয়াছিলেন দিয়া ছিলেন। কিন্তু ইহা করিয়াও তাঁহারা পাণ্ডবদিগের অখ্যাতি করিতে পারেন নাই। বরং পাণ্ডবেরা যজ্ঞ উপলক্ষে করদ রাজাদিগের স্থানে যে রত্নালঙ্কার ও অর্থ ভেট পাইয়াছিলেন তাহা সমুদায় ব্যয় হয় নাই।

এই রাজসূয় যজ্ঞে পাণ্ডবদিগের অত্যন্ত যশ বৃদ্ধি হইল। এবং আর আর সকল রাজারা দেখিলেন, যে কর্ম্ম কখন কেহ করিতে পারেন নাই তাহা তাঁহারা করিলেন। কিন্তু এই যশ তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ দুঃখের কারণ হইল; কেন না তাহাতে দুর্য্যোধনের ঈর্ষ্যার উদ্রেক হইল। তিনি ভাবিলেন আমি পাণ্ডবদিগকে অধঃপাতে দিয়াছিলাম, পরে অনুগ্রহ করিয়া অর্দ্ধেক রাজ্য দিয়াছি; কিন্তু ইহাতেও তাহারা অগ্রগণ্য ও মান্য হইল; অতএব তাহাদিগের বিনাশ চেষ্টা করিতে হইয়াছে। ইহা ভাবিয়া, বন্ধু বান্ধবদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার উপায় কি। তাঁহার মাতুল শকুনি তাঁহাকে বলিলেন তুমিও দিগ্বিজয় ও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর; তাহা হইলে তোমার ও যশ বৃদ্ধি হইবে। দুর্য্যোধন বলিলেন পাণ্ডবদিগকে অগ্রে জয় করিতে না পারিলে সে আশা বিফল। শকুনি বলিলেন তাহারা যেরূপ বীরপুরুষ তাহাতে তাহাদিগকে সংগ্রামে পরাজয় করা অসাধ্য। কিন্তু বিনা সংগ্রামে তাঁহাদিগকে পরাভব করিবার এক উপায় আছে।

দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসা করিলেন, সে উপায় কি। শকুনি কহিলেন আমি দ্যূত অর্থাৎ পাশ ক্রীড়া ভাল জানি। যুধিষ্ঠির খেলিতে জানেন বটে কিন্তু তাদৃক পটু নহেন, তুমি যদি কোন প্রকারে তাহাকে তৎক্রীড়াতে প্রবৃত্ত করিতে পার তবে অনায়াসে তাঁহার সর্ব্বস্ব লওয়া যাইতে পারে।

দুর্য্যোধন এই কথায় অত্যন্ত পুলকিত হইয়া তখনি পিতার স্থানে সেই কথা নিবেদন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র হঠাৎ অনুমতি না দিয়া প্রথমত সভাসদ্গণকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। সভাসদ্গণ দুর্য্যোধনের হিতাভিলাষে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু বিচক্ষণ বিদুর ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়া বলিলেন, ইহা করিও না, ইহাতে ভবিষ্যতে আপনার অমঙ্গল হইবে। কিন্তু অন্ধরাজ পুত্রের প্রতি স্নেহ বাহুল্য প্রযুক্ত তাঁহার বাক্য অবহেলন করিয়া তাঁহাকেই দ্যূত ক্রীড়ার্থে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতাকে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। বিদুর তদাজ্ঞায় ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন যে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সভাতে দ্যূত ক্রীড়া হইবেক; অতএব তিনি আপনাদের পঞ্চ ভ্রাতাকে আহ্বান করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন অক্ষক্রীড়া অমঙ্গলের মূল এবং তাহাতে পিতা মহাশয় নষ্ট হইয়াছেন। বিদুর কহিলেন তাহা মিথ্যা নহে, দ্যূতক্রীড়াতে অনেকের দুর্গতি হইয়াছে; কিন্তু আমি আজ্ঞাবাহক, রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করিলাম, আপনি

বিচক্ষণ যেমন বিবেচনা হয় করুন। যুধিষ্ঠির কহিলেন যখন জ্যেষ্ঠ তাত মহাশয় আহ্বান করিয়াছেন তখন তাঁহার আজ্ঞা অবজ্ঞা করা হয় না। ইহা বলিয়া সে দিবস বিদুরকে বিদায় করিয়া পর দিবস পঞ্চ ভ্রাতা পঞ্চ রথারোহণে হস্তিনা নগরে গমন করিলেন।

পাণ্ডবগণ আসিবেন জানিয়া দুর্য্যোধন ঐ দিবস কর্ণ দ্রোণ ভীষ্ম প্রভৃতি সকল আত্মীয় ও স্বীয় ভ্রাতাগণকে একত্র করিয়া সভা করিয়াছিলেন। পঞ্চ পাণ্ডব আসিবা মাত্র সকলে তাঁহাদিগকে সমাদর করিলেন। তাহার পর শকুনি পাশা বাহির করিয়া যুধিষ্ঠিরকে অক্ষ ক্রীড়াতে আহ্বান করিল। যুধিষ্ঠির কহিলেন পাশা খেলাতে পরাক্রম প্রকাশ হয় না, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধ। শকুনি কহিল যুদ্ধে জাতি ভেদ থাকে না, নীচ জাতি যবনও ভদ্রকে প্রহার করিতে পারে। পাশা খেলা সমান সমান লোক ব্যতীত হয় না। যুধিষ্ঠির বলিলেন এখেলা আমার অভিপ্রেত নহে, কিন্তু যখন তুমি আমাকে আহ্বান করিলে তখন আমি ইহাতে পরাঙ্মুখ হইব না, কেন না এতাদৃশ বিষয়ে পরাঙ্মুখ হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। ইহা বলিয়া খেলিতে প্রস্তুত হইলেন। দুর্য্যোধন বলিলেন আমার পরিবর্ত্তে শকুনি খেলিবেন, ইনি যাহা হারেন আমি দিব। যুধিষ্ঠির বলিলেন তবে খেল, ইন্দ্রপ্রস্থে আমার যত রত্নভাণ্ডার আছে আমি তাহা সমস্ত পণ করিলাম; কিন্তু তুমি হারিলে এত ধন কোথা হইতে দিবে। দুর্য্যো-

ধন বলিলেন সে জন্য চিন্তা কি, যে প্রকারে পারি দিব। পরে শকুনি পাশা নিক্ষেপ করিয়া হাস্য করিতে করিতে বলিল, এই দেখ আমি জিতিয়াছি। যুধিষ্ঠির এই বাক্যে কুপিত হইয়া আপনার যুদ্ধের যাবতীয় অশ্ব পণ করিলেন। শকুনি তাহাও জিনিলেন, তাহাতে যুধিষ্ঠির আরও কুপিত হইয়া ক্রমে ক্রমে মাতঙ্গ, শকট, দাস, দাসী, ছাগ, মেষ ও বৃষাদি সকল হারিলেন, তাহার পর আপন অধীন তাবৎ রাজ্য ও পুত্রগণের অঙ্গাভরণ পর্য্যন্ত হারিলেন, এবং অবশেষে চারি ভ্রাতা ও আপনাকেও হারিলেন। যখন রাজা যুধিষ্ঠির আপনাকে ও ভ্রাতাগণকে হারিলেন, তখন শকুনি হাস্য করিয়া বলিল, এ কর্ম্ম ভাল করিলে না, এই-বার দ্রৌপদীকে পণ করিয়া আপনাকে ও ভ্রাতাগণকে উদ্ধার কর। যুধিষ্ঠির বলিলেন, যিনি রূপে লক্ষ্মী, যাঁহার গুণের ইয়ত্তা করা যায় না ও যিনি দ্বিজ, দাস, দাসী ও পশুগণকে জননী ভাবে পালন করেন এমত বহুমূল্য দ্রৌপদীকে কদাচ পণ করিতে পারি না। শকুনি বলিলেন যিনি লক্ষ্মীরূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাকে পণ করিলে তুমি সর্ব্বজয়ী হইবে। রাজা সেই কথায় ভ্রান্ত হইয়া তাঁহাকেও পণ করিলেন এবং হারিলেন। তখন দুর্য্যোধন পঞ্চ ভ্রাতাকে রাজ পরিচ্ছদ বর্জ্জিত করিয়া প্রত্যেককে এক এক সামান্য বস্ত্র পরিধান করাইয়া সভা হইতে নীচে আসা-

ইয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং বিদুরকে আজ্ঞা করিলেন, দ্রৌপদীকে সভায় লইয়া আইস।

বিদুর এই আজ্ঞায় মহাক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন রাজা যুধিষ্ঠির প্রথমত আপনাকে হারিয়াছেন অতএব যৎকালে তিনি দ্রৌপদীকে পণ করেন তখন তাঁহার তাঁহাতে অধিকার ছিল না। সুতরাং তাঁহার পণ করা ও হারাতে তোমার দ্রৌপদীতে অধিকার হইতে পারে না। দুর্য্যোধন এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া প্রতিগামী নামে এক ভৃত্যকে আজ্ঞা করিলেন, তাহাকে লইয়া আইস। প্রতিগামী দুর্য্যোধনের আজ্ঞায় দ্রৌপদীর নিকটে যাইয়া তাবৎ বিবরণ নিবেদন করিল। দ্রৌপদী শুনিয়া প্রতিগামীকে কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আইস তিনি প্রথমে আপনাকে হারিয়াছিলেন, কি আমাকে হারিয়াছিলেন; যদি প্রথমত আপনাকে হারিয়া থাকেন তবে সভ্যগণের বিবেচনায় আমার যাওয়া উচিত হয় যাইব। প্রতিগামী আসিয়া একথা জিজ্ঞাসা করিলে যুধিষ্ঠির কোন উত্তর করিলেন না। দুর্য্যোধন কুপিত হইয়া প্রতিগামীকে বলিলেন যুধিষ্ঠিরকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তুমি দ্রৌপদীকে শীঘ্র লইয়া আইস, তাহার যে প্রশ্ন থাকে সে এই খানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবেক।

প্রতিগামী যাইয়া দ্রৌপদীর স্থানে এই সকল কথা জ্ঞাপন করিল, আর বলিল দুর্য্যোধন এই কর্ম্ম

করিয়া আপনার মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছেন। দ্রৌপদী কহিলেন সে কথা সত্য, কিন্তু তুমি এক বার যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তিনি আমাকে সভায় যাইতে আজ্ঞা করেন কি না। প্রতিগামী যাইয়া যুধিষ্ঠিরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে যুধিষ্ঠির বলিলেন আমি যে কর্ম্ম করিয়াছি তাহার অন্য উপায় নাই, এইক্ষণে দ্রৌপদী আসিয়া আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন। প্রতিগামী ইহা শুনিয়া পুনর্ব্বার চলিল, কিন্তু কতক দূর হইতে ফিরিয়া আসিয়া দুর্য্যোধনকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! যদি দ্রৌপদী না আইসেন তবে কি করিব।

এই কথায় দুর্য্যোধন মহা কুপিত হইয়া স্বীয় অনুজ দুঃশাসনকে কহিলেন ইহার কর্ম্ম নহে, তুমি যাইয়া দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক লইয়া আইস। দুর্য্যোধন যেমন দুর্জ্জন, দুঃশাসন সেইমত দুঃশীল, ভ্রাতার আজ্ঞা পাইয়া তখনি ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া পবন বেগে দ্রৌপদীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। দ্রৌপদী তাহাকে দেখিয়া ভয়াকুলিতা হইয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং কুন্তী প্রভৃতি আর আর পুরবাসিনীগণ দুঃশাসনকে অবরোধ করিলেন। কিন্তু দুঃশাসন তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দ্রৌপদীকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া তাঁহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক লইয়া চলিল। দ্রৌপদী মহা অপমান জ্ঞানে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে গগণ মণ্ডল বিদীর্ণ হইল।

দুর্য্যোধনের মিত্রগণ তদ্দর্শনে হাস্যমুখ হইয়া দ্রৌপদীকে নানাপ্রকার দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিল। দ্রৌপদী সভাগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক, পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন হে কর্ণ! হে দ্রোণ! হে ভীষ্ম! তোমাদিগের সম্মুখে আমার এই প্রকার অপমান হইতেছে ইহা দেখিয়া তোমরা স্বচ্ছন্দে রহিয়াছ, এ তোমাদের কেমন ধর্ম্ম। কিন্তু কেহ কোন উত্তর করিল না। পঞ্চ ভ্রাতা প্রেয়সীর দুঃখ ও অপমানে অধোবদন হইয়া থাকিলেন। এবং যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রত্ব তুল্য রাজত্ব গিয়া যে দুঃখ না হইয়া ছিল দ্রৌপদীর দুঃখ দেখিয়া ততোধিক হইল।

দুর্য্যোধন ইহাতেও তুষ্ট না হইয়া আজ্ঞা করিল, দ্রৌপদীর অঙ্গাভরণ কাড়িয়া লও। একথা বলিবা মাত্রেই দ্রৌপদী স্বহস্তে আপন আভরণাদি খুলিয়া দিলেন। কিন্তু পাপিষ্ঠ তাহাতেও অভীষ্ট সিদ্ধি জ্ঞান না করিয়া দুঃশাসনকে তাঁহার বস্ত্র হরণ করিতে আজ্ঞা দিল। দুঃশাসন ঐ আজ্ঞায় তাঁহার বস্ত্রাকর্ষণ করিল। দ্রৌপদী বস্ত্রের অঞ্চল ধরিয়া অর্দ্ধবসনা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং প্রধান প্রধান সভাসদগণের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক নানা প্রকার কাতরোক্তি ও বিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে তাহারা আরো কৌতুক বিশিষ্ট হইল। পঞ্চপাণ্ডব তদবলোকনে অধোবদন হইলেন। ভীম ও অর্জ্জুন এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া

এক এক বার কুরুবংশ ধ্বংস করিব বলিয়া গর্জ্জিতে লাগিলেন, কিন্তু ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির ধর্ম্মানুরোধে তাঁহাদিগকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে কহিলেন। দ্রৌপদী নিতান্ত নিরুপায় জ্ঞান করিয়া পরমেশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক হাহাকার ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন ধ্বনিতে কোন কোন কুরুবংশীয়ের পাষাণতুল্য অন্তঃকরণও আর্দ্র হইল।

অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃপুরস্থ নারীগণ অন্তঃপুর হইতে দ্রৌপদীর এইরূপ অপমান দেখিয়া হাহা শব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিল। পশু পক্ষিগণ শোকধ্বনি করিতে লাগিল। এবং নগরস্থ প্রজাগণ নানা প্রকার আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। নগরে একটা মহাগোল পড়িল। এবং কেহ কেহ সতীর অপমানে মহা কুপিত হইয়া রাজদ্রোহী হইবার উপক্রম করিল। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের চেতনা হইল। তিনি দেখিলেন মহাবিপদ উপস্থিত, অতএব স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় অবাধ্য পুত্রের কর্ম্মে লজ্জিত হইয়া দুঃশাসনকে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণে ক্ষান্ত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নানা প্রকার স্তুতি করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে বলিলেন দুর্য্যোধন অবোধ ইহার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

ইহা বলিয়া দ্রৌপদীর দাসীত্ব মোচন করিলেন, আর বলিলেন তুমি বর চাহ অর্থাৎ তোমার আর কি প্রার্থনা আছে বল। দ্রৌপদী বলিলেন যদি

আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন তবে ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠিরের দাসত্ব মোচন করিতে আজ্ঞা হউক। কেন না তিনি অতি ধার্ম্মিক বিশেষতঃ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁহাকে কেহ দাস বলিলে আপনারই কলঙ্ক। ধৃতরাষ্ট্র তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, তোমার আর কি প্রার্থনা আছে বল। দ্রৌপদী বলিলেন আমার আর চারি পতিকেও দাসত্ব হইতে মুক্তি দেউন। রাজা তথাস্তু বলিয়া তৃতীয় বার জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার আর কি মনো-বাঞ্ছা বল। দ্রৌপদী বলিলেন আমার পঞ্চ স্বামির দাসত্ব মোচনে আমার সকল অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে, বিশেষতঃ দুই বরের অধিক বর প্রার্থনা করা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধ, অতএব আমি আর বর চাহি না। এই কথায় ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। দ্রৌপদী ও পঞ্চ পাণ্ডবের দাসত্ব মোচন দেখিয়া রাজবিদ্রোহ করণোদ্যত প্রজাগণ নিরস্ত হইল।

তদনন্তর যুধিষ্ঠির চারি ভ্রাতা ও দ্রৌপদীর সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি পুরঃসর নিবেদন করিলেন এক্ষণে আমাদিগের প্রতি কি আজ্ঞা হয়। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও রাজমহিষী গান্ধারী তাঁহাদিগকে সন্তানের ন্যায় নানা প্রকার সান্ত্বনা করিয়া, দুর্য্যোধন তাঁহাদের রাজ্য আদি যে কিছু লইয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া পূর্ব্ব-রূপ রাজত্ব করিতে আজ্ঞা দিলেন।

এই আজ্ঞায় পরমানন্দিত হইয়া পঞ্চ ভ্রাতা দ্রৌপদী সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন। দুর্য্যোধন ভাবিলেন,একর্ম্ম ভাল হইল না। প্রবল শত্রুকে পতনে পাইলে কখন ত্যাগ করা উচিত নহে। বিশেষ, ইহাদিগকে এত অপমানের পর ছাড়িয়া দেওয়া গেল, ইহারা সতত আমাদিগের বিনাশ চেষ্টায় থাকিবেক। কি জানি অদ্যই যদি সসৈন্যে আইসে। ইহা চিন্তা করিয়া পিতাকে নানা প্রকার বুঝাইতে লাগিলেন, এবং কহিলেন আমি পাণ্ডবদিগকে এত করিয়া করস্থ করিলাম, তুমি অনায়াসে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে, ইহা সুবুদ্ধির কর্ম্ম হইল না, কেন না এক্ষণে তাহারা রণ সজ্জা করিয়া আমাদের একেবারে বিনাশ করিবে। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রবাক্যে ভ্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা নিবারণের উপায় কি। দুর্য্যোধন কহিলেন, তাহা নিবারণের এক মাত্র উপায় আছে, যদি তুমি তাহাদিগকে এখনি ফিরাইয়া আনাও তবে আমি পুনর্ব্বার তাহাদিগের সঙ্গে এই পণ করিয়া পাশা খেলি যে, যে ব্যক্তি পরাজিত হইবে সে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিবে, এবং অজ্ঞাত বাসের মধ্যে যদি সে বিপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয় তবে আর দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিবে। এই প্রকারে যদি তাহাদিগকে ত্রয়োদশ বৎসর বনবাস দিতে পারি, তবে ইহার মধ্যে আমি সকল রাজাদিগকে বশীভূত করিতে পারিব,

এবং উত্তর কালে পাণ্ডবেরা প্রবল হইতে পারিবে না। অন্ধরাজ বিবেচনা করিলেন এ পরামর্শ মন্দ নহে; অতএব তখনি পাণ্ডবগণকে প্রত্যানয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন।

যুধিষ্ঠির তখনও ইন্দ্রপ্রস্থে যাইতে পারেন নাই; পথিমধ্যে পিতৃব্যের আজ্ঞা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ভ্রাতাগণ ও ভার্য্যা সমভিব্যাহারে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় আগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জ্যেষ্ঠতাত আমাদিগকে কি জন্য পুনর্ব্বার ডাকাইলেন। দুঃশাসন কহিল, রাজা আজ্ঞা করিতেছেন তোমাকে পুনর্ব্বার পাশা খেলিতে হইবে, আর এই প্রতিজ্ঞায় খেলা হইবে, যে ব্যক্তি পরাস্ত হইবেন তিনি দ্বাদশ বৎসর অরণ্য বাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিবেন এবং অজ্ঞাত বাসের মধ্যে যদি বিপক্ষের দৃষ্টিগোচর হন তবে পুনর্ব্বার দ্বাদশ বৎসর অরণ্য বাস করিতে হইবে। যুধিষ্ঠির দেখিলেন ইহা তাহার রাজ্য লইবার আর এক মন্ত্রণা মাত্র। কিন্তু ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম এরূপ ছিল যে, যুদ্ধ বা পাশা খেলায় কেহ আহ্বান করিলে তাহাতে ভয় করিবেক না, ভয় করিলে কাপুরুষতা প্রকাশ হয়। ইহা চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠির দ্যূত ক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বমত পরাজিত হইলেন।

তখন পঞ্চ ভ্রাতা অন্য উপায়াভাবে প্রতিজ্ঞানুসারে রাজ্য ও বস্ত্রালঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া যোগি বেশ ধারণ করিলেন। পতিপরায়ণা দ্রুপদনন্দিনীও পতি

সঙ্গে বনযাত্রায় প্রস্তুত হইলেন। তদ্দৃষ্টে দুর্য্যোধনের পারিষদগণ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল, আর বলিল তুমি কোন্ দুঃখে বন গমন করিবে; এই পৃথিবীতে কেহ কাহার নহে, অতএব দুর্য্যোধনের শত সহোদরের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকে ভজিয়া সুখে কালক্ষেপণ কর; কেন বনে বনে ভ্রমণ করিবে। পাণ্ডবপ্রিয়া কোন উত্তর করিলেন না। ভীম ও অর্জ্জুন বলিলেন আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি তোমাদিগকে সবংশে নিপাত করিব। ইহা বলিয়া তাঁহারা বনযাত্রা করিলেন।

কুন্তী এই বৃত্তান্ত শুনিয়া শোকসাগরে মগ্না হইলেন এবং পঞ্চপুত্রকে বিশেষতঃ দ্রৌপদীকে বনগমন করিতে নানা প্রকার নিষেধ করিলেন। কিন্তু পতিব্রতা সতী তাহা না শুনিয়া পতিসেবা সকল কর্ম্মের সার জানিয়া অঙ্গাভরণ ত্যাগ করিয়া তপস্বিনী বেশে পতিদিগের পশ্চাদ্গামিনী হইলেন। তাঁহার পঞ্চপুত্র ও কুন্তী বিদুরের গৃহে রহিলেন।

পাণ্ডবগণের এইরূপ বনযাত্রায় বৃদ্ধ, যুবা ও বালক তাবতেই ক্রন্দন করিতে লাগিল। এবং রাজসভাসদ ও সৎকুলোদ্ভব প্রজাগণ স্বীয় স্বীয় আবাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের পশ্চাদ্গামী হইলেন। এবং যে সকল তপস্বী ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ধর্ম্ম রাজ্যে সুখে কালযাপন করিতেছিলেন তাঁহারা কুরুগণের অধর্ম্মাচরণ দেখিয়া পাণ্ডব গণের অনুগামী হইলেন। আর

তাবৎ রাজ্যে এই কলরব উঠিল, যে রাজ্যে দুর্য্যোধন রাজা ও শকুনি মন্ত্রী এবং ধর্ম্মের দুর্গতি ও সতীর অপমান, সে রাজ্যে কেহ বাস করিব না। এই বলিয়া প্রজাগণ পলায়ন করিতে লাগিল; তাহাতে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রজাশূন্য হইল।

যুধিষ্ঠির এই সকল লোককে নানা প্রকারে বুঝাইলেন যে তোমরা আমাদের সঙ্গে কোথায় যাইবে, আমরা শীঘ্র প্রত্যাগত হইব, তোমরা গৃহে গমন কর। কেহ কেহ এই কথায় ফিরিয়া গেল, কিন্তু দাস, দাসী, সভাসদ ও ব্রাহ্মণেরা ফিরিলেন না, তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

পঞ্চ পাণ্ডব পদব্রজে গমন করিতেছিলেন এবং দ্রৌপদীও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মিত্রগণ তাঁহাদিগকে রথারোহণে গমনের বিধি দিলেন, তাহাতে তাঁহারা রথারোহণ পূর্ব্বক প্রয়াগ যাত্রা করিলেন। সমভিব্যাহারি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও দাস দাসীগণ পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন।

দ্রুপদনন্দিনী ইন্দ্রের তুল্য রাজার মহিষী ছিলেন এক্ষণে বনবাসিনী হইলেন, ইহাতে তাঁহার অবশ্যই কায়িক ক্লেশ হইল, কিন্তু তাহাও সুখকর জ্ঞান করিয়া নিরন্তর পতি সেবায় নিযুক্ত থাকিলেন। আর এই বিপদ কালেও তিনি সঙ্গি বিপ্র ও দাস দাসী ও আত্মীয়গণকে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করাইতেন। ব্যাস দেব লিখিয়াছেন রাজা যুধি-

ষ্ঠির সূর্য্য আরাধনা করিয়া এই বর পাইয়াছিলেন যে দ্রৌপদী যে পর্য্যন্ত আপনি আহার না করিবেন সে পর্য্যন্ত লক্ষ অতিথি আসিলেও তাহাদিগকে ভোজন করাইতে পারিবেন। ইহা অবশ্যই উৎকট বর্ণন বলিতে হইবে। ফলতঃ তাঁহার এই নিয়ম ছিল ভীম ও অর্জ্জুন ভিক্ষা বা মৃগয়া করিয়া তণ্ডুল ও মাংস আনয়ন করিতেন, তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণ ও পঞ্চস্বামী ও দাস দাসী এবং যে অতিথি উপস্থিত হইত তাহাদিগকে ভোজন করাইতেন, এবং সকলের ভোজন হইলে তিনি দশ দণ্ড রাত্রির সময় আপনি ভোজন করিতেন।

এই ভাবে পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদী প্রয়াগে উপনীত হইলে পঞ্চালেশ্বর প্রভৃতি তাঁহাদের অনেক সুহৃদ্ রাজাগণ আসিয়া তাহাদিগকে গৃহে পুনর্গমনার্থ অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু সত্য পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির তাহা করিলেন না। তৎপরে তাঁহারা কাম্য বনে গিয়া কিছুকাল বাস করিলেন।

মুনিগণ তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সান্ত্বনা করিতেন, এবং সাহস ও সহিষ্ণুতার নানা প্রকার উদাহরণ শুনাইতেন। এক দিন দ্রৌপদী রাজা যুধিষ্ঠিরের অত্যন্ত ক্লেশ দেখিয়া বলিলেন, প্রভো! আমি তোমার এমত দুঃখ আর দেখিতে পারি না, তোমার যন্ত্রণা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, তুমি রাজ রাজেশ্বর কত রাজা তোমার পদানত ছিল, এবং অপূর্ব্ব

শয্যাতে শয়ন করিয়াও নিদ্রা হইত না, এবং কস্তূরী চন্দনে সর্ব্বাঙ্গ লেপিত হইত, এইক্ষণে তুমি তৃণ শয্যা করিয়াছ এবং ধূলায় ধূসর হইতেছ। লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণকে তুমি স্বর্ণপাত্রে ভোজন করাইয়াছ, এক্ষণে তুমি আপনি ফল মূলাহারে প্রাণ ধারণ করিতেছ ইহাতেও কি তোমার মনোমধ্যে কিছু মাত্র ক্রোধোদয় হয় না। আর তোমার চারি ভ্রাতা চারি মহাবীর, বিশেষতঃ ভীম অর্জ্জুন এমত বীর পুরুষ যে মনে করিলে নিমিষের মধ্যে তাবৎ শত্রু বিনাশ করিতে পারেন। তাঁহারা তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘনের ভয়ে ঊর্দ্ধমুখ করিতে না পারিয়া ম্লান বদনে অধোমুখে থাকেন। ইহা তুমি কিরূপে দেখ, আর আমি দ্রুপদ রাজার কন্যা, এই মত ক্লেশে বনে বনে ভ্রমণ করি; ইহা দেখিয়া তোমার কি কিছু মাত্র দয়া হয় না। হে মহারাজ! তোমার শরীরে কিছু মাত্র ক্রোধ নাই, এমন নিস্তেজঃ শরীর ক্ষত্রিয়ের যোগ্য নহে. অত্যন্ত ক্ষমাগুণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের বিপরীত। শাস্ত্রে লিখিয়াছে নিস্তেজ মনুষ্য দাস দাসীর হেয় হয়, এবং ভার্য্যাও তাহাকে মান্য করে না।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে প্রিয়ে! ক্রোধের তুল্য পাপ আর পৃথিবীতে নাই, ক্রোধে লঘু গুরু জ্ঞান থাকে না, ক্রোধে জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয়, এবং ক্রোধে বিষ পান ও জলমগ্ন প্রভৃতি যে দ্রোহ কর্ম্ম তাহাতে প্রবৃত্ত করায়। হে প্রিয়তমে! তুমি ধৈর্য্য ধর। সময়ে সকল পাইবে, পরমেশ্বর সকল দেখিতেছেন, কালপূর্ণ

হইলে দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকল পাপিষ্ঠ শাস্তি পাইবে
দ্রৌপদী জিজ্ঞাসা করিলেন হে প্রভো! পরমেশ্বরের
এ কেমন বিচার; তুমি এমত ধার্ম্মিক হইয়া, দস্যু যে
বনকে ভয় করে সেই বনে বাস করিতে আসিলে ও
ফল মূল আহার ও তৃণশয্যা সার হইল। আর
দুর্য্যোধন মহা পাপিষ্ঠ হইয়াও রাজ্যেশ্বর হইল।
যুধিষ্ঠির বলিলেন ধর্ম্মনিন্দা অতি অধর্ম্ম, তাহা কদাচ
করিবে না। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কোন কর্ম্ম
করে, ঐ সকল লোককে লোভি বলা যায়। লোভ
জন্মিলে অনেক পাপ জন্মে। কিন্তু আমি যে ধর্ম্ম কর্ম্ম
করি তাহার গর্ব্ব করি না, কেননা তাহাতে ঈশ্বরের
নিন্দা হয়; কিন্তু আমি কি ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেছি আমা-
দের যাহা উচিত তাহাই করিতেছি।

ভীম এই কথায় ক্রোধযুক্ত হইয়া বলিলেন, তুমি
কর্ত্তব্য কর্ম্মের কি করিতেছ, ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম আপন
ভুজবলে তাবৎ পৃথিবী জয় করিবে। কিন্তু তুমি আপন
রাজ্য ত্যাগ করিয়া পরের রাজ্যে আসিয়াছ, এই কি
তোমার ধর্ম্ম। আর দুর্য্যোধন তোমাকে কপট পাশায়
হারাইল সেই জন্য কি তোমার আপন রাজ্য ত্যাগ
করিয়া বনে আসা উচিত ছিল। হে ধর্ম্মরাজ! আমি
জীবিত থাকিতে তোমার বিভবাদি অন্যে হরণ করে
ইহা কি আমার প্রাণে সহ্য হয়। সিংহের মুখ
হইতে শৃগাল কি কখন ভক্ষ্য বস্তু কাড়িয়া লইতে
পারে। আমি একাই পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনকে সবংশে

বিনাশ করিতে পারিতাম, কেবল তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘনের ভয়ে করি নাই। তুমি নিতান্ত বীর্য্যহীনের ন্যায় বনে আসিয়াছ। হে ধর্ম্মরাজ! তোমার শরীরে কি কিছু মাত্র ক্রোধ নাই। দুর্য্যোধন মহা পাপিষ্ঠ তাহাকে বধ করিলে কিসের অধর্ম্ম।

যুধিষ্ঠির বলিলেন আমার জন্য তোমাদের এই সব ক্লেশ হইয়াছে ইহা যথার্থ, কিন্তু ক্রোধের তুল্য শত্রু পৃথিবীতে আর নাই, তুমি দেখ আমি যখন শকুনির সঙ্গে পাশা খেলায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তখন যত হারিয়াছিলাম ততই ক্রোধ বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতেই তাবৎ রাজ্য গিয়াছে। অতএব ক্রোধ অতি কদর্য্য এবং বিনাশের মূল। আর দেখ যখন দ্বিতীয়বার অক্ষ ক্রীড়াতে প্র বৃত্ত হইয়াছিলাম তখন দ্বাদশ বৎসর বন বাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস স্বীকার করিয়াছিলাম। অত এব এখন সে প্রতিজ্ঞা কিরূপে উল্লঙ্ঘন করিব, তাহা করিলে লোকে কি কহিবে। হে পরম প্রিয়তমগণ! সে অখ্যাতি আমার প্রাণে কখন সহ্য হইবে না। আমি প্রাণ ত্যাগ অনায়াসে করিতে পারিব, কিন্তু সত্য লঙ্ঘন করিতে পারিব না। সত্য লঙ্ঘন অতি কুকর্ম্ম। রাজ্য, ধন, পুত্র, সত্যের শতাংশের এক অংশও নহে। যে পুরুষের বাক্য সত্য নহে তাহাকে কেহ বিশ্বাস করে না; পর কালে তাহার অনন্ত দুঃখ হয়। অতএব ভ্রাতৃগণ! স্থির হও, সত্যাচার করিলে ভবিষ্যতে সকল দুঃখ দূর হইবেক।

ভীম বলিলেন যাহারা চরীজীবী তাহারা এই প্রকার কথা বলিতে পারে, কিন্তু আমরা অল্পায়ু মনুষ্য, আমাদের দেহ জলবিম্বের ন্যায় কখন আছে কখন নাই, অতএব তাহাতে এমত অসম্ভব আশা কিরূপে হইতে পারে। আর দেখ এক এক দিবস এক এক বৎসরের ন্যায় বোধ হইতেছে, এমত বার বৎসর কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, তাহার পর এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে, ঐ অজ্ঞাত বৎসর কোথায় বাস করিবে। তোমার ভ্রাতাগণ জগৎবিখ্যাত, তাহাদিগকে কোথায় লুকাইয়া রাখিবে। তুমি কি ইহা ভাবিয়াছ যে সূর্য্যকে হস্ত দিয়া আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। তুমি বুঝিয়া দেখ ঐঅজ্ঞাত বাসের মধ্যে যদি বিপক্ষেরা আমাদিগকে দেখে তবে পুনর্ব্বার দ্বাদশ বৎসর বন প্রবাস করিতে হইবে। কিম্বা যদি ঐ বৎসর নির্ব্বিঘ্নে যায় তথাপি তুমি কি এমত মনে কর, দুর্য্যোধন আমাদিগকে সহজে রাজ্য দিবেক। তখন তাহাদের বল বিক্রম অধিক হইবে আমরা কিছু করিতে পারিব না। অতএব আমি এক পরামর্শ কহি তাহা কর। সোমপুত্রি মতে মুনিগণ এক মাসকে এক বৎসর ধরিয়া থাকেন, আমরা ত্রয়োদশ মাস বনবাস করিয়াছি। এই মতানুসারে আমাদের ত্রয়োদশ বৎসর বনবাস করা হইয়াছে। এক্ষণে শত্রু বিনাশের চেষ্টা করিলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ভয় নাই। যুধিষ্ঠির এই কথায় স্তব্ধ হইয়া কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, এমত পকট গণনা করিয়া মেরু তুল্য যে ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করা উচিত

নহে, তোমরা কিছুকাল স্থির হও, তাহার পর সকল পাইবে।

এইরূপ ভার্য্যা ও ভ্রাতাগণকে জ্ঞান বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া যুধিষ্ঠির অবিচলিত চিত্তে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। কিছু দিন গত হইলে তাঁহারা দ্বৈতবনে গমন করিলেন। মুনিগণ সঙ্গে২ চলিলেন। ঐ অরণ্য অতি মনোহর এবং তথায় অনেক মুনি ঋষি বাস করিতেন। ঐ স্থানে কিছু কাল অবস্থিতি করিয়া অর্জ্জুন হিমালয় পর্ব্বতে শিবারাধনায় যাত্রা করিলেন, এবং তথায় অস্ত্রশিক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পাণ্ডবগণ মুনিগণ সমভিব্যাহারে নৈষধ তীর্থে যাত্রা করিলেন, এবং ঐ তীর্থে কিছু কাল বাস করিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। এই স্থানে বন বাসের চতুর্থ বৎসর গত হইল। তদনন্তর মুনিগণের পরামর্শানুসারে কাম্য বনে যাত্রা করিয়া প্রভাস তীর্থে বাস করিলেন। তাঁহারা ঐ তীর্থ স্থানে কিছু কাল বাস করিলে, অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষা করণানন্তর হিমালয় পর্ব্বত হইতে উত্তম উত্তম যুদ্ধ অস্ত্র লইয়া প্রত্যাগত হইলেন। তাহার পর পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী ঐ কাম্যবনেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে কিছু কাল অতীত হইলে দুর্য্যোধন আত্মীয় বন্ধু ও স্বপরিবারস্থ নারীগণ সমভিব্যাহারে বহু সমারোহ পূর্ব্বক কাম্য বনে প্রভাস তীর্থে গমন করিলেন, এবং তাঁহার মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও চতুরঙ্গ সেনা

তাবৎ অরণ্য আচ্ছন্ন করিল। দুর্য্যোধন ঐ সমারোহে পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। পাণ্ডবেরা দেখিলেন যে তাঁহাদের রাজ্য ও অর্থ লইয়া তাঁহার সুখোৎপত্তির সীমা নাই। যাহা হউক যুধিষ্ঠির তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন, এবং বাক্য বা কর্ম্ম দ্বারা এমত প্রকাশ হইল না যে তাঁহার প্রতি তিনি কোন প্রকারে অসন্তুষ্ট আছেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন তীর্থ ক্রিয়া ও অনেক দান ধ্যান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার কতকগুলি সেনা চিত্ররথ নামক এক গন্ধর্ব্ব রাজের পুষ্পোদ্যান ভঙ্গ করিল। তাহাতে উদ্যান রক্ষক দুর্য্যোধনের স্থানে প্রতীকার প্রার্থনা করিল। দুর্য্যোধন কোন প্রতীকার না করিয়া বরং চিত্ররথের লোকদিগের অপমান করিলেন। চিত্ররথ এই সংবাদ পাইয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ঐ যুদ্ধে দুর্য্যোধনের অনেক সেনা ও অশ্ব গজ নষ্ট হইল, এবং কর্ণ দ্রোণ প্রভৃতি মহাবলী সেনাপতিগণ বনস্থলী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। অবশেষে চিত্ররথ দুর্য্যোধন ও তাহার পরিবারস্থ তাবৎ নারীগণকে বন্ধন করিয়া জয়োল্লাসে লইয়া চলিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির এই সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ভীম ও অর্জ্জুন দুই ভ্রাতাকে বলিলেন যে, চিত্ররথ দুর্য্যোধনকে এই প্রকারে লইয়া গেলে আমাদের বংশের কলঙ্ক। অতএব তোমরা উভয়ে যাইয়া

তাঁহাকে চিত্ররথের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আন। ভীম ও অর্জ্জুন এই আজ্ঞায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন কি? যে দুর্য্যোধন হইতে আমাদের এই দুর্গতি তাহার উদ্ধারার্থ আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা করেন। ঐ পাপিষ্ঠ যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে এখন তাহার ফল ফলিয়াছে, চিত্ররথ আমাদের মনোরথ পূর্ণ করিলেন। অতএব দুর্য্যোধনের সহায়তা করা কথন কর্ত্তব্য নহে, চল এইক্ষণে আমরা গৃহে গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ্য করি। ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির বলিলেন, দুর্য্যোধন আমাদিগের পরম শত্রু, সে কথা মিথ্যা নহে। কিন্তু যদি চিত্ররথ তাঁহাকে সপরিবারে এই অবস্থায় লইয়া যায় তবে আমাদের বংশের অখ্যাতি হইবে, এবং সকলে কহিবে, পাণ্ডবেরা থাকিতে তাহাদের এই দুর্দ্দশা হইল। অতএব এইক্ষণে তাহাকে মুক্ত করা উচিত, পরে তাহার সহিত যখন আমাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইবে তখন তদুপযুক্ত বিধান করা যাইবে।

এই বাক্যে ভীম ও অর্জ্জুন নিরুত্তর হইয়া চিত্র-রথের সহিত সংগ্রাম করিয়া দুর্য্যোধন ও তাহার তাবৎ নারীগণকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। দুর্য্যো-ধন দেখিলেন যে তাঁহার অতিআত্মীয় সুহৃদ্গণ তাঁহাকে বিপদকালে ফেলিয়া গেলেন, কিন্তু যাঁহাদিগকে শত্রু জ্ঞান করিয়াছিলেন তাঁহারা পরম বন্ধুর কার্য্য করিলেন ইহাতে মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইলেন। তিনি আরো দেখিলেন যে পাণ্ডবেরা অতি বীর পুরুষ, দুই

ভ্রাতায় গন্ধর্ব্বের তাবৎ সেনা লণ্ড ভণ্ড করিলেন। কিন্তু ঐ অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠ তাঁহাদের বীরত্বের প্রশংসা বা তাঁহাদের স্থানে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া মনে মনে করিল যে, ইহাদের বনবাসের আর অধিক কাল নাই, তাহার পর ইহারা আমার কাল স্বরূপ হইয়া আসিবে, তখন আমার কি গতি হইবে; অতএব ইহা-দিগকে এই সময়ে নিপাত করা আবশ্যক। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বন্ধু বান্ধব ও সৈন্যগণ সমভি-ব্যাহারে হস্তিনায় প্রস্থান করিল।

কতক দিবস পরে দুর্ব্বাসা মুনি সশিষ্যে হস্তিনা নগরে উপনীত হইলেন। দুর্য্যোধন মুনির উগ্রস্বভাব জানিয়া তাঁহার ও তৎশিষ্যগণের যথোচিত সম্মান করিলেন। মুনিবর দুর্য্যোধনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহার অনেক প্রশংসা করিলেন, এবং তাঁহাকে অনেক সদুপদেশ দিলেন। তৎপরে তিনি কিছুকাল ঐ স্থানে অবস্থিতি করিলেন। দুর্য্যোধন মনে করি-লেন, পাণ্ডবদিগের বিনাশ জন্য এত চেষ্টা করিলাম কিন্তু সকল মিথ্যা হইল। লক্ষ্মী রূপা দ্রৌপদীই ইহার মূল হইয়াছেন, কেননা তিনি সূর্য্যের বর প্রভাবে আপনি যে পর্য্যন্ত আহার না করেন সে পর্য্যন্ত লক্ষ অতিথি আসিলেও তাহাদিগকে অনায়াসে অন্ন দান করিতে পারেন। কিন্তু শুনিয়াছি, আহারান্তে এক প্রাণিকেও ভোজন করাইতে পারেন না। অতএব সতত ক্রোধাবিষ্ট এই দুর্ব্বাসা মুনি যদি কোন দিবস

অধিক রাত্রে সশিষ্য পাণ্ডব গৃহে অতিথি হয়েন, তবে তাহারা ইঁহার অভিসম্পাতে ভস্মসাৎ হইতে পারে। দুর্য্যোধন মনে মনে এই কল্পনা করিয়া বন্ধু বান্ধবগণকে তাহা জানাইলেন। তাহারা তাহা শুনিয়া অত্যন্ত প্রসংশা করিল।

অনন্তর যখন দুর্ব্বাসা মুনি বিদায় হয়েন তখন তিনি দুর্য্যোধনকে বলিলেন, আমি তোমার চরিত্রে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। দুর্য্যোধন বলিলেন আপনার কৃপাতে ধন ধান্য ও অশ্ব রথ অনেক আছে, আর কিছুরই প্রয়োজন নাই; কিন্তু একটী বিষয় আমার জানিতে ইচ্ছা আছে; শুনিয়াছি দ্রৌপদী রন্ধন করিয়া যত ইচ্ছা তত লোককে অন্ন দান করিতে পারেন, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া যদি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে এক দিবস দশ দণ্ড রাত্রির পর তথায় অতিথি হয়েন তবে তাঁহার অতিথি সেবার ক্ষমতার সুন্দর পরীক্ষা হইতে পারে। দুর্ব্বাসা বলিলেন তাহার বাধা কি, আমি সশিষ্যে অমুক দিবস পাণ্ডব গৃহে অতিথি হইব।

ইহা বলিয়া দুর্ব্বাসা রাজা দুর্য্যোধনের স্থানে বিদায় হইয়া দশ সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে কাম্যবনে গমন পূর্ব্বক এক দিবস রাত্রি দশ দণ্ডের পর যখন সকলে শয়নের উদ্যোগ করিতেছিলেন তখন পাণ্ডবাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে পঞ্চ ভ্রাতা প্রথমত অতিশয় ভীত হইলেন। কিন্তু পরমেশ্বরের কি কৃপা! যেই

রজনীতে তাঁহাদের কাহারও আহার স্পৃহা হইল না। পর দিবস তাঁহারা ভোজনের এমত সুন্দর আয়োজন করাইলেন যে তাহাতে ক্রোধ বা অভিসম্পাত করা দূরে থাকুক তাঁহাদের প্রতি মুনিরাজ অত্যন্ত সন্তুষ্টই হইলেন।

এই কল্পনা নিষ্ফল হইলে দুর্য্যোধন অতীব দুঃখিত হইলেন। বিশেষ, পঞ্চ পাণ্ডবের বনবাসের কাল শেষ হইয়া আসিল, তাহার পর তাহারা আসিয়া রাজত্ব লইবে, এই ভাবনা অত্যন্ত হইল। দুর্য্যোধনের বন্ধুগণ তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিল, আমরা এক এক জন এমন বীর, পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করিতে আসিলে তাহাদিগকে অনায়াসে সংহার করিব। কিন্তু দুর্য্যোধন জানিতেন, পাণ্ডবেরা এক এক জন ইন্দ্রের তুল্য যোদ্ধা, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কখন জয়ী হইতে পারিব না। অতএব অনেক মন্ত্রণা করিয়া এই স্থির করিলেন যে দ্রৌপদীকে আনিয়া কোন স্থানে গোপন ভাবে রাখা যাউক। দ্রৌপদী লক্ষ্মীরূপা পাণ্ডবদিগের সুখের কারণ এবং তাহাদের পরমা প্রেয়সী, তাহার শোকে তাহারা সকলে প্রাণ ত্যাগ করিবে।

এই মন্ত্রণা করিয়া তিনি স্বীয় ভগিনীপতি জয়দ্রথকে দ্রৌপদী হরণার্থে প্রেরণ করিলেন। জয়দ্রথ ঐ কর্ম্মে অসম্মত হইয়াও দুর্য্যোধনের অনুরোধে বেগগামী অশ্বযুক্ত এক শকটে আরোহণ করিয়া কাম্য বনে গমন করিল। পরে পাণ্ডবেরা কখন কি করেন

গোপন ভাবে তাহার অনুসন্ধান লইয়া, এক দিবস, যখন ভীমার্জ্জুন মৃগয়ার্থে বনে এবং যুধিষ্ঠির ও নকুল সহদেব ও মুনিগণ সরোবরে স্নানার্থে গমন করিয়াছেন এমত সময়ে রথারোহণে দ্রৌপদীর কুটীরে উপস্থিত হইল। দ্রৌপদী তৎকালে রন্ধন করিতে ছিলেন। জয়দ্রথকে দেখিয়া মহা আনন্দিতা হইয়া পাদ্য অর্ঘ্য ও বসিবার আসন দিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। জয়দ্রথ কুশলাদি কহিয়া দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিল, যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতাগণ কোথায়। পাণ্ডবপ্রিয়া বলিলেন, তাঁহারা কেহ মৃগয়ার্থ কেহ স্নানার্থ গিয়াছেন, কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর সকলে আসিবেন। জয়দ্রথ ভাবিল পাণ্ডবেরা আসিলে কর্ম্ম পণ্ড হইবে। অতএব বিলম্ব না করিয়া দ্রৌপদীকে বল পূর্ব্বক আপন রথে উত্তোলন পুরঃসর অতিবেগে রথ চালাইয়া দিল। দ্রৌপদী জয়দ্রথের এই কর্ম্ম দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। জয়দ্রথ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া দ্রুত গমন করিল।

ঐ সময়ে ভীম ও অর্জ্জুন বনে মৃগয়া করিতেছিলেন, হঠাৎ দ্রৌপদীর ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করত দেখিলেন এক খান রথ দ্রুতবেগে যাইতেছে এবং তাহার মধ্যে হইতে ক্রন্দন ধ্বনি আসিতেছে। ইহা দেখিয়া দুই ভ্রাতা তখনি ঐ রথের পশ্চাৎগামী হইলেন এবং মুহূর্ত্তেকের মধ্যে ঐ রথ ধারণ করিয়া

জয়দ্রথকে রথ হইতে নামাইয়া তাহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক দুই জনে মুষ্ট্যাঘাত ও পদাঘাত করিতে লাগিলেন, এবং তাহার প্রাণ বধের উপক্রম করিলেন। এমত সময়ে যুধিষ্ঠির স্নান হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গৃহশূন্য দেখিয়া বনমধ্যে দ্রৌপদীর অন্বেষণে আসিয়া ভীম অর্জ্জুনকে জয়দ্রথ বধে উদ্যত দেখিয়া তাহাদিগকে নিবারণ পূর্ব্বক বলিলেন ইহার উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে অতএব প্রাণ বধ করিও না, কেননা তাহা হইলে আমাদের ভগিনী বিধবা হইবে এবং ভাগিনেয় গণ দুঃখ পাইবে। ইহা বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। দুর্য্যোধন তাহার এই দুর্গতির কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

পাণ্ডবেরা সেই বনে বাস করিতে লাগিলেন। এই প্রকার দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে কালক্ষেপণ হইল। ত্রয়োদশ বৎসর আরম্ভের কয়েক দিবস পূর্ব্বে তাঁহার সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণ ও দাস দাসীগণকে বিদায় করিলেন। তৎপরে এই স্থির করিলেন যে মৎস্য দেশ দুর্য্যোধনের অধীন নহে অতএব সেই দেশে কোন প্রকারে ছদ্মবেশে এক বৎসর বাস করিব। ইহা স্থির করিয়া ধৌম্য পুরোহিত সমভিব্যাহারে যমুনা নদী পার হইয়া বামে ত্রিগর্ত্ত ও দক্ষিণে পঞ্চাল রাজ্য করিয়া মৎস্য দেশে বিরাট রাজ্যে যাত্রা করিলেন। অনন্তর যে দিবস বিরাট রাজার অধিকারে উপনীত হইলেন সেই দিবস দ্বাদশ বৎসর শেষ হইল। বিরাট রাজ্যে উপস্থিত হইলে

ধৌম্য পুরোহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পরে পঞ্চভ্রাতা পদব্রজে চলিলেন।

দ্রৌপদী কখন পথ চলেন নাই পথশ্রমে অত্যন্ত কাতরা হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, নগর কত দূর আছে? আমি আর চলিতে পারি না। অতএব অদ্য এই খানে রজনী বঞ্চন কর, কল্য প্রাতে নগরে গমন করা যাইবে। যুধিষ্ঠির বলিলেন সর্ব্বনাশ, অদ্য নিশি প্রভাত হইলে কল্য অজ্ঞাত বৎসর আরম্ভ হইবে, যদি শত্রুপক্ষীয় কোন লোক কল্য আমাদিগকে এখানে দেখিতে পায় তবে মহা প্রমাদ হইবে। ইহা বলিয়া তিনি অর্জ্জুনকে বলিলেন অদ্য রাত্রেই বিরাট নগরে যাইতে হইবে, অতএব তুমি দ্রৌপদীকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া চল। অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠের আজ্ঞায় তখনি চলৎ শক্তি রহিতা দ্রৌপদীকে স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন। পরে নগরের কিয়দ্দূরে আসিয়া সে রাত্রি সেই খানে বঞ্চন করিলেন। পরে পর দিবস তাহাদের সঙ্গে যে অস্ত্রাদি ছিল তাহা সঙ্গে লইয়া যাওয়া অপরামর্শ বিবেচনায় অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় তাহা শবাকৃতি করিয়া বসনে বন্ধন করিয়া এক শিংশপা বৃক্ষের উচ্চ শাখায় ঝুলাইয়া রাখিলেন। তৎপরে পঞ্চ ভ্রাতা একে একে বিরাট রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া এইরূপ পরিচয় দিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন আমার নাম কঙ্ক আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজমন্ত্রী ছিলাম। ভীম কহিলেন আমি বল্লভ নামে তাঁহার সুপকার ছিলাম।

অর্জ্জুন কহিলেন আমি নপুংসক, নাম বৃহন্নলা, তাঁহার অন্তঃপুরস্থ নারীগণের নৃত্য ও সঙ্গীত শিক্ষক ছিলাম। নকুল কহিলেন আমি দামগ্রন্থি নামে তাঁহার অশ্ববৈদ্য ছিলাম। সহদেব কহিলেন আমি তন্ত্রিপাল নামে তাঁহার গোরক্ষক ছিলাম। পরে যুধিষ্ঠিরের বন গমনে পদভ্রষ্ট হইয়া কর্ম্মাকাঙ্ক্ষায় দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে করিতে মহারাজের আশ্রয়ে আসিয়াছি। বিরাট রাজা তাহাই সত্য জ্ঞান করিয়া যুধিষ্ঠিরকে মন্ত্রী, ভীমকে সূপকার, অর্জ্জুনকে কন্যা গণের নৃত্য ও সঙ্গীত শিক্ষক, নকুলকে অশ্ববৈদ্য, ও সহদেবকে গোরক্ষক কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন।

তদনন্তর দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী বেশে নগর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিরাট রাজার মহিষী সুদেষ্ণা ঐ সময় অট্টালিকায় ছিলেন। তিনি দ্রৌপদীর আশ্চর্য্য রূপ লাবণ্যাবলোকনে পরিচারিণীদিগকে আজ্ঞা করিলেন উহাকে গৃহের মধ্যে লইয়া আইস। পরে দাসীগণ তাঁহাকে রাণীর নিকটে লইয়া আসিলে সুদেষ্ণা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্রৌপদী উত্তর করিলেন আমি সৈরিন্ধ্রী, পূর্ব্বে পাণ্ডবগৃহে ছিলাম। পাণ্ডব মহিষী আমাকে অনুগ্রহ করিতেন। পরে তিনি পাণ্ডব গণ সহিত গহন কাননে গমন করিলে আমি আশ্রয় শূন্য হইয়া ভ্রমণ করিতেছি। যদি আপনার প্রয়োজন হয় তবে আমাকে রাখুন; আমি সকল কর্ম্ম করিব, কেবল উচ্ছিষ্ট স্পর্শ ও চরণ সেবা করিব না।

সুদেষ্ণা কহিলেন তোমাকে রাখা আমার নিতান্ত বাঞ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা হইলে আমার আপন দ্বারে কণ্টক রোপণ করা হইবেক। দ্রৌপদী জিজ্ঞাসা করিলেন সে কেমন। বিরাটপ্রিয়া কহিলেন যদি আমি তোমাকে আপন ভবনে রাখি তবে রাজা তোমার অপরূপ রূপ দর্শনে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই রাজরাণী করিবেন। দ্রৌপদী তটস্থ হইয়া কহিলেন হে রাজমহিষি! আমি পর পুরুষের মুখাবলোকন করি না, অতএব সে জন্য চিন্তা কি। ইহা শুনিয়া সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে অন্তঃপুরে স্থান দান করিলেন এবং তাঁহার শীল ও সচ্চরিত্র দেখিয়া দিন দিন তাঁহাকে অধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বিরাট রাজার গৃহে একাদশ মাস গত হইল। পরে কীচক নামে বিরাট রাজার শ্যালক এক দিবস দ্রৌপদীর মনোহর রূপে মোহিত হইয়া খল রিপুর প্রাবল্য প্রযুক্ত তাঁহার প্রতি কু অভিলাষ করিল এবং তাঁহাকে কুপথগামিনী করিবার জন্য নানাপ্রকার প্রলোভ দিতে লাগিল। কিন্তু পতিব্রতা সতী তাহা তাচ্ছল্য করিলেন। ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া নরাধম কীচক স্বীয় ভগিনী সুদেষ্ণাকে আপন কুকর্ম্মের উত্তর সাধক করিল। সুদেষ্ণা প্রথমত সহোদরকে কুপ্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক যত্ন করিলেন কিন্তু কীচক তাহা না শুনিয়া সহোদরার পদানত হইয়া বলিল তুমি যদি আমার প্রাণ রক্ষার উপায়

না কর তবে তোমার সম্মুখে আমি আত্ম হত্যা করিব। রাণী কি করেন ভ্রাতৃ বধের ভয়ে তাহাকে কহিলেন আমি কোন কৌশলে সৈরিন্ধ্রীকে তোমার নিকট প্রেরণ করিব। ইহা শুনিয়া কীচক পরমানন্দিত হইল। পরে রাজমহিষী সৈরিন্ধ্রীকে কীচকের গৃহ হইতে কোন দ্রব্য আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন। দ্রৌপদী কীচ-কের আচরণ জানিয়া তাহাতে অসম্মতা হইলেন, কিন্তু রাণী তাঁহার আপত্তি শ্রবণ করিলেন না, সুতরাং দ্রৌপদীকে যাইতে হইল।

দ্রৌপদী গৃহে আসিলে কীচক গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইল এবং বলিল অদ্য আমার সুপ্রভাত। দ্রৌপদী কীচককে দেখিয়া সমীরণে কদলী পত্র যেমত প্রকম্পিত হয় সেই প্রকার হইলেন পাপাত্মা তাহাতেও নিরস্ত না হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তখন দ্রৌপদী ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় রাজসভায় দৌড়িয়া গেলেন। কীচক বড় আশায় নিরাশ হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাঁহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক পদাঘাত করিল। দ্রৌপদী এই প্রকার অপমানিতা হইয়া রোদন করিতে করিতে রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া বিচারের প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু রাজা কীচকের অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন, কেননা তাহার বাহুবলে তাঁহার রাজ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল, অতএব তাহাকে কিছু না বলিয়া দ্রৌপ-দীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ভীম ঐ সময়ে

রাজ সভায় ছিলেন, স্বচক্ষে দ্রৌপদীর অপমান দেখিয়া তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইল। কিন্তু কঙ্কবেশী রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন যাহা হইয়াছে তাহা ভাবিয়া ফল নাই, তুমি অন্তঃপুরে গমন কর। ইহা শুনিয়া দ্রৌপদী রোদন করিতে করিতে নয়ননীরে আর্দ্র হইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন। সুদেষ্ণা লজ্জিতা হইয়া তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিলেন।

তদনন্তর দ্রৌপদী অবগাহন করিলেন এবং পর-পুরুষ স্পর্শ দোষ বিমোচন জন্য যে ক্রিয়াদি আবশ্যক তাহা করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার মনের দুঃখ দূর হইল না, এবং ভবিষ্যতে কীচক আর কি অপমান করে ইহা ভাবিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে অর্দ্ধরাত্র সময়ে সকল পুরজন নিদ্রিত হইলে তিনি ধীরে ধীরে রন্ধন শালায় যাইয়া ভীমের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া সজলনয়নে ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহাকে আপনার সমুদায় দুঃখের কথা জানাইলেন; আর বলিলেন তুমি যদি আমার প্রতি কৃপা না কর তবে আমার পরিত্রাণের আর উপায় নাই। ভীম তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিলেন, আর বলিলেন অদ্যই আমি সভা মধ্যে কীচককে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, কিন্তু ধর্ম্মরাজের আজ্ঞায় তাহা করিতে পারি নাই, কিন্তু সে জন্য চিন্তা করিও না। আমাদের অজ্ঞাত বাসের আর কয়েক দিবস মাত্র আছে, সে কয়েক দিবস তুমি

কোন প্রকারে যাপন কর তাহার পর ইহার প্রতি-কার হইবে। দ্রৌপদী বলিলেন রজনী প্রভাত হইলে সেই নরাধম আমাকে দেখিয়া হাস্য ও ব্যঙ্গ করিবে ইহা আমার প্রাণে কখন সহ্য হইবেক না। অতএব অদ্য নিশিতে তুমি ইহার কোন প্রতিকার কর, নতুবা তোমার সম্মুখে আমি প্রাণ ত্যাগ করিব। ভীম কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া বলিলেন তবে ইহার এক উপায় আছে কল্য প্রাতে যখন কীচকের সহিত সাক্ষাৎ হইবে তখন তুমি তাহাকে এই কথা বলিও যে সন্ধ্যার পর নৃত্য শালায় নির্জ্জনে তাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে, তাহার পর যাহা যাহা কর্ত্তব্য আমি করিব। ইহা শুনিয়া দ্রৌপদী প্রস্থান করিলেন।

পর দিবস দ্রৌপদী কীচককে কহিলেন যে আমি রজনী যোগে নাট্যশালায় থাকিব তুমি সেই খানে আমার সাক্ষাৎ পাইবে। কীচক ইহা শুনিয়া পুলকে পূরিত হইল। অনন্তর ভীম রজনীযোগে নারীবেশে ঐনৃত্যশালায় গিয়া কীচকের শয্যাতে বসিয়া থাকিলেন। কীচক কিয়ৎকাল পরে ঐ নাট্যশালা প্রবেশ করিল এবং মদে মত্ততা প্রযুক্ত এককালীন বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া ভীমকে দ্রৌপদী জ্ঞান করিয়া রসালাপ করিতে লাগিল। ভীম কহিলেন হে প্রিয়বর! তুমি কল্য আমাকে যে পদাঘাত করিয়াছিলে এখন পর্য্যন্ত আমি সেই বেদনাতে কাতর আছি এবং সেই জন্য মনের কিছু মাত্র আনন্দ নাই। কীচক কহিল সে

জন্য চিন্তা কি আমি আপন মস্তক পাতিয়া দিলাম তুমি ইহাতে পদাঘাত করিয়া মনের দুঃখ নিবারণ কর। ইহা বলিয়া আপন মস্তক পাতিল। ভীম মনে মনে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া বজ্রাঘাতের ন্যায় তাহার মস্তকে তিন বার পদাঘাত করিলেন। ঐ পদাঘাতে কীচকের মুণ্ড ঝনঝনিয়া উঠিল, তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। ফলত সে তখন এমত মদোন্মত্ত যে তিনি দ্রৌপদী নহেন ইহা তখনও তাহার বোধ হইল না; অতএব তাঁহাকে দ্রৌপদী জ্ঞান করিয়া রহস্যাদি করিতে লাগিল। ভীম কহিল ওরে পাষণ্ড তুমি সৈরিন্ধ্রীর সতীত্ব বিনাশের বাঞ্ছা কর, তুমি জাননা তাহার রক্ষক কে। ইহা শুনিয়া কীচক চকিত হইল এবং ভীমের সহিত ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ করিল। কীচক অত্যন্ত বলবান্ ছিল এজন্য ভীম তাহাকে অনায়াসে পরাজয় করিতে পারিলেন না, সুতরাং অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বাহুযুদ্ধ হইল। পরে ভীম প্রবল হইয়া তাহাকে বধ করিলেন। তদনন্তর রন্ধনশালায় যাইয়া চুপে চুপে শয়ন করিয়া থাকিলেন।

কিয়ৎকাল পরে অন্তঃপুরস্থ রমণীগণ নৃত্যালয়ে কীচকের মৃতদেহ দেখিয়া রাজা ও রাজ্ঞীকে তদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। রাজা কীচকের মৃত্যুর কারণ কিছুই অনুমান করিতে পারিলেন না, কিন্তু সৈরিন্ধ্রীকে তন্মূলীভূত বিবেচনা করিয়া তাহার সহোদর গণকে আজ্ঞা করিলেন যে কীচকের শবের সহিত সৈরিন্ধ্রীকে

দাহন কর। এই আজ্ঞা পাইয়া কীচকের ৯৯ সহো-
দর দ্রৌপদীকে কীচকের শবের সহিত বন্ধন করিয়া
দাহন করিতে লইয়া গেল। দ্রৌপদী এই অচিন্তনীয়
ঘটনায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ভীম
দ্রৌপদীর ক্রন্দনে পুনর্জ্জাগরিত হইয়া এক দীর্ঘ তরু
উৎপাটন করিলেন এবং ঐ তরুর আঘাতে কীচকের
নিরনব্বুই ভ্রাতাকে একে একে বধ করিলেন, তৎপরে
পুনর্ব্বার রন্ধন শালায় যাইয়া শয়ন করিয়া থাকিলেন।

কীচকের ভ্রাতাগণ বিনষ্ট হইলে রাজপুরীর মধ্যে
একটা বড় আতঙ্ক হইল। রাজা অত্যন্ত ভীত হইলেন
এবং দ্রৌপদীকে কালরূপিণী জ্ঞান করিয়া রাণীকে বলি
লেন যে তিনি বাটীতে থাকিলে আরো দুর্ঘটনা ঘটিতে
পারে অতএব তাঁহাকে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে বল।
রাণী রাজাজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে বলিলেন যে তোমার জন্য
আমার শত সহোদর নিধন প্রাপ্ত হইল এবং ইহার
পর আরো কি অমঙ্গল ঘটিবে তাহা বলিতে পারি না,
অতএব তুমি স্থানান্তরে গমন কর। দ্রৌপদী কহিলেন
তোমার সহোদর গণ আপন আপন দোষে নষ্ট
হইয়াছে, ইহাতে আমার কিছু মাত্র অপরাধ নাই।
আমি তোমার অনুগ্রহে এখানে অনেক দিবস যাপন
করিলাম আর এখানে অত্যল্প কাল বাস করিবার
বাসনা করি, তাহার পর স্থানান্তরে গমন করিব। এবকা-
লের মধ্যে তোমার আর কোন অনিষ্ট হইবেক না,
বরং আমার থাকাতে তোমার যথেষ্ট উপকার হই-

বেক। ইহা শুনিয়া রাণী তাঁহাকে আর কিছু বলিলেন না। দ্রৌপদী নির্ব্বিঘ্নে তথায় থাকিলেন।

যখন পাণ্ডবেরা এইরূপে বিরাট রাজার রাজ্যে অজ্ঞাত বাস করেন তখন দুর্য্যোধন তাঁহাদের অনুসন্ধান জন্য চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐসকল দূত নানা দেশ নদ নদী ও গিরিগুহা অন্বেষণ করিল কিন্তু কুত্রাপি তাঁহাদের অনুসন্ধান পাইল না। ইতি-মধ্যে দুর্য্যোধন কীচকের মৃত্যু সংবাদ পাইলেন। মহাবীর কীচক বিরাট রাজার সেনাপতি থাকাতে তিনি ঐ দেশ জয় করিতে পারেন নাই। এক্ষণে তদভাবে বিরাট রাজা স্বয়ং রাজ্য রক্ষা করিতে পারি-বেন না তাহা অনায়াসে লইব। দুর্য্যোধন মনে মনে এই স্থির করিয়া যুদ্ধ সজ্জা করিয়া মৎস্য দেশে গমন করিলেন এবং সুশর্ম্মা ভূপতিকে বিরাট রাজার দক্ষিণ গোগৃহ জয়ে নিযুক্ত করিয়া আপনি ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাদি বীরগণকে লইয়া উত্তর খণ্ডে থাকিলেন। সুশর্ম্মা দক্ষিণ গোগৃহে আগমন করিলে বিরাট রাজা আপন পুত্র উত্তরকে পুরী রক্ষার্থে নিযোজিত করিয়া স্বয়ং তাহার সহিত সংগ্রামার্থ গমন করিলেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাভূত হইলেন। তাহাতে সুশর্ম্মা তাঁহাকে স্বীয় রথোপরি উত্তোলন করিয়া লইয়া গেলেন।

ছদ্মবেশী যুধিষ্ঠির অন্নদাতা বিরাটের এই দুরব-স্থার সংবাদ পাইয়া ছদ্মবেশী ভীমকে কহিলেন দেখ সুশর্ম্মা আমাদিগের আশ্রয় দাতাকে লইয়া যাইতেছে,

আমরা থাকিতে তাঁহার এই প্রকার অপমান হওয়া উচিত হয় না, অতএব ইহার যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর। এই কথা বলিবা মাত্র ভীম শত্রুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, এবং পদাঘাত দ্বারা তাহার রথ চূর্ণ করিয়া সুশর্ম্মা ও বিরাট উভয়কে জ্যেষ্ঠের সম্মুখে আনিয়া দিলেন। তখন বিরাট রাজা আপনাকে জয়যুক্ত জ্ঞান করিয়া কঙ্ককে কহিলেন শত্রু পরাভূত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাকে বধ করা উচিত কি না। কঙ্ক কহিলেন শত্রুর সম্মান রক্ষা করাই ভদ্রের উচিত, কেন না তাহা হইলে জয়ের মহিমা আরও বৃদ্ধি পায় এবং তাহাতে শত্রু যাবজ্জীবন লজ্জিত থাকে। ইহা শুনিয়া বিরাট রাজা সুশর্ম্মাকে মুক্তি দান করিলেন।

যখন বিরাট রাজা দক্ষিণ গোগৃহে সুশর্ম্মার সহিত এই প্রকার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন তখন দুর্য্যোধন সসৈন্যে তাঁহার উত্তর গোগৃহ হইতে গাভী সকল হরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিরাট রাজার পুত্র উত্তর এই বার্ত্তা শ্রবণে অন্তঃপুরে স্ত্রীগণের নিকট আস্ফালন করিয়া বলিলেন যে পিতা সকল সৈন্য লইয়া গিয়াছেন, এক জনও সারথি নাই যে তাহাকে লইয়া আমি যুদ্ধে যাত্রা করি, নতুবা এখনি শত্রু বিনাশ করিতাম। সৈরিন্ধ্রী এই বাক্য শুনিয়া বৃহন্নলা রূপ অর্জ্জুনকে সে কথা জানাইলেন। তাহাতে বৃহন্নলা সারথি হইয়া তৎক্ষণাৎ রথ প্রস্তুত করিলেন। উত্তর ঐ রথারোহণে রণে যাত্রা করিলেন। কিন্তু যখন দূর হইতে

অতি ভীষণ কুরুসৈন্য দর্শন করিলেন তখন অত্যন্ত ভীত হইয়া সারথিকে কহিলেন তুমি রথ ফিরাও, আমি যুদ্ধে গমন করিব না। অর্জ্জুন এই বাক্য অগ্রাহ্য জ্ঞান করিয়া রথ চালাইতে লাগিলেন। তাহাতে উত্তর মহা ভয়ে রথ হইতে ভূমে লম্ফ দিয়া পড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন উত্তরকে ধরিয়া কহিলেন, অরে মূঢ় তুমি রাজ পুত্র হইয়া রণস্থল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছ ইহা অপেক্ষা আর হাস্যাস্পদ কি আছে, যদি তুমি যুদ্ধ করিতে অক্ষম হও তবে আমি যুদ্ধ করিতেছি, তুমি সারথি হও। উত্তর ইহাতে হঠাৎ সাহসিক হইলেন না, কিন্তু পরে সম্মত হইলেন।

তখন অর্জ্জুন অজ্ঞাত বাসের পূর্ব্বে নগরের বহির্ভাগে শিংশপা বৃক্ষে যে ধনু ও আর আর অস্ত্র সকল শবাকারে রাখিয়াছিলেন তাহা পাড়িয়া লইলেন। এবং সংগ্রাম স্থলে গমন করিয়া আপন বল বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া তাবৎ কুরুসৈন্য স্তব্ধ হইল। এবং ভীষ্মাদি মহারথি ও বীরগণ দেখিলেন যে অর্জ্জুন সংগ্রামে আসিয়াছেন। ইহাতে কেহ কেহ আহ্লাদিত হইয়া মনে করিলেন ভাল হইল পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাত বাস প্রকাশ হইল তাহাদিগকে পুনর্ব্বার দ্বাদশ বৎসর বন বাস করিতে হইবে। কিন্তু দ্রোণাচার্য্য গণনা করিয়া দেখিলেন যে সপ্তদশ দিবস হইল তাহাদিগের অজ্ঞাত

বৎসর গত হইয়াছে। ইহাতে সকলের উদ্যম ভঙ্গ হইল। পরে অর্জ্জুন সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে বিরাটের গোধন সকল উদ্ধার করিলেন, তাহার পর ক্রমে ক্রমে সকল যোদ্ধাকে পরাজয় করিলেন। তাহাতে দুর্য্যোধন লজ্জিত হইয়া স্বদেশে পলায়ন করিলেন।

অর্জ্জুন গাভী সকল উদ্ধার করিয়া আনাতে বিরাট রাজা অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন। পরে তাঁহার ও তাঁহার চারি ভ্রাতার ও দ্রৌপদীর পরিচয় পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন, বিশেষ ভীম ও অর্জ্জুনকে আপন উদ্ধারকারি জানিয়া অতিশয় সম্মান করিলেন, এবং দ্রৌপদীর প্রতি কুব্যবহার জন্য তাঁহার স্থানে মার্জ্জনা চাহিলেন। অধিকন্তু তাঁহাদের সহিত প্রণয়ের আবশ্যকতা জন্য অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর সহিত আপন কন্যা উত্তরার বিবাহ দিলেন।

এই ব্যাপারেব পর পাণ্ডব গণ সুহৃদ বন্ধু সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া আপন রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তি জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। অন্ধরাজ ভীষ্ম ও বিদুরাদি মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে পূর্ব্বাধিকার ইন্দ্রপ্রস্থ দিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন কুমন্ত্রি গণের মন্ত্রণায় কোন মতেই সম্মত হইলেন না। সুতরাং যুদ্ধ ভিন্ন পাণ্ডব গণের রাজ্যপ্রাপ্তির আর কোন উপায় রহিল না। জ্ঞাতি বন্ধু হানি ও অনেক মহা প্রাণি বধ হইবে ভাবিয়া

পাণ্ডবগণ ইহা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলেন যে আমাদিগের পঞ্চ ভ্রাতাকে পাঁচ খানি গ্রাম দাও, তাহা হইলে আমরা কোন প্রকারে দিন পাত করিতে পারি। কিন্তু দুর্য্যোধন উত্তর করিলেন যে বিনা যুদ্ধে পাণ্ডব গণকে সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমিও দিব না। ইহাতে যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃকল্প হইল।

অনন্তর কুরু পাণ্ডব উভয় পক্ষে সৈন্য সামন্ত তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথ রথী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট আছে এই যুদ্ধের জন্য রাজা দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী ও রাজা যুধিষ্ঠির সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এবং যুদ্ধের নিয়ম এইরূপ হইয়াছিল এক ব্যক্তির সহিত এক জন যুদ্ধ করিবেক তাহাতে অন্য ব্যক্তি প্রতিবাদী বা সহকারী হইতে পারিবে না, এবং নিরস্ত্র বা পলায়নপরায়ণ ব্যক্তিকে আক্রমণ করিবে না। এইরূপে আয়োজন ও নিয়ম নির্দ্ধারিত হইলে, কুরু পক্ষে ভীষ্ম ও পাণ্ডব পক্ষে অর্জ্জুন সেনাপতি অভিষিক্ত হইলেন। ভীষ্ম ভিন্ন দুর্য্যোধনের দ্রোণ কর্ণ কৃপ প্রভৃতি অনেক প্রধান সেনাপতি ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতাগণ ভিন্ন অন্য সহায় বড় ছিল না। কিন্তু তিনি অতি ধার্ম্মিক, এজন্য তাঁহার সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম এক প্রধান বল ছিল। এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। এই সজ্জায় কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধ ক্রমাগত অষ্টাদশ দিবস হইয়াছিল।

প্রথম যুদ্ধ ভীষ্ম ও অর্জ্জুনে হইল, এই যুদ্ধ ক্রমাগত দশ দিবস পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে অর্জ্জুনের হস্তে ভীষ্ম নিহত হইলেন। তৎপরে দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে আসিলেন এবং তিনিও দুই তিন দিবস যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার পর পরাস্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তদনন্তর কর্ণ সেনাপতি হইলেন। তিনি দুই দিবস অতি ঘোরতর সংগ্রাম করিলেন, পরে পূর্ব্ব সেনাপতি গণের ন্যায় শমন ভবনে গমন করিলেন। তৎপরে শল্য রাজা সেনাপতিত্ব স্বীকার করিলেন তিনিও যুদ্ধে হত হইলেন। এইরূপে অনেক সেনাপতি নষ্ট হইল। এবং ভীম কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের ঊনশত ভ্রাতা ও পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র ও আত্মীয় অমাত্য গণ হত হইল। ইহা ভিন্ন কত সৈন্য ও কত হস্তী ও কত অশ্ব নষ্ট হইল তাহার সঙ্খ্যা নাই। ফলত দুর্য্যোধন একবারে সহায়হীন হইলেন। পাণ্ডব পক্ষেও অনেক যোদ্ধা ও অনেক সৈন্য নষ্ট হইল। ইহাতে উভয় পক্ষই দুঃখ সাগরে মগ্ন হইলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন আপনাকে একবারে যুদ্ধে অক্ষম বিবেচনা করিয়া এক গদা হস্তে করিয়া প্রাণ রক্ষার জন্য রণস্থলী পরিত্যাগ পূর্ব্বক একটা হ্রদের মধ্যে লুকাইয়া থাকিলেন।

দুর্য্যোধন পলায়ন করিলে পাণ্ডবেরা তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে ভীম তাঁহার সন্ধান পাইয়া হ্রদের নিকট যাইয়া তাঁহাকে অনেক ভৎর্সনা করিতে ও দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন অতি অভিমানী

ছিলেন; অতএব ভীমের ভৎর্সনা বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া গদা হস্তে জল হইতে উঠিলেন, এবং ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ভীম প্রচণ্ড প্রতাপে তাঁহার ঊরুদেশে এমত এক গদাঘাত করিলেন যে তাহাতে তাঁহার ঊরু একেবারে ভগ্ন হইল এবং তিনি ধরায় লুণ্ঠিত হইলেন। ঐ সময়ে পূর্ব্ব অপমান স্মরণ করিয়া ভীম তাঁহাকে পদাঘাত করিলেন। তাহাতে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন যে ভীম! তুমি অতি অজ্ঞানের কর্ম্ম করিলে, কেন না যিনি সসাগরা পৃথিবীর রাজা এবং অতি মানী ও সৎকুলোদ্ভব তাঁহার প্রতি এরূপ অত্যাচার করা উচিত নহে। এই বাক্যে ভীম লজ্জিত ও অধোবদন হইলেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির সহোদরগণ সমভিব্যাহারে জ্ঞাতি বধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার মানসে প্রভাসতীর্থে স্নানাদি জন্য গমন করিলেন।

দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গ হওয়াতে তিনি মৃত প্রায় হইয়া থাকিলেন, উত্থান শক্তি রহিল না। রজনীযোগে দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা তাঁহার নিকট আসিয়া কহিলেন, হে কুরুনাথ! তোমার এই অবস্থা দেখিয়া আমার অন্তর বিদীর্ণ হইতেছে, যদি তুমি এখনো আমাকে সেনাপতি কর তাহা হইলে আমি তোমার শত্রুগণকে নিপাত করিতে পারি। রাজা কহিলেন ভীম কর্ত্তৃক আমার ঊরুভঙ্গ হইয়াছে, আর উত্থান শক্তি নাই, যাহা উচিত কর। ঐ বাক্যে অশ্বত্থামা রাত্রিযোগে

কৌশল পূর্ব্বক পাণ্ডব শিবির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি জানিতেন না, পঞ্চ পাণ্ডব ঐ দিবস প্রভাসে গমন করিয়াছেন। যদিও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ শিবিরের রক্ষক ছিলেন, কিন্তু রজনী অন্ধকার, বিশেষ সকলে নিদ্রায় অচৈতন্য ছিলেন, তাহাতেই অশ্বথামার চাতুর্য্য কিছু মাত্র জানিতে পারেন নাই। যাহা হউক অশ্বথামা প্রথমত ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিয়া তৎপশ্চাৎ পঞ্চপাণ্ডব জ্ঞানে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। ঐ পঞ্চ পুত্রের পঞ্চ মুণ্ড লইয়া দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন এই দেখ আমি পঞ্চ পাণ্ডবকে বধ করিয়া তোমার প্রত্যয়ার্থ তাহাদের ছিন্ন মস্তক আনয়ন করিয়াছি। পাণ্ডবকণ্টক দুর্য্যোধন আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন হে গুরুপুত্র! ভীম আমার বংশ নাশ করিয়াছে অতএব তাহার মস্তকটা আমার হস্তে দাও দেখি। এই কথায় অশ্বথামা ভীমাকৃতি তদৌরসজাত পুত্রের মস্তক রাজার হস্তে দিলেন। দুর্য্যোধন ঐ মস্তকটা লইয়া দুই হস্তে ধরিয়া এমন টিপন দিলেন যে তাহাতে ঐ মুণ্ড একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল; তাহাতে তিনি অতিশয় বিষাদযুক্ত হইয়া কহিলেন, হে অশ্বথামন্! তুমি কি কুকর্ম্ম করিয়াছ, এ মস্তক ভীমের নহে, তুমি পঞ্চ পাণ্ডব জ্ঞান করিয়া তাহাদের পঞ্চ পুত্রকে বিনাশ করিয়াছ; আহা! এমন কর্ম্ম কেন করিলে, কুরু পাণ্ডব উভয় বংশ এককালীন লোপ হইল। এরূপে অনেক আক্ষেপ

ও '

- মান শোকে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

রজনী প্রভাতা হইলে দ্রৌপদী স্বীয় পুত্র গণের ও ভ্রাতার বধের সংবাদে হাহাকার শব্দে রোদন ও আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এবং যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতাগণ ঐ বৃত্তান্ত শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। পরে সকলেই শোক সম্বরণ করিলেন কিন্তু ভীম অশ্বত্থামার অনুষ্ঠিত কর্ম্মে রাগান্ধ হইয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহাকে ধৃত করিয়া আনিলেন এবং বধ করণে উদ্যত হইলেন। কিন্তু দ্রৌপদী কৃতাঞ্জলি পুরঃসর বলিলেন, হে বীরবর! তুমি কখন ব্রহ্মবধ করিও না। যদিও অশ্বত্থামা অবিচারে আমার পঞ্চ পুত্র ও ভ্রাতাকে বধ করিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ অবধ্য, বিশেষতঃ ইনি তোমার গুরুপুত্র, এবং সকলেই ব্রাহ্মণকে মান্য করিয়া আসিয়াছেন, অতএব একর্ম্ম করিলে অপযশ হইবে; এজন্য ব্রাহ্মণের প্রাণ আমাকে ভিক্ষা দাও। ইহা কহিয়া অনেক স্তুতি বিনতি পূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর করুণায় অতিশয় লজ্জিত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে ইহা অপেক্ষা আমার মৃত্যু সহস্রাংশে ভাল ছিল।

অনন্তর পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে গমন করিলেন, এবং ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সহিত সাক্ষাৎ করাতে তাঁহাদের আক্ষেপ বাক্যে, ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি শত - ভ্রাতার ভার্য্যাদিগের ক্রন্দন ও দুঃখে, যুধিষ্ঠির একে-

বারে আর্দ্র হইলেন। ঐসকল নারীগণ তাঁহাকে কুরু কুল নির্ম্মূল ও আপনাদের বৈধব্য দশার মূল বলিয়া নানাপ্রকার তিরস্কার করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে অশেষ প্রকার সান্ত্বনা করিলেন। পরে জ্যেষ্ঠ তাতের অনুজ্ঞা ক্রমে, যে সকল বন্ধু বান্ধব জ্ঞাতি কুটুম্ব ও আত্ম স্বজন যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের অগ্নি সংস্কার ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া পুনর্ব্বার রাজা হইয়া সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিচারে প্রজা গণ অত্যন্ত সুখী হইল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে আমি বিষয়ে মত্ত হইয়া অনেক জ্ঞাতি বন্ধু বিনাশ করিয়াছি, তাহাতে অধিক পাপ হইয়াছে, অতএব ঐ পাপ ক্ষয় জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করা আবশ্যক। এই বিবেচনা করিয়া তিনি যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এই যজ্ঞে ভারি সমারোহ হইয়াছিল। কথিত আছে, পূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞে যেমন ধূমধাম হইয়াছিল তদপেক্ষা এই যজ্ঞ অধিক ধূমধামে নির্ব্বাহ হইল।

যজ্ঞ করণানন্তর রাজা যুধিষ্ঠির শিষ্ট পালন ও দুষ্ট দমন পূর্ব্বক রাজত্ব করিতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ আরো যশস্বী হইতে লাগিলেন। কিয়ৎ কাল পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও বিদুর ও কুন্তী ও সঞ্জয় সমভিব্যাহারে যোগ সাধনার্থ অরণ্যে গমন করিলেন। কতক দিবস যোগ সাধন করিয়া ক্রমে ক্রমে সকলে পঞ্চত্ব পাইলেন। পাণ্ডবদিগের পরম বন্ধু

শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বংশোদ্ভব সমস্ত বীর গণ কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। এই সকল ঘটনার পর রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতাগণকে রাজ্য ভারার্পণ করিয়া যোগ সাধনার্থ গমনের বাঞ্ছা করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা গণ রাজত্ব গ্রহণে সম্মত হইলেন না, বরং এরূপ প্রতিজ্ঞা জানাইলেন যে তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়া তাঁহারাও অরণ্য প্রবেশ করিবেন। যুধিষ্ঠির ইহাতে নিরুপায় হইয়া উত্তরার গর্ভে অভিমন্যুর ঔরসজাত পুত্র পরীক্ষিৎকে রাজত্ব অর্পণ করিয়া পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদী সহিত হিমালয় পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন। ব্যাসদেব লিখিয়াছেন যে প্রথমত দ্রৌপদী তৎপরে সহদেব তৎপরে নকুল ও অর্জ্জুন ও ভীম একে একে সকলে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় ধার্ম্মিক ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন এজন্য তাঁহার ধ্বংস হইল না, তিনি সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন।

দ্রৌপদী সতী লক্ষ্মী ছিলেন। তাঁহার পঞ্চ স্বামী ছিল যথার্থ, কিন্তু তথাপি তিনি সতীর মধ্যে অগ্রগণ্যা ছিলেন। আর ইহা ভিন্ন তিনি অতি ধর্ম্মপরায়ণা পতিব্রতা ও দয়াশীলা ছিলেন এবং অধীন গণকে মাতার ন্যায় পালন করিতেন। তিনি রাজকন্যা হই-য়াও এবং রাজভার্য্যা হইয়াও পতিগণের সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন। এই সকল গুণে তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে ইহা অপেক্ষা আর কি আবশ্যক।

নবনারী

লীলাবতী।

লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের কন্যা ছিলেন। তিনি গণিত ও জ্যোতির্ব্বিদ্যাতে এমত পারগ হইয়াছিলেন যে পুরুষের তদ্রূপ হওয়া কঠিন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত কোন বাঙ্গালা বা সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই পুস্তক লেখক তদ্বৃত্তান্ত প্রাপ্তিহেতু অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই। দিল্লীর অধিপতি আকবর সাহের ফয়েজ নামক এক সভাসদ উক্ত সম্রাটের সন্তোষার্থে, আপনাকে ব্রাহ্মণ রূপে পরিচয় দিয়া এক ব্রাহ্মণের স্থানে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া, সংস্কৃত ভাষার উত্তম উত্তম শাস্ত্রাদি পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভাস্করাচার্য্যের বিরচিত লীলাবতী নামক যে গ্রন্থ অনুবাদ করেন তাহার ভূমিকাতে লিখিয়াছেন যে ভাস্করাচার্য্য বদর সহর নিবাসী ছিলেন। লীলাবতী তাঁহার এক মাত্র কন্যা ছিলেন; ভাস্করাচার্য্য তজ্জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাঁসিতেন। কিন্তু তাঁহার জন্মকোষ্ঠী ও নাক্ষত্রিক গণনাতে প্রকাশ হইয়াছিল যে তিনি পতিপুত্র

বিহীনা হইবেন। ভাস্করাচার্য্য দুহিতার এই প্রকার দুর্গতির ভাবনায় নিতান্ত দুঃখিত থাকিতেন, এবং সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন তাঁহার বৈধব্য দশা বিমোচনের কোন উপায় আছে কি না।

অনন্তর তাঁহার বিবাহের কাল উপস্থিত হইলে, তিনি আপন জ্যোতির্ব্বিদ্যা বলে এমত এক লগ্ন স্থির করিলেন যে সেই লগ্নে বিবাহ হইলে লীলাবতী পতি বিহীনা হইবেন না, এবং পুত্রবতী হইবেন। পরে যে দিবস বিবাহ হইবেক সেই দিবসে অনেকানেক বিদ্বান ও বিজ্ঞ লোককে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে কন্যা ও জামাতাকে একত্রে বসাইয়া লগ্নের কাল নির্ণয়ার্থে জলপূর্ণ এক পাত্রের উপর অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র যুক্ত একটী তাম্বি রাখিলেন, আর বলিলেন, ঐ তাঁবির ছিদ্র দিয়া জল উঠিয়া যখন তাঁবি জলমগ্ন হইবেক তখন কন্যা সম্প্রদান করিবেন, তাহা হইলে কন্যা বিধবা হইবেন না।

ভাস্করাচার্য্য কালের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিবেচনা জন্য বিজ্ঞ পণ্ডিত ও দৈবজ্ঞ প্রভৃতি অনেক বিচক্ষণ মনুষ্যকে তথায় রাখিলেন। কিন্তু দৈবের কি বিচিত্র গতি; লীলাবতী বাল্যস্বভাব প্রযুক্ত, ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা তাঁবি মধ্যে জলাগমন হওয়া, আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া লগ্ন নির্দ্ধারণ যন্ত্রের উপর দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ তাঁহার মস্তকের মুকুট হইতে একটি ক্ষুদ্র মুক্তা জলবিন্দুবৎ সেই তাঁবিতে

পতিত হইয়া জল প্রবেশ ছিদ্রের উপর স্থিত হইয়া জলপ্রবেশ স্থগিত করিল। ভাস্করাচার্য্য ও দৈবজ্ঞ-গণ স্থানে স্থানে বসিয়া ভাঁবি জল মগ্নের অপেক্ষা করিতে ছিলেন; কিন্তু যখন জলমগ্ন হওনের আনুমানিক কাল অতীত হইয়া অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং দেখিলেন যে একটী ক্ষুদ্র মুক্তা ভাঁবিতে পতিত হইয়া জলপ্রবেশ পথ অবরোধ করিয়াছে, আর যে সময়ের অপেক্ষা করিতে ছিলেন তাহা অতীত হইয়াছে। ইহাতে আচার্য্য অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইলেন, এবং তাদৃশ লগ্নের আশা নিষ্ফল দেখিয়া কন্যার বিবাহ দিলেন। তাহার কিছুকাল পরে লীলাবতী পতিবিহীনা হইলেন। তখন ভাস্করাচার্য্য দেখিলেন যে লীলাবতীকে পতি পুত্র বিহীনাবস্থায় কালক্ষেপ করিতে হইবে। তাহাতে তিনি বিবেচনা করিলেন যে পুত্রাদির দ্বারা কেবল কিছু কাল মাত্র পৃথিবীতে নাম থাকে, কিন্তু আমি জ্যোতির্ব্বিদ্যাতে কন্যাকে এমত বিদ্যাবতী করিব, যে তদ্দ্বারা তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইবে।

এই বিবেচনা করিয়া তিনি কন্যাকে নানা প্রকার অঙ্ক ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করাইলেন, এবং সংস্কৃত ভাষাতে এক অঙ্ক পুস্তক প্রস্তুত করিয়া তাঁহার নাম দিয়া প্রচারিত করিলেন। এই পুস্তক প্রস্তুত হওনের অব্দ বিজ্ঞাত নহে, কিন্তু নক্ষত্রনির্ণয় কর্ণকুতূহল গ্রন্থে

তাহা প্রস্তুত হওনের সময়, শালিবাহনের ১১০০ অব্দ লিখিত আছে। ভাস্করাচার্য্য লীলাবতীকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন লীলাবতী তাহার উত্তর দিতেছেন এইরূপ প্রশ্ন উত্তর ভাবে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে অঙ্ক করণের যে সকল প্রণালী আছে তাহা অতি সুন্দর। তাহাতে প্রথমত পরিভাষা নিরূপণ পূর্ব্বক ক্রমে সঙ্কলন, ব্যবকলন, পূরণ, হরণ, বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘনমূল প্রভৃতি অঙ্ক করণের অতি সুগম ও উত্তম উত্তম সূত্র উদাহরণ আছে, তদ্দ্বারা অঙ্ক করিবার শৈলী উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

পাঠকবর্গ এমত বিবেচনা করিবেন না যে কেবল ভাস্করাচার্য্য কৃত গ্রন্থজন্য লীলাবতীর নাম দেদীপ্যমান রহিয়াছে। লীলাবতী স্বয়ং বিদ্যাবতী ছিলেন, এবং অঙ্ক ও জ্যোতির্ব্বিদ্যাতে অতি নিপুণা হইয়াছিলেন, এবং লোকে সচরাচর ইহাও বলিয়া থাকে যে লীলাবতী জ্যোতির্ব্বিদ্যাতে এমত ছিলেন যে বৃক্ষ মূলে বসিয়া অত্যল্প কালের মধ্যে বৃক্ষের শাখা পল্লব ও পত্রের সংখ্যা বলিতে পারিতেন।

নবনারী।

খনা।

খনার জন্মের প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া কঠিন। কেহ কেহ বলে তিনি ময়দানব রাক্ষসের কন্যা। কেহ কেহ বলে তিনি কোন রাজার কন্যা ছিলেন পরে রাক্ষসেরা তাঁহার পিতাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া তাঁহাকে লঙ্কা অর্থাৎ সিংহলদ্বীপে লইয়া গিয়া কন্যার ন্যায় লালন পালন করিয়াছিল। যাহা হউক, খনার জ্যোতিষ শাস্ত্রে নিপুণতার বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

কথিত আছে (এবং এই কথার অনেক প্রমাণও আছে) যে পূর্ব্বকালে রাক্ষস অর্থাৎ লঙ্কাস্থ মনুষ্যদিগের মধ্যে জ্যোতির্ব্বিদ্যার বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল, এবং কোন কোন রাক্ষস ঐ শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত ছিলেন। উক্ত আছে খনা যে রাক্ষসের আলয়ে ছিলেন সেই রাক্ষস জ্যোতির্ব্বিদ্যাতে অতি পারগ ছিলেন। তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল, তাহারা তাঁহার গৃহে থাকিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিত। খনাও ঐ সঙ্গে জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিতেন; এবং স্বজাতীয় মনুষ্যাভাবে বাল্য ক্রীড়াতে রত থাকিতেন না, জ্যোতিঃ শাস্ত্রালোচনা তাঁহার বাল্য ক্রীড়া হইয়াছিল। সুতরাং বাল্যকালেই

ঐ বিদ্যাতে তাঁহার সুন্দর ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। এবং তাঁহার প্রখর বুদ্ধি দেখিয়া তৎ পালক ও শিক্ষক তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে অধিক যত্ন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু ঐ রাক্ষস তাঁহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন।

রাক্ষসেরা যখন খনাকে মনুষ্যালয় হইতে লইয়া এই প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করায় তখনই হউক বা তাহার পূর্ব্বেই হউক, রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ বরাহ নামক এক পণ্ডিতের এক সন্তান জন্মিয়াছিল। এতদ্দেশে বহু কালাবধি এই নিয়ম আছে, সন্তানাদি হইলে তাহার অদৃষ্টের শুভাশুভ জানিবার জন্য জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত করে। বরাহ স্বয়ং জ্যোতিঃ শাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, এজন্য অন্যের দ্বারা ঐ জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত করাইবার অপেক্ষা না করিয়া আপনিই গণনা করিলেন। কিন্তু পরমায়ুর সংখ্যা করিতে এক শূন্য ভুলিয়া ১০০ বৎসরের স্থলে ১০ বৎসর পরমায়ু গণনা করিয়া অন্তঃকরণে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বিবেচনা করিলেন, এমত অল্পায়ু পুত্র কেবল অসুখের কারণ, কেন না ইহাকে লালন পালন করিলে ক্রমশঃ অধিক স্নেহ হইবেক, তাহার পর ইহার প্রাণ বিয়োগে অধিক মনস্তাপ পাইতে হইবে। অতএব তদপেক্ষা ইহাকে লালন পালন না করাই সৎ পরামর্শ। এই বিবেচনা করিয়া বরাহ পুত্রকে এক তাম্র পাত্র মধ্যে স্থাপন করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। পাত্র ভাসিতে ভাসিতে চলিল।

দৈবায়ত্ত সমুদ্রকূলে কতকগুলা রাক্ষসী জলক্রীড়া করিতেছিল, তাহারা ঐ পাত্র মধ্যে শিশু দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়যুক্ত হইল; এবং যদিও তাহারা নর হিংসক তথাপি সেই বালকের প্রাণ হিংসা বা অন্য কোন অনিষ্ট না করিয়া তাহাকে আপনাদিগের আলয়ে লইয়া গেল, এবং মিহির নাম দিয়া তাহাকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের শিক্ষা দিতে লাগিল। তাহাতে মিহিরও ঐ বিদ্যাতে সুপণ্ডিত হইলেন।

খনা এই সময়ে রাক্ষসালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিতে ছিলেন। মিহিরপালক রাক্ষসগণ ঐ খনাকে তাঁহার যোগ্য পাত্রী জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত মিহিরের বিবাহ দিল।

এই প্রকার খনার সহিত মিহিরের বিবাহ হইলে তাঁহারা পতি পত্নী উভয়ে রাক্ষসালয়ে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের প্রতি রাক্ষসগণের অনাদর ছিল না, কিন্তু রাক্ষসেরা নরভুক্ ইহা ভাবিয়া এবং তাহাদের কুৎসিত ব্যবহারাদিতে বিরক্ত হইয়া তাঁহারা সতত চিন্তা করিতেন, কিরূপে রাক্ষস ধাম পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহাদের এমত ভরসা ছিল না যে রাক্ষস দিগকে বলিলে তাহারা সহজে তাঁহাদিগকে যাইতে অনুমতি দিবেক। সুতরাং উভয়ে পরামর্শ করিলেন, যখন রাক্ষসেরা স্থানান্তরে গমন করিবে তখন দুই জনে পলায়ন করিব। কিন্তু এক সময়ে সকল রাক্ষস বাটীর বহির্গত হইত না। যদিও কখন সকলে বাহিরে যাইত,

তাঁহারা বার কাল বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ যাত্রা করিতে প্যারিতেন না; কেন না অকাল যাত্রায় অনেক অমঙ্গল সম্ভাবনা। এই প্রকার পলায়ন ইচ্ছা করিয়াও অনেক কাল বৃথা গেল, পলাইবার অবকাশ হইল না।

অনন্তর এক দিবস মধ্যাহ্ন ভোজন সময়ে খনা ভোজনাসনে বসিয়া মাহেন্দ্র ক্ষণ পাইয়া ভোজন করিতে করিতে বাম পদ বাড়াইয়া যাত্রা করিয়া থাকিলেন। এবং মিহিরও সেই শুভক্ষণে দক্ষিণ পদ বাড়াইয়া যাত্রা করিলেন। ইহার কারণ এই,মাহেন্দ্র ক্ষণে যাত্রা করিলে যাহা মানস করিয়া যাত্রা করা যায় তাহা সিদ্ধ হয়, কখন বিঘ্ন হয় না।

রাক্ষসগণ তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মনে মনে করিল, ইহারা মাহেন্দ্র ক্ষণে যাত্রা করিয়াছে ইহাদিগকে কোন প্রকারে আটক করিয়া রাখিতে পারিব না। অতএব তাহাদের যিনি প্রধান তিনি এক রাক্ষসীকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন যে তুমি জ্যোতিষ শাস্ত্রের সকল পুথি লইয়া ইহাদের সঙ্গে গমন কর। সমুদ্র পার হইলে ইহাদিগকে কয়েক প্রশ্ন করিবে। যদি খনা ও মিহির সেই সকল প্রশ্নের উত্তর করিতে সক্ষম না হয়েন তবে পুস্তক গুলি ইহাদিগকে দিও নতুবা তাহা ফিরিয়া আনিও। এই আজ্ঞা পাইয়া রাক্ষসী পুস্তক লইয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। পরে সমুদ্র পার হইয়া রাক্ষসী দেখিল যে এক টা

গাভীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সে মিহিরকে জিজ্ঞাসা করিল বল দেখি এই গাভীর কি বর্ণের বৎস হইবে। মিহির বলিলেন শুভ্রবর্ণ বৎস হইবে। কিন্তু গাভী প্রসব হইলে দেখাগেল যে কৃষ্ণ-বর্ণ বৎস হইয়াছে। তাহাতে রাক্ষসী বলিল যে এখন পর্য্যন্ত তোমার ভাল বিদ্যা শিক্ষা হয় নাই, অতএব তুমি এই তিন খান পুস্তক লইয়া যাও, অভ্যাস করিও। ইহাতে খগোল, ভূগোল ও পাতালের গণনা আছে। ইহার দ্বারা তোমার ও মনুষ্য জাতির বিশেষ উপকার হইবে।

ইহা বলিয়া রাক্ষসী বিদায় হইল। মিহির মনে মনে লজ্জিত হইয়া এই বিবেচনা করিলেন, এত শ্রম স্বীকার করিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা করিলাম তথাপি একটা সামান্য গণনা করিতে পারিলাম না; অতএব এ শাস্ত্রই মিথ্যা। ইহা ভাবিয়া তিন খান পুস্তকের মধ্যে পাতাল সম্পর্কীয় গণনার পুস্তক সম্মুখে পাইয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। খনা দেখিলেন একর্ম্ম ভাল হইল না, অতএব অবশিষ্ট দুই খান পুথি তাঁহার হস্ত হইতে লইয়া তাঁহাকে বলিলেন হে স্বামিন্! তুমি কি করিলে, কৃষ্ণবর্ণ বৎস দেখিয়া কি তুমি এই বিবেচনা করিয়াছ যে তোমার গণনা অপ্রকৃত হইয়াছে, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহাই প্রকৃত। খনা এই কথা বলিতেছেন; ইতো মধ্যে ঐ গাভী বৎসকে চাটিতে লাগিল, তাহাতে বৎস কৃষ্ণবর্ণ

ঘুচিয়া শুভ্রবর্ণ হইল। মিহির তদবলোকনে মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া ভার্য্যাকে বলিলেন তবে পুস্তক নষ্ট করা ভাল হয় নাই; এই পুস্তক নষ্ট করাতে একটা শাস্ত্র একেবারে লোপ হইল। কিন্তু তখন অন্য উপায় ছিল না, অতএব অবশিষ্ট দুই খান পুস্তক লইয়া উভয়ে যাত্রা করিলেন।

কোন কোন গ্রন্থে লেখে, খনা ও মিহির রাক্ষসালয় পরিত্যাগ মনস্থ করিয়া তাহাদের জ্যোতিষের পুস্তকাদি গোপন ভাবে আনিতেছিলেন। রাক্ষসগণ তাহা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে আটক করিয়া পাতাল খণ্ড বিষয়ক পুস্তক কাড়িয়া লইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহারা খগোল ও ভূগোল ভিন্ন আর কোন পুস্তক আনিতে পারেন নাই। যাহা হউক রাক্ষসেরা খনা ও মিহিরকে ঐ সকল পুস্তক দিয়া থাকুক বা তাঁহারা তাহা অপহরণ করিয়া আনিয়া থাকুন, তাঁহাদের কর্ত্তৃক ঐ সকল পুস্তক এতদ্দেশে আনীত হয় এবং তদনুসারে অদ্যাপি এতদ্দেশের গণনাদি হইয়া আসিতেছে।

খনা ও মিহির সমুদ্র পার হইয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিতে করিতে কয়েক দিন পরে এক বন প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাজা বিক্রমাদিত্য নবরত্ন সভা সমভিব্যাহারে মৃগয়া অথবা কোন কৌতুক দর্শনার্থ তথায় আগমন করিয়াছেন। খনা ও মিহির রাজার সম্মুখে উপনীত হইলে, রাজা তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে তাঁহারা আপনাদিগকে জ্যোতিষ

ব্যবসায়ি বলিয়া পরিচয় দিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে সমাদর করিলেন এবং আলাপ দ্বারা মিহিরের জ্যোতিষ-শাস্ত্রে নিপুণতা দেখিয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজধানীতে গমন করিলেন। পরে বরাহকে আজ্ঞা করিলেন যে মিহিরের অবস্থিতির জন্য তিনি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।

বরাহ বুঝিয়াছিলেন যে মিহির তাঁহা অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত, সুতরাং মিহির রাজার প্রিয় হইলে তাঁহার মান সম্ভ্রমের খর্ব্বতা হইবেক, এই জন্য তিনি তাঁহাকে একটা পুরাতন গৃহে বাস করিতে দিলেন। ঐ ঘর এমত জীর্ণ হইয়াছিল যে তাহাতে সহসা কেহ বাস করিতে ইচ্ছা করিত না। বরাহ মনে মনে করিয়াছিলেন, মিহির ঘর চাপা পড়িয়া মরিা যাইবে, তাহা হইলে আমার আর কণ্টক থাকিবেক না। কিন্তু গৃহ পতন না হইয়া রাত্রি যোগে ঐ ঘরে রত্ন বর্ষণ হইল। বরাহ তাহাতে বড়ই অপ্রতিভ হইলেন। পরে মিহির রাজ সভায় গমন করিলে রাজা তাঁহাকে পূর্ব্বমত সমাদর পুরঃসর আপনার নিকটে বসাইলেন। তদনন্তর শাস্ত্রাদির আলাপ হইতে হইতে মিহির বরাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কয় সন্তান! বরাহ উত্তর করিলেন আমার এক সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অল্পায়ু প্রযুক্ত তাহাকে এই প্রকার করিয়া জলে ভাসাইয়া দিয়াছি। মিহির জিজ্ঞাসা করিলেন ঐ পুত্র কোন লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বরাহ লগ্নের

কথা জ্ঞাপন করিলেন। মিহির গণনা করিয়া কহিলেন ঐ পুত্রের পরমায়ু ১০০ এক শত বৎসরের ন্যূন নহে, আপনি কোন্ গণনানুসারে তাহার পরমায়ু দশ বৎসর স্থির করিলেন। বরাহ তখন গণনা করিয়া দেখিলেন যে মিহিরের বাক্য যথার্থ; তাহাতে পুত্রের পরমায়ু সত্ত্বে তাহাকে নদীতে ভাসাইয়া দেওন জন্য অনেক আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মিহির বলিলেন ঐ পুত্রের পরমায়ু এক শত বৎসর, ইহার পূর্ব্বে তাহার ধ্বংস নাই, তিনি অবশ্য জীবদ্দশায় আছেন।

ক্রমে ক্রমে পিতা পুত্রে এই প্রকার পরিচয় হইল। বরাহ নিশ্চয় জানিয়াছিলেন পুত্রের আয়ুঃশেষ হইয়া প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে; কিন্তু যখন জানিলেন যে মিহির তাঁহার পুত্র এবং তিনি রাক্ষস কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রে অতিবিচক্ষণ হইয়াছেন, এবং ততোধিক বিচক্ষণা খনাকে বিবাহ করিয়াছেন, তখন তাঁহার আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রোড়ে লইলেন। এবং রাজা বিক্রমাদিত্য ও তৎসভাসদ্ সকলে তাঁহার প্রাণ রক্ষা ও বিদ্যা শিক্ষার আশ্চর্য্য বিবরণ শ্রবণ করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর বরাহ পুত্র ও পুত্রবধূকে গৃহে লইয়া গেলে তাঁহার ব্রাহ্মণী হারা নিধি ও গুণবতী খনাকে পাইয়া আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলেন।

খনা রাক্ষসালয়ে যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন,

তাহাতে জ্যোতিঃ শাস্ত্রে অদ্বিতীয়া হইয়াছিলেন। রাক্ষস গণের পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ঐ বিদ্যাতে এমত নিপুণা হইলেন যে ঐ শাস্ত্র তাঁহার মুখাগ্রবর্ত্তি হইল, এবং তদ্বিষয়ক কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার মীমাংসা করিতে পারিতেন।

পাঠকবর্গ পূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন, বরাহ রাজ সভার পণ্ডিত ও জ্যোতিষবেত্তা ছিলেন, সুতরাং নানা দেশীয় লোক জ্যোতিষ গণনার জন্য তাঁহার নিকটে আসিত। বরাহ অবসর কালে তাহাদিগকে লইয়া পুথি পাঁজি খুলিয়া অনেক বৃথা আড়ম্বর করিতেন, এবং যাহার যে উদ্দেশ্য তদ্বিষয়ের ব্যবস্থা দিতেন। খনা গৃহের মধ্যে থাকিয়া গৃহের কর্ম্ম করিতেন, এবং কে কি জিজ্ঞাসা করে তাহাও শুনিতেন। যদি শ্বশুরের দ্বারা যথার্থ উত্তর হইত তবে তাহাতে কোন কথা কহিতেন না। কিন্তু যদি তাহাতে তিনি অক্ষম হইতেন বা অনায়াসে উত্তর করিতে না পারিতেন তবে খনা ঘরের ভিতর হইতে বলিয়া দিতেন, ইহার এই হইবে বা ইহার এই কর্ত্তব্য। এই প্রকারে অত্যল্প কালের মধ্যে তাঁহার অত্যন্ত যশোবৃদ্ধি হইল, এবং অনেক দূর হইতে লোকেরা তাঁহার বিদ্যা পরীক্ষার জন্য আসিতে লাগিল। যাহা বলিতেন তাহার কোন অংশেই ভ্রম হইত না।

জ্যোতিষ গণনা সংক্রান্ত অনেক অনেক বচন খনার

রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ঐ সমস্ত বাঙ্গালা দেশে অতিশয় মান্য এবং অনেকেরই মুখাগ্রবর্ত্তি। এই সকল বচন খনার স্বকৃত কিম্বা অন্যের দ্বারা ভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছে তাহার নির্যাস করিতে পারা যায় না। খনা ঐ সকল বচন সংস্কৃত ভাষাতে রচনা করিয়া থাকিবেন অসম্ভব নহে, কেন না তৎকালে ঐ ভাষার অত্যন্ত আদর ছিল এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাহার অনুশীলন করিতেন। কিন্তু কেহ কেহ কহেন খনা সংস্কৃত ভাষা জানিতেন না, রাক্ষস দেশে থাকিয়া রাক্ষস ভাষা অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং সেই ভাষাতেই জ্যোতিষাদির গণনা লিখিয়াছেন। যাহা হউক এ বিষয়ের কিছু নিশ্চয় হওয়া দুর্ঘট।

কিন্তু খনার বিদ্যা তাঁহার মরণের মূল হইয়াছিল। কথিত আছে এক দিবস রাজা বিক্রমাদিত্য আপন সভাপণ্ডিত গণকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন আকাশের নক্ষত্র সংখ্যা করিয়া বলিতে হইবে। তাহাতে তাঁহার সভাস্থ কোন পণ্ডিত ঐ গণনা করিতে সক্ষম হয়েন নাই। বরাহ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তিনি পর দিবস নক্ষত্র সংখ্যা করিয়া দিবেন; কিন্তু তাহা না পারিয়া মহা দুঃখিত হইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। খনা গৃহ কর্ম্ম ও রন্ধনাদি করিতেছিলেন; রন্ধন সারা হইলে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া শ্বশুরকে আহারার্থ আহ্বান করিলেন। বরাহ বলিলেন আমি আহার করিব কি, আমি এই বিপদে পড়িয়াছি; আমি নক্ষত্র সংখ্যা করিতে না

পারিলে জল গ্রহণ করিব না। এই কথা শুনিয়া খনা তখনি মৃত্তিকাতে কয়েকটী অঙ্ক পাতিয়া শ্বশুরকে বলিলেন আকাশে এত নক্ষত্র আছে। খনার এই কথা শুনিয়া বরাহ মহা আনন্দিত হইলেন এবং রাজসভায় যাইয়া রাজাকে নক্ষত্র সংখ্যা বলিলেন। রাজা অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন নক্ষত্র গণনা সঙ্কেত কোথায় পাইলে। তখন তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল তাঁহার গুণবতী পুত্রবধূ খনা এই গণনা করিয়া দিয়াছেন।

রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহার নবরত্ন সভার কোন পণ্ডিত সেই গণনা করিতে পারিলেন না, খনা তাহা অনায়াসে করিয়া দিলেন, ইহাতে তিনি খনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া তাঁহার বিদ্যার সম্মানার্থ তাঁহাকে নবরত্নের প্রধান রত্ন করিবেন এই মনস্থ করিয়া বরাহকে আজ্ঞা করিলেন যে তাঁহাকে সভায় আনয়ন কর। রাজার ইহাতে বিরুদ্ধ ভাব মাত্র ছিল না, তিনি তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা দেখিয়া তাঁহার সম্মানার্থ এই আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু বরাহ তাহাতে বিপরীত জ্ঞান করিলেন। তিনি ভাবিলেন কুলবধূকে রাজসভাতে কি প্রকারে আনয়ন করিব। ইহাতে কেবল লোকনিন্দা নহে; জাতি, কুল সকল নষ্ট হইবে। তিনি আরো মনে করিলেন খনার বিদ্যা তাঁহার মান হানির কারণ হইয়াছে; কেননা গৃহে কোন লোক গণনা করাইতে আসিলে তাঁহার গণনা

সমাপন না হইতেই তিনি গৃহের ভিতর হইতে তাহা বলিয়া দেন, তাহাতে লোকেরা তাঁহার তাদৃক গৌরব করে না, এবং রাজার নিকটে তাঁহার বিদ্যা প্রকাশ হওয়াতে তাঁহার অপমানের এক শেষ হইল।

এই সকল কারণে, বিশেষত কুলবতীকে রাজসভাতে লইয়া গেলে তাঁহার জাতিনাশ হইবে, মনে মনে এই চিন্তা করিয়া বরাহ তাঁহার জিহ্বাচ্ছেদন করা সৎপরামর্শ বিবেচনা করিলেন। যেহেতু জিহ্বা নাশে বক্তৃতা শক্তি থাকিবে না; তাহা হইলে রাজা তাঁহাকে নবরত্ন সভাভুক্ত করিবেন না; তবেই সকল আপদ দূর হইবে। এই যুক্তি করিয়া পুত্রকে তাঁহার জিহ্বা ছেদন করিতে আজ্ঞা করিলেন। মিহির তাহাতে মনে মনে অসম্মত হইয়াও পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন মহা পাপ জ্ঞান করিয়া তাহা অমান্য করিতে পারিলেন না। খনা ইহার পূর্ব্বে গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তি হইয়াছে এবং তাঁহার এই রূপেই আয়ুঃশেষ হইবে। অতএব তাহাতে বিরক্তি ভাব প্রকাশ না করিয়া স্বামিকে জিহ্বা ছেদন করিতে দিলেন। মিহির খনার জিহ্বা ছেদন করিলে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল।

খনার রচিত জ্যোতিষ সংক্রান্ত বচন।

গ্রহণ গণনা।

যেই মাসে যেই রাশি, তার সপ্তমে থাকে শশি,
যদি পায় পূর্ণমাসি, অবশ্য রাহু চাঁদ গ্রাসি।

অস্যার্থঃ।

মেষে বৈশাখ, বৃষে জ্যৈষ্ঠ, ইত্যাদি ক্রমেতে মাসের রাশির সপ্তম স্থানে চন্দ্র থাকিলে যদি ঐ দিবসে পূর্ণিমা হয় তবে চন্দ্র গ্রহণ নিশ্চয়।

তিথি গণনা।

খালি ছাগলা, বৃষে চাঁদা, মিথুনে পুরিয়া বেদা সিংহে বসু কর কি বসে, আর সব পূরিবে দশে।

বৎসরের মধ্যে কোন্ দিন কোন্ তিথি হয় বা হইয়াছিল তাহা জানা আবশ্যক হইলে, যে বৎসরের তিথি জানিতে হইবে তাহার প্রথম দিবস যে তিথি তাহার অঙ্ক অর্থাৎ প্রতিপদ্ হইলে ১, দ্বিতীয়া হইলে ২, এই প্রকার অমাবস্যা পর্য্যন্ত ৩০; ইহার যে তিথি হয় সেই তিথির অঙ্ক রাখিয়া তন্নিম্নে যে দিনের তিথি জানা আবশ্যক সেই দিনের অঙ্ক, ও যে মাসে ঐ দিন সেই মাসের অঙ্ক অর্থাৎ, বৈশাখ হইলে শূন্য, জ্যৈষ্ঠ হইলে ১, আষাঢ় হইলে ৪, শ্রাবণ হইলে ৬, ভাদ্র হইলে ৮, তদ্ব্যতীত অন্য অন্য মাসে ১০ অঙ্ক রাখিয়া উপরের অঙ্কের সহিত যোগ করিবে; তাহাতে যদি ৩১ অঙ্ক পূর্ণ না হয় তবে যে অঙ্ক থাকিবে সেই অঙ্কের তিথি প্রশ্নের উত্তর হইবে। যদি একত্রিশের অধিক্ হয় তবে তাহার নীচে ৩১ দিয়া বাকী কাটিলে যে অঙ্ক থাকিবে সেই অঙ্কের যে তিথি হয় তাহাই উত্তর।

দৃষ্টান্ত।

কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ১২৫৮ শালের ৩১এ আষাঢ়ে কোন্ তিথি। অতএব ঐ সনের ১লা বৈশাখ

শুক্ল দ্বাদশী, তাহার অঙ্ক ১২
আষাঢের.... .... ৪
দিন ৩১

ঠিক ৪৭

বাদ ৩১

১৬ প্রতিপদ

আর বাকির ঘরে শূন্য পড়িলে প্রথম ভাগ অমাবস্যা ও শেষের ভাগ প্রতিপদ্ হইবে।

নক্ষত্র গণনা।

মাস নামতা তিথি যুতা, ভা (২৭) দিয়া হররে পুতা, আন্ধারে দশ, আলোতে এগার,ইহা দিয়া নক্ষত্র সার।

অস্যার্থঃ।

কোন্ দিবসে কি নক্ষত্র হয় তাহা জানিবার নিমিত্ত মাসের নক্ষত্রের অঙ্ক অর্থাৎ বৈশাখে, বিশাখা (১৬) জৈষ্ঠে, জ্যেষ্ঠা (১৮) আষাঢ়ে পূর্ব্বাষাঢ়া (২০) শ্রাবণে শ্রবণা (২২) ভাদ্রে, পূর্ব্বভাদ্রপদ (২৫) আশ্বিনে, অশ্বিনী (১) কার্ত্তিকে, কৃত্তিকা, (৩) অগ্রহায়ণে, মৃগশিরা (৫) পৌষে, পুষ্যা (৮)

মাঘে, মঘা (১০) ফাল্গুনে, পূর্ব্বফল্গুনী (১১) ও চৈত্রে, চিত্রা (১৪) এবং দিবসের তিথির অঙ্ক রাখিয়া কৃষ্ণপক্ষ হইলে ১০ ও শুক্লপক্ষ হইলে ১১ যোগ করিয়া যে অঙ্ক হইবে তাহাতে ২৭ বাদ দিয়া যে অঙ্ক থাকে সেই অঙ্কের নক্ষত্র ঐ দিবসে হইবে। খনার বচনের ভাবার্থ এই। কিন্তু এবম্প্রকার গণনার সাধারণ নিয়ম এই যে মাসের যে দিবসের নক্ষত্র জানিতে হইবে তাহা মাসের পূর্ব্বার্দ্ধে হইলে যোগ-কৃত অঙ্ক হইতে ১ বাদ দিতে হইবে, মাসের শেষার্দ্ধে হইলে ঐ অঙ্কে ১ যোগ করিতে হইবে; যথা ২৮এ ফাল্গুন সন ১২৫৮ শাল।

মাস নক্ষত্র—পূর্ব্বফল্গুনী	....	১১
দিবসেব তিথি—পঞ্চমী	....	২০
কৃষ্ণপক্ষ	....	১০
		৪১
মাসের শেষার্দ্ধ	....	১
		৪২
বাদ	....	২৭
বাকী	.... ১৫	স্বাতি নক্ষত্র

জন্মকালীন কোষ্ঠীর ফল গণনা।

সূর্য্যকুঞ্জে রাহু মিলে, গাছের দড়ি বন্ধন গলে,
যদি রাখে তাকে ত্রিদশনাথ, তবু সে খায় নীচের ভাত।

অস্যার্থঃ।

জন্মকালীন কোষ্ঠীর কোন ঘরে রবি মঙ্গল আর রাহু একত্র থাকিলে তাহার অপমৃত্যু হয় অথবা সে নীচগামী হয়।

মৃত্যু গণনা।

আসিয়া দূত দাঁড়ায় কোণে, কথা কহে উর্দ্ধ নয়নে,
শিরে পৃষ্ঠে বুকে হাত, সেই দূতে পুছে বাত,
কুটে ছিঁড়ে কবে খাই, খনা বলে ফুরাল আই,

অস্যার্থঃ।

দূত কোন ব্যক্তির পীড়ার সংবাদ আনিয়া যদি বাটীর বা ঘরের কোণে দণ্ডায়মান হয়, বা উর্দ্ধ নয়নে কথা কহে, কিম্বা মস্তকে বা পৃষ্ঠে বা বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া থাকে, কিম্বা কুটি হস্তে ছিড়ে বা দন্তে চর্ব্বণ করে, তবে রোগির মৃত্যু নিশ্চয়।

মৃত্যু পরীক্ষা।

সভার মধ্যে যে জন ভণে, তার মুখে যয় জন শুনে,
তিথি বার করিয়া এক, সাতে হরিয়া আয়ু দেখ,
দুই চারি কিম্বা ছয়, এ রোগী জীবার নয়,
এক তিন কিম্বা বাণ, যমঘর হতে টানিয়া আন,
অঙ্ক শূন্য পায় যবে, নিশ্চয় রোগী মরিবে তবে,

অস্যার্থঃ।

কোন ব্যক্তি কাহার পীড়ার সংবাদ কহিলে সভার মধ্যে ঐ সংবাদ যে কয়েক জন শ্রবণ করে তাহার

সংখ্যা একত্র করিয়া তাহাতে তিথি ও বারের অঙ্ক যোগ করিয়া ৭ দিয়া হরণ করিলে ২। ৪। ৬ থাকিলে মৃত্যু সম্ভাবনা, ১। ৩। ৫ থাকিলে আরোগ্য হইবে, শূন্য থাকিলে নিশ্চয় মৃত্যু।

স্ত্রী পুরুষের অগ্র পশ্চাৎ মৃত্যু গণনা।

অক্ষর দ্বিগুণ চৌগুণ মাত্রা, নামে নামে করি সমতা,
এক শূন্যে মরে পতি, দুয়ে মরে ঘর যুবতী।

অস্যার্থঃ।

স্ত্রী পুরুষ উভয়ের নামের অক্ষর গণনা করিয়া তাহাকে দ্বিগুণ করিয়া ঐ দ্বিগুণ কৃত অঙ্ককে চতুর্গুণ করিয়া উভয় অঙ্ক যোগ করিয়া তাহার পর তাহাকে ৩ দিয়া হরণ করিলে যদি ১ ও শূন্য থাকে তবে পতির মৃত্যু অগ্রে হয়, ২ থাকিলে স্ত্রী অগ্রে মরে।

দৃষ্টান্ত।

পতির নাম রামচন্দ্র ৪ অক্ষর
স্ত্রীর নাম মোহিনী ৩ অক্ষর

	দ্বিগুণ	চতুর্গুণ	মোট
৭	১৪	৫৬	৭০
৩ দ্বারা হরণ করিলে			৬৯
বাকি			১

অতএব স্বামী অগ্রে মরিবেক বা মরিয়াছে।

যাত্রার দিন গণনা।

তিথি বার নক্ষত্র মাসের যত দিন।
একত্র করিয়া সব সাতে কর হীন॥
একে শুভ দুয়ে লাভ তিনে শত্রু ক্ষয়।
চতুর্থেতে কার্য্যসিদ্ধি পঞ্চমে সংশয়॥
ষষ্ঠেতে মরণ হয় শূন্যে হয় সুখ।
এদিনে করিলে যাত্রা কভু নহে দুখ॥

অস্যার্থঃ।

যাত্রা করিতে হইলে তিথি বার ও নক্ষত্রের অঙ্ক ও মাসের যে তারিখ হয় তাহা সকল একত্র যোগ করিয়া ৭ দ্বারা হরণ করিবেক তাহাতে ১। ২। ৩। ৪ বাকি থাকিলে গমনে মঙ্গল, ৫ থাকিলে সংশয়, ৬ থাকিলে মৃত্যু, শূন্য থাকিলে সুখ। যথা

দশমী তিথি ১০
পুষ্যা নক্ষত্র ৮
রবিবার ১
ফাল্গুন মাসের ১৬ই

৩৫

৭ দ্বারা হরণ ৩৫

৫

০ সুখ।

গর্ভের সন্তান পরীক্ষা।

বাণের পৃষ্ঠে দিয়া বাণ, পেটের ছেলে গণে আন ॥
নামে মাসে করে এক, সাতে হরে সন্তান দেখ ॥
এক তিন থাকে বাণ, তবে নারীর পুত্র জান ॥
দুই চারি থাকে ছয়, অবশ্য তার কন্যা হয় ॥
যদি থাকে শূন্য সাত, তবে নারীর গর্ভপাত।

অস্যার্থঃ।

গর্ভের সন্তান পরীক্ষা করিতে হইলে প্রথমে ৫৫ রাখিয়া গর্ভবতীর নামে যে কয়েক অক্ষর হয় তাহা ও গর্ভের সঞ্চার অবধি জিজ্ঞাসা করিলে যে কএক মাস হইয়া থাকে তাহার অঙ্ক একত্র করিয়া ৭ দ্বারা হরণ করিলে যদি ১।৩।৫ থাকে তবে পুত্র, ২।৪।৬ থাকিলে কন্যা, এবং ৭ বা শূন্য থাকিলে গর্ভপাত হইবেক। যথা

সঙ্কেতাঙ্ক	....	৫৫
নাম রামরঙ্গিণী	....	৫
কাল ৪ মাস	....	৪
	ঠিক	৬৪
৭ দ্বারা হরণ	....	৬৩
বাকি	....	১ পুত্র।

ঐ বিষয়ের অন্য প্রকার পরীক্ষা।

গ্রাম গর্ভিণী ফলে যুতা, তিন দিয়া হর পুতা ॥
একে সুত দুয়ে সুতা, তিন হইলে গর্ভ মিথ্যা ॥

এ কথা যদি মিথ্যা হয়, সে ছেলে তার বাপের নয় ॥

অস্যার্থঃ।

গর্ভবতীর নামে ও যে গ্রামে বাস করে তাহার নামে যে কয়েক অক্ষর হয় তাহার অঙ্ক এবং একটা ফলের নাম করিয়া ঐ নামে যে কয়েক অক্ষর তাহার অঙ্ক এই সমুদয় একত্র করিয়া ৩ দ্বারা হরণ করিয়া ১ থাকিলে পুত্র, ২ থাকিলে কন্যা হইবে।

যথা।

বরানগর	৫
প্রসন্নময়ী	৫
দাড়িম্ব	৩
	১৩
৩ দ্বারা হরণ	১২
বাকি	১ পুত্র।

আয়ুর্গণনা।

কিসের তিথি কিসের বার, জন্ম নক্ষত্র কর সার ॥
কি কর শ্বশুর মতিহীন, পলকে জীবন বার দিন ॥

অস্যার্থঃ।

কোন ব্যক্তির পরমায়ু নিরূপণ করিতে হইলে তাহার জন্মকালীন যে নক্ষত্র হয় জন্মকালাবধি ঐ নক্ষত্রের স্থিতি পর্য্যন্ত যে কাল থাকে তাহাকে পল করিয়া প্রত্যেক পলে ১২ দিবস ধরিলে যত দিবস হয় তাহাই তাহার আয়ুর পরিমাণ।

যথা।

চিত্রা নক্ষত্র জন্মকালি হইতে স্থিতি কাল পর্য্যন্ত ৭দণ্ড।
৭ দণ্ডকে ৬০ দ্বারা পল করিলে .... ৪২০ পল,
প্রত্যেক পলে ১২ দিবস করিয়া .... ৫০৪০ দিন
৫০৪০ দিবসে .... ১৪ বৎসর
পরমায়ু

যাত্রার দিবস।

দ্বাদশ অঙ্গুলি কাঠি, সূর্য্যমণ্ডলে দিয়া দিঠি।
রবি কুড়ি সোমে শোল, পঞ্চদশ মঙ্গলে ভাল।
বুধ বৃহস্পতি এগার বার, শুক্র শনি চৌদ্দ তের।
হাচি জেঠি পড়ে যবে, অষ্ট গুণ লভ্য হবে।

অস্যার্থঃ।

আপন অঙ্গুলির দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ এক কাঠি সূর্য্য মণ্ডলে স্থাপন করিয়া ঐ কাঠির ছায়া রবিবারে কুড়ি অঙ্গুলি, সোমবারে শোল, মঙ্গলবারে পনর, বুধবারে এগার, বৃহস্পতিবারে বার, শুক্রবারে চৌদ্দ, ও শনিবারে তের অঙ্গুলি পড়িলে যাত্রা; তাহাতে হাচি টিকটিকি কিছুতে কর্ম্মের ব্যাঘাত করিতে পারিবেক না, বরঞ্চ তাহাতে লাভ হবে।

গৃহের শুভাশুভ গণনা।

দীর্ঘে প্রস্থে যত পাই, এক মিশাইয়া তাতে চাই॥
বেদে হরে থাকে শশি, ভাঙ্গা ঘর উঠে বসি॥

বেদে হরে থাকে দুই, আগে ভাল পাছে রুই ॥
বেদে হরে থাকে তিন, সে গৃহে না লাগে ঋণ ॥
বেদে হরে থাকে শূন্য, নাহি পাপ নাহি পুণ্য ॥

অস্যার্থঃ।

গৃহ প্রস্তুত করিতে হইলে হস্ত দ্বারা দীর্ঘ প্রস্থ মাপিয়া তাহার সহিত ১ যোগ করিয়া চারি দিয়া হরণ করিলে ১ থাকিলে মঙ্গল, ২ থাকিলে প্রথম ভাল পশ্চাৎ মন্দ, ৩ থাকিলে ঋণগ্রস্ত হয় না, শূন্য থাকিলে ভাল মন্দ কিছু হয় না। যথা

দীর্ঘ .... ২০ হস্ত
প্রস্থ .... ১৪ হস্ত

৩৪
১ যোগ

ঠিক ৩৫
৪ দ্বারা হরিলে ৩২
বাকী ৩ অঋণী

নবনারী

অহল্যাবাই।

নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণস্থ সমস্ত প্রদেশকে দক্ষিণ দেশ কহা যায়; দ্রাবিড়, কর্ণাট, ত্রৈলঙ্গ এবং মহারাষ্ট্র তাহার মধ্যবর্ত্তি। সেতুবন্ধ রামেশ্বর অবধি মান্দ্রাজের উত্তর পর্য্যন্ত দ্রাবিড়, সে দেশের ভাষা তামল। দ্রাবিড়ের উত্তর এবং উড়িস্যার দক্ষিণ দেশকে ত্রৈলঙ্গ বলা যায়। চন্দ্রাদ্রি অবধি কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র দেশ, এদেশের ভাষা মহারাষ্ট্র।

এদেশীয় লোকেরা যে প্রকার বীর্য্যবান ও পরাক্রমশালী ছিল তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র। কারণ বর্গিদের ভয়ে সমস্ত ভারতবর্ষ যেরূপ কম্পিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই বিশেষ রূপ জ্ঞাত আছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহারা সমস্ত ভারতবর্ষের করগ্রাহি হইয়াও ধনগর্ব্বিত কিম্বা ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত কুত্রাপি হয় নাই। শুনা যায় দক্ষিণ রাজ্যে যৎকালে মহারাষ্ট্রীয়েরা অত্যন্ত উপদ্রব করে তখন তদ্দেশীয় যবন রাজা অত্যন্ত ভীত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট অভয় প্রার্থনা জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। দূত বহুতর অশ্ব, গজ, পদাতিক ও নানাবিধ

বসন ভূষণাদিতে সুসজ্জিত হইয়া অতি বড় প্রাগল্‌ভ্যে সৈন্যাধ্যক্ষের সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিল মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি এক বৃক্ষ জটাতে ঘোটক বন্ধন করিয়া ঐ বৃক্ষ মূলে উপবেশন পূর্ব্বক চেল্যাঞ্চলস্থিত সলিলার্দ্র কতকগুলিন চনক ভক্ষণ করিতেছেন। কিন্তু সেই সামান্য বেশে সন্ধি পত্র স্বাক্ষরিত করাতে মণি মাণিক্যে শোভিত হস্তী অশ্ব পদাতিক বেষ্টিত কত কত নৃপতির প্রাণ রক্ষা হইল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের ধর্ম্মপরতার বিষয় কি কহিব। মহারাজ শিবজীর চরিত্রেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। শিবজী প্রবল শত্রুতে বেষ্টিত ও সতত যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত হইয়াও দিবাবসান সময়ে কথকদিগের মুখে মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি পুরাণোক্ত ইতিহাস শ্রবণে কখন ক্ষান্ত থাকিতেন না। অদ্যাপিও যে মহারাষ্ট্র দেশে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ধর্ম্মাচরণে অধিক রত তাহার সন্দেহ নাই।

মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকেরা এদেশীয় স্ত্রীদিগের ন্যায় গৃহ পিঞ্জরে বদ্ধা নহেন। যাঁহারা বোম্বাই রাজধানী দেখিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই ইহা সুন্দর রূপ জানেন। তারাবাই, সূর্য্যবাই, অহল্যাবাই প্রভৃতি অঙ্গনাগণ রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি যবন কুলোদ্ভব কবীরদাস, যাহার নাম জগৎ বিখ্যাত ও যাহার বিরচিত দোহা সকলেই জানেন, তিনি মহারাষ্ট্র দেশে যেরূপ সাধু শব্দে বিখ্যাত, কাসু-

পুত্রা নাম্নী এক রমণীও তত্তুল্য বিখ্যাতা ছিলেন। একদা বর্গিদিগের ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর কলিকাতাস্থ ইংলণ্ডীয় বণিকেরা অভয় যাচ্ঞার্থে মহারাষ্ট্রীয় রাজার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। দূত রাজার কেলি উদ্যান দর্শন করিতে গিয়া দেখিলেন, পট্টমহিষী সেই রমণীয় স্থানে অতি বড় দুরন্ত এক অশ্বকে শিক্ষা দিতেছেন। সংপ্রতি মহারাষ্ট্রের ইতিহাস যৎ কিঞ্চিৎ কহিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

জনশ্রুতি আছে যে ভগবান্ পরশুরাম ক্ষত্রিয়দিগের হস্ত হইতে এই দেশ জয় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। তাহাতে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ঐ স্থানে বাস করিতে নিষেধ করাতে তিনি সমুদ্রের নিকট ভূমি যাচ্ঞা করিয়া লয়েন। ঐ ভূমিকে পরশুরাম-ক্ষেত্র কহিত। এক্ষণে তাহা কণকাল নামে বিখ্যাত। অতি প্রাচীন কালে মহারাষ্ট্র দেশে গুর্শি নামে এক বন্যজাতি মনুষ্য বাস করিত; পুরাণে ইহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহাতে লিখে যে গোদাবরী এবং কাবেরীর মধ্যস্থিত দণ্ডকারণ্য রাবণের অধিকার ছিল, এবং তিনি রামজ্রী নামে এক বাদ্যকর জাতিকে ঐ ভূমি দান করেন। বহুকাল পরে ওগরা নামে নগর এই দেশে অতি প্রসিদ্ধ ছিল, এবং শ্রুত আছে যে মিসর এবং যবন দেশ হইতে বণিকেরা এই স্থানে বাণিজ্যার্থে আসিতেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ে শালিবাহন নামে কুম্ভকার

জাতি এক ব্যক্তি দৈববলে অত্যন্ত প্রতাপান্বিত হইয়া এই সমস্ত দেশ অধিকার করেন এবং ওগরা হইতে রাজধানী উঠাইয়া প্রুতস্থান নামক এক নগরে রাজধানী করেন। শালিবাহনের পূর্ব্বে কোশল অর্থাৎ অযোধ্যা দেশীয় সূর্য্যবংশোদ্ভব শিশুদেব নামক এক রাজা এই দেশের অধিপতি ছিলেন। শালিবাহন তাহাকে সবংশে বিনাশ করিলেন, কেবল একটি স্ত্রী লোক তাহার শিশু সন্তান লইয়া বিন্ধ্যগিরি মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ রক্ষা পাইলেন। চিতোর এবং উদয়পুরের রাজারা সেই বংশোদ্ভব এবং মহারাষ্ট্রীয়েরাও সেই বংশোদ্ভব।

শালিবাহন অবধি যাদোরাম দেবরাও পর্য্যন্ত যে সকল রাজা ছিলেন তাঁহাদিগের কোন বৃত্তান্ত লিখিত নাই। যখন মুসলমানেরা মহারাষ্ট্র দেশ জয় করে তখন যাদোরাম দেবরাও এদেশের অধিপতি ছিলেন। মুসলমানদিগের সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দের প্রাদুর্ভাব অধিক ছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্রীয় রাজা ছিল বটে কিন্তু সকলি মুসলমানদিগের অধীন এবং করপ্রদ ছিল। শিবজী অবধি মারহাট্টাদিগের শ্রীবৃদ্ধি।

মেওয়ার ইতিহাসে লিখিত আছে যে শিবজী চিতো রাজার বংশোদ্ভব। শিবজীর পিতা সাজী মুসলমান দিগের কিয়দংশ সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। সাজী পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে এক দিবস তাহার পিতার

সহিত দোলযাত্রা উপলক্ষে যাদবরাও নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে গিয়াছিলেন। যাদব রাওর কন্যা জিজি তৎকালে তিন বৎসর বয়স্কা ছিলেন। যাদব রাও সাজীর সহিত জিজিকে ক্রীড়াসক্ত দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন কেমন জিজি তুমি এই বালকটিকে বিবাহ করিবে। অনন্তর সভাস্থদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সহাস্য বদনে কহিলেন দেখ দেখি এই দুটিতে কেমন সাজিয়াছে। সাজীর পিতা মন্যাজী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কহিলেন, তোমরা সকলে সাক্ষী, যাদবরাও আমার পুত্রকে কন্যা দান করিলেন। কিন্তু মন্যাজী অপেক্ষা সাজী অধিক কুলীন ছিলেন, এনিমিত্তে বিবাহ হওয়া অতি দুষ্কর হইয়া উঠিল। কিন্তু দৈব নির্ব্বন্ধে মন্যাজী ত্বরায় ধনবান্ হইলেন, এবং সেই অর্থ দ্বারা অনেক দেবমন্দির জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং মুসলমান ভূপতিকে অর্থ প্রদান করিয়া আপন বংশের সম্মান বৃদ্ধি করাতে যাদরাও সাজীকে কন্যা দান করিলেন। বিবাহ কালে বাদশাহ আপনি সভারূঢ হইয়াছিলেন।

জিজিবাইয়ের গর্ভে সাজীর শম্ভুজী এবং শিবজী নামে দুই পুত্র হইয়াছিল। পরে সাজী আর এক বিবাহ করাতে জিজিবাই আপন দুই পুত্র লইয়া পুনানগরে বাস করিলেন। সেই স্থানে সাজীর কিঞ্চিৎ বৃত্তি ছিল দাদজী কলিদেব নামে এক ব্রাহ্মণ সেই বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতেন, এবং তিনিই শিব-

জীকে বিদ্যাভ্যাস করাইতেন। বাল্যকালাবধি শিবজীর ধর্ম্মশাস্ত্রে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল, এবং মুসলমানদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি ঘৃণা ছিল। শিবজী বাল্যকালাবধি অত্যন্ত সাহসিক ছিলেন। তিনি ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমে তিন জন বয়স্যের সহিত কথোপকথন কালে কহিতেন যে আমি স্বাধীন রাজা হইব। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া দাদজী অনেক নিবারণ করিতেন, কিন্তু শিবজী তাহাতে কর্ণপাতও করিতেন না।

শিবজী প্রথমতঃ দস্যুবৃত্তি করিতেন এবং এই প্রকারে তুণা নামে দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার উপদ্রবে মুসলমান রাজপুরুষেরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন এবং তন্নিবারণার্থে তাঁহার পিতা সাজীকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। শিবজী পিতার কারামোচন জন্য মুসলমানদিগের পদানত হইবার মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী সহিবাই তাহা করিতে দিলেন না। অনন্তর শিবজী শাজাহান বাদশাহকে কএক পত্র লিখেন। তাহাতে বাদশাহ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পিতাকে আপন সৈন্য মধ্যে নিযুক্ত করেন এবং শিবজীকে পঞ্চ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্যের অধিপতি করেন।

অনন্তর আলমগীরের সময়ে শিবজীর পরাক্রম এতাদৃশ বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তিনি মুসলমানদিগের সুবাট নামে প্রধান বন্দর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। আর তিনি মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদিগকে এমত সুশিক্ষিত করিয়াছি-

লেন যে ক্রমে তাহারা বর্গি নামে বিখ্যাত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল এবং মুসলমান ভূপতিদিগের নিকট বল পূর্ব্বক চৌথ গ্রহণ করিতে লাগিল।

শিবজীর মৃত্যু হইলে প্রধান মন্ত্রী তাঁহার পুত্র রাজারামকে সিংহাসনে বসাইলেন, কিন্তু শম্ভুজী অনতিবিলম্বে তাঁহাকে রাইগড়ে কারারুদ্ধ করিয়া বল পূর্ব্বক আপনি রাজা হইলেন এবং অতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া সূর্য্য বাইয়ের প্রাণদণ্ড করিলেন। শম্ভুজী যুদ্ধ বিক্রমে ন্যূন ছিলেন না, কিন্তু অত্যন্ত ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত ছিলেন। মারহাট্টারা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না বটে কিন্তু যখন আলমগীর বাদশাহ তালাপুর নগরে তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেন তখন তাহারা শিবজীর পুত্রের এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া অধিকতর রুষ্ট হইয়া মুসলমানদিগের অনিষ্ট চেষ্টা আরম্ভ করিল। পরে রাজারাম সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া সেতারাতে রাজধানী করিলেন, এবং বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া কাণ্ডিশ, গঙ্গোত্রী, বেরার প্রভৃতি দেশ লুণ্ঠন করিয়া চৌথ গ্রহণ করিলেন। রাজারাম অতি বিশুদ্ধস্বভাব, সুশীল, এবং দাতা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী তারাবাই তাঁহার শিশু সন্তান শিবজীর নামে রাজ্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মারহাট্টারা বেহার আক্রমণ করে এবং আলমগীর বাদশাহের মৃত্যু হয়।

আলমগীরের মৃত্যু হইলে শম্ভুজীর পুত্র শিবজী,

যিনি আলমগীরের কন্যা বেগম সাহেবের প্রতিপালিত ছিলেন এবং যাঁহাকে আলমগীর সাহো নাম দিয়াছিলেন; তিনি মহারাষ্ট্র অধিকার করিতে আসিলেন। এবং সেতারা অধিকার করিয়া রাজটীকা প্রাপ্ত হইলেন। অল্পকাল মধ্যে তারাবাইয়ের পুত্র শিবজীর মৃত্যু হইল। তাহাতে রাজারামের দ্বিতীয় স্ত্রীর পুত্র শম্ভুজী সেই পদ প্রাপ্ত হইলেন। ফলতঃ তারাবাইয়ের প্রভুত্ব শেষ হইল এবং শম্ভুজী তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। তারাবাইয়ের রাজধানী কাণপুরে ছিল। মারহাট্টা দেশে এককালে দুই জন রাজা হওয়াতে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে মারহাট্টাদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ বাজীরাও দিল্লীর নিকটস্থ স্থান সকল লুঠ করেন। পারস্যের অধিপতি নাদেরসাহা ঐ সময়ে দিল্লী অধিকার করিয়া নানাবিধ দৌরাত্ম্য করেন।

বাজীরাও অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহার নামে পৃথিবী কম্পমান হইত। তাঁহার সৈন্য মধ্যে মলহরজী হুলকার সেনেদার ছিলেন। তিনি শূদ্রকুলোদ্ভব ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান হোহন গ্রামে নিরা নদীর তীরে ছিল। তাঁহার পিতা সেই গ্রামে চৌগুনা অর্থাৎ পাতনের সহকারী ছিলেন। এই মলহরজী অবধি মহারাষ্ট্র দেশে হুলকার বংশের আধিপত্য হয়। যৎ কালে ভাস্করপাণ্ড বাঙ্গলা লুঠ করেন এবং আলিবর্দ্দি খাঁর সহিত নানাবিধ যুদ্ধ প্রকাশ করেন সেই সময়ে

মলহর গুজরাটে সেইরূপ লুঠ করিতে ছিলেন। এই মলহরজী দিল্লীশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দ্বিতীয় আলমগীরকে সিংহাসনারূঢ় করিয়াছিলেন। ইহাও কথিত আছে যে তাঁহার সহায়তাতে মীর সাহেবুদ্দীন বাদশাহকে বদ্ধ করিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছিল। কিছু দিন পরে মহারাষ্ট্র সেনাপতি রঘুনাথ রায় লাহোর এবং মুলতান প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু অহমদসাহ দুরাণী কাবল হইতে আসিয়া পাণিপতের যুদ্ধক্ষেত্রে হুলকার প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে পরাভূত করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের বলের হ্রাস করিলেন।

মলহর রাও মালোয়া প্রদেশ বৃত্তি স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ঐপ্রদেশের প্রথম রাজা হইয়াছিলেন, এবং তিনি অনেক রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য রাখিয়া ৪৮৬৮ কলিগতাব্দে (ইং ১৭৬৭) পরলোক গমন করেন। ঐ রাজার এক মাত্র পুত্র ছিলেন, তাঁহার নাম কণ্ডীরাও। তিনি পিতা বর্ত্তমান থাকিতেই জাত নামক জাতীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া ভরতপুরের সান্নিধ্যে কুম্ভীর গিরির নীচে শত্রু কর্ত্তৃক হত হইয়াছিলেন। অহল্যাবাই কণ্ডীরাওয়ের ভার্য্যা, তিনি প্রথম কালাবধি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ও ব্রাহ্মণভক্তা ছিলেন। তাঁহার রাজ্য শাসনের ধারা অতি সুন্দর ছিল। অতএব তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত নিম্নে লেখা যাইতেছে।

অহল্যাবাইয়ের এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল।

পুত্রের নাম মালিরাও। তিনি পিতামহের পরলোকান্তে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু নয় মাস রাজ্য ভোগ করিয়াই লোকান্তর গত হয়েন। মালিরাও স্বভাবত ক্ষীণজীবী ও চঞ্চলবুদ্ধি ছিলেন। কিন্তু রাজ্য প্রাপ্তির পর অবধি তিনি অত্যন্ত অহিতাচারী হইয়াছিলেন এবং কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার বুদ্ধির বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য প্রকাশ হইয়াছিল। বিশেষ তিনি তাঁহার মাতার ধর্ম্মকর্ম্মাদিতে দ্বেষ করিতেন। এবং যে সকল ব্রাহ্মণেরা তাঁহার মাতার দয়ার পাত্র ছিলেন তাঁহাদিগকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। ব্রাহ্মণদিগকে দানার্থ যে বস্ত্র ও পাদুকা উৎসর্গ করা যাইত তন্মধ্যে বৃশ্চিক, ও জলপাত্রের মধ্যে সর্প পূরিয়া তাহার উপরি ভাগে মুদ্রা রাখিয়া দিতেন। ব্রাহ্মণেরা লোভাবিষ্ট হইয়া ঐ সকল দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতেন; তাহাতে উক্ত জন্তু সকল কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া অত্যন্ত যাতনা পাইতেন। মালিরাও তাহাতে দুঃখ প্রকাশ না করিয়া আহ্লাদিত হইতেন।

অহল্যাবাই পুত্রের এতদ্রূপ কুরীতি দেখিয়া অহরহ রোদন করিতেন; এবং কখন কখন এই বলিয়া বিলাপ করিতেন, যে এমত অসৎ পুত্রকে কেন গর্ব্ভে স্থান দিয়াছিলাম। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে পুত্রের এইরূপ দুর্নীতি ও কাপুরুষত্ব দেখিয়া অহল্যাবাই তাঁহাকে ঔষধের দ্বারা ক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু এ অনুমান নিতান্ত অমূ-

লক। তাঁহার বুদ্ধিচাঞ্চল্য হইবার প্রকৃত কারণ এই, তিনি এক স্বর্ণকারকে গুরুতর অপরাধী অনুমান করিয়া রাগ বশত সংহার করিয়াছিলেন। তাহার পর অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছিলেন যে সে স্বর্ণকার নিরপরাধী তাহার কোন দোষ ছিল না; ইহাতে অন্তঃকরণে অত্যন্ত অনুতাপ জন্মিয়া, ঐ শোকে তাঁহার এমত বুদ্ধি ভ্রংশ হইল যে অবশেষে তিনি উন্মাদাবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

এরূপও জনশ্রুতি আছে, মালিরাও যে স্বর্ণকারকে সংহার করিয়াছিলেন সে ব্যক্তি দেবানুগৃহীত ছিল, এবং যখন তিনি তাহার প্রাণ দণ্ড করেন তখন সে তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিল, আমি নিরপরাধী, আমাকে নষ্ট করিও না, তাহা করিলে আমি তোমায় প্রতিফল দিব। অতএব যখন মালিরাও উন্মত্ত হইলেন তখন সকলেই এই মনে করিলেন, ঐ স্বর্ণকার ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শরীরে আবির্ভূত হইয়াছে। সুতরাং অহল্যাবাই তাহাই প্রকৃত জানিয়া অহরহ তাঁহার শয্যাতে বসিয়া রোদন করিতেন, এবং ভূত ছাড়াইবার জন্য নানা প্রকার স্বস্ত্যয়ন, হোম ও অর্চ্চনা করিতেন। বরঞ্চ ঐ উপদেব তাঁহাকে অধিক যন্ত্রণা না দেয় এজন্য তাঁহাকে সর্ব্বদাই এই কথা বলিয়া স্তব করিতেন, হে উপদেব! তুমি আমার পুত্রের দেহ পরিত্যাগ কর, আমি তোমার কারণ এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছি, এবং তোমার পরি-

য়্যারের ভরণ পোষণার্থ এক খান তালুক দিতেছি। কিন্তু এই সকল করিয়াও তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি হয় নাই। বরং লোকে ইহাও বলিয়া থাকে যে অহল্যাবাই উপদেবের স্তব করিলে তিনি শুনিতেন; শূন্য হইতে তাঁহাকে কেহ যেন এই প্রকার বলিতেছে, যে তোমার পুত্র আমাকে বিনা দোষে বিনাশ করিয়াছে, অতএব আমি তাহাকে কখন ক্ষমা করিব না, আমি তাহার প্রাণ লইব। সুতরাং তাঁহার আরোগ্য হইবার আশা ছিল না, তথাপি অহল্যা রাণীর দৈব কর্ম্ম ও অন্যান্য উপায় চিন্তার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু কোনরূপে তাঁহার বাতুলতা ত্যাগ হইল না, এবং ঐ রোগে ১৭৬৬ সালে তাঁহার প্রাণ ত্যাগ হইল।

সন্তান বিয়োগে রাণীর কি পর্য্যন্ত শোক হইল তদ্বর্ণন বাহুল্য। বিশেষতঃ রাজ্যের উত্তরাধিকারী ছিল না, কেননা তাঁহার যে এক কন্যা ছিলেন তাঁহার অন্যত্র বিবাহ হওয়াতে হিন্দু শাস্ত্র মতে সহোদরের রাজ্যে তাঁহার অধিকার ছিল না। সুতরাং পুত্রের মরণান্তে সিংহাসন শূন্য হইলে অহল্যাবাই স্বয়ং রাজ্ঞী হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন, এবং রাজ কর্ম্মে যে বিচক্ষণতা, সদ্গুণ ও সাহস প্রকাশ করিলেন এবং জনপদের মঙ্গলার্থ যে যে কীর্ত্তি করিলেন তাহাতে জীবদ্দশায় তাঁহার মহিমার পরিসীমা ছিল না; মরণান্তে ও পুরুষানুক্রমে তাঁহার নাম সেই প্রকার জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

অহল্যা স্বহস্তে রাজ্য ভার লইলে গঙ্গাধর যশবন্ত নামে রাজপুরোহিত ইহাতে নিতান্ত অসম্মত হইলেন। তিনি জানিতেন অহল্যা পর বুদ্ধির বাধ্য ছিলেন না, এবং তিনি রাজ্য শাসন করিলে তাঁহার নিজের কোন আধিপত্য থাকিবে না। অতএব তিনি তদ্বিষয়ে তাঁহাকে ক্ষান্ত করিবার জন্য, স্ত্রীজাতির রাজ কর্ম্মের ভার গ্রহণ করা অবিধি এবং তাহা হইলে পূর্ব্ব পুরুষদিগের পিণ্ড ও বংশ লোপ হইবেক, এই সকল কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে পালক পুত্র রাখিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কেন না তাহা হইলে বালক রাজার গুরু হইয়া তিনি আপনি রাজত্ব করেন, বরঞ্চ তৎকর্ম্মে তাঁহার অনায়াসে প্রবৃত্তির জন্য তাঁহাকে এক স্বতন্ত্র দেশ অর্থাৎ বৃত্তি দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এবং রাঘবদাদা নামে মহারাষ্ট্রীয় রাজার পিতৃব্য এ বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করিবেন বলিয়া উপায়ন স্বরূপ তাঁহাকে অনেক ধন উৎকোচ দিতে স্বীকার পাইলেন। রাঘবদাদাও পালক পুত্র রাখার বিষয় অনুরোধ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। ইহাতে গঙ্গাধর ইহাও মনে মনে করিলেন, যে যদিও অহল্যা বাই সহজে পালক পুত্র না রাখেন বলে বা কৌশলে তাঁহাকে পালক পুত্র রাখাইব।

কিন্তু অহল্যা গঙ্গাধরের ষড়যন্ত্রে ভীত না হইয়া তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে স্পষ্ট কহিলেন যে আমি এক রাজার গৃহিণী, ও আর এক

রাজার জননী ছিলাম; আমার পুত্রের পরলোক গমনে যখন মলহররাওয়ের বংশ লোপ হইল এবং আমি পতি পুত্র হীনা হইলাম তখন পর পুত্রকে রাজ্য দিয়া বংশ রক্ষা করা মিথ্যা; অতএব তাহা করি কিম্বা না করি তাহা আমার ইচ্ছা, তদ্বিষয়ে তোমাদের উপরোধ শুনিতে পারি না। আর রাঘবদাদা এত বড় লোক হইয়া অর্থ লোভে পুরোহিতের বাক্যে তাঁহার অহিতে প্রবৃত্ত হয়েন এজন্য তাঁহাকেও যথোচিত তিরস্কার করিলেন।

অনুমান হয় অহল্যাবাই, স্বীয় পারিষদ সকল ও তৎকালে মহারাষ্ট্রীয় দেশের যে যে প্রধান লোক ম্যালোয়াতে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, এই উত্তর দিয়াছিলেন। যাহা হউক তাঁহার সাহসকে প্রশংসা করিতে হইবেক; কেননা তাহাতেই রাজ্য রক্ষা হইল, নতুবা একেবারে ছার ক্ষার হইত।

অহল্যার এইরূপ উত্তরে রাঘব রাগ প্রাপ্ত হইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করণার্থ সংগ্রাম সজ্জা করিতে লাগিলেন। অহল্যা এই সংবাদ শুনিয়া তাহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনর্থক বিবাদ করিও না, কেন না তাহাতে সমূহ অযশ, কিছু মাত্র পৌরুষ নাই। কিন্তু একথা বলিয়াই যে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিলেন এমত নহে, তিনি আপনিও যুদ্ধ সজ্জা করিতে লাগিলেন, এবং হুল-

কার সেনাগণও তাঁহার পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে মহা আমোদ প্রকাশ করিল। পরন্তু তিনিও স্বয়ং সংগ্রামে যাইবেন তজ্জন্য আপন হস্তী ও ধনু ও তুণ সকল সজ্জিত করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিলেন। ইহাতেও রাঘব নিরস্ত হয়েন নাই কিন্তু তাহার পারিষদ লোক তাহাতে পরাঙ্মুখ হইল এবং মাতাজী সিন্ধিয়া জানজী ভোঁশলা তাহার এই অকৃতজ্ঞ কর্ম্মে তাহার সহায়তা করিলেন না। অধিকন্তু অহল্যা বাই মহারাষ্ট্রাধিপতি মধুরাওকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে ঐ রাজা স্বীয় পিতৃব্যকে লিখিলেন যে অহল্যার প্রতি কোন অহিতাচরণ না করেন। এই আজ্ঞা রাঘবকে অবশ্য মান্য করিতে হইল। সুতরাং যুদ্ধ বিগ্রহ হইল না, এবং প্রথম রাজ্যভার গ্রহণানন্তর অহল্যাবাই এই প্রকার সাহস প্রকাশ করাতে ঐ সাহস রাজ্যোন্নতির প্রধান কারণ হইল।

এই ব্যাপারের পর অহল্যা বাই তকাজী হুলকার নামক তদ্বংশীয় এক প্রধান ব্যক্তিকে সেনাপতি করিলেন। তকাজী যুদ্ধে অতি সুপারগ ছিলেন, এবং তাঁহার অন্তঃকরণ অতি নির্ম্মল ছিল। এই ব্যক্তি সেনাগণের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলে রাঘব পুনাতে গমন করিলেন। তদনন্তর অহল্যা বাই গঙ্গাধরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলেন।

এই দুই ব্যক্তির প্রতি যে যে কর্ম্মের ভারার্পণ ছিল তাহাতে তিলার্দ্ধ কালের নিমিত্ত উভয়ের সম্প্রীতি

থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু অহল্যা রাণী তাহাদের কর্ম্ম বণ্টন করিয়া দিয়া তাহাদের বিবাদের মূল একবারে উচ্ছেদ করিলেন। এবং ইং সন ১৭৬৫ শালাবধি ১৭৯৫ শাল পর্য্যন্ত যে ত্রিশ বর্ষ তিনি রাজ্য করিয়াছিলেন তন্মধ্যে তাহাদের কোন বিষয়ে বিবাদ বিসম্বাদ হয় নাই। তকাজী প্রথমত কেবল সেনাপতি ছিলেন। পরে তাঁহার প্রবীণত্ব জন্মিলে অহল্যা বাই তাঁহাকে রাজ্যের কতক ভার দিলেন। এপ্রকারে তিনি অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইলেন। তকাজী অহল্যা বাইকে মাতার ন্যায় মান্য করিতেন।

তকাজী রাজধানীতে প্রায় থাকিতেন না; তিনি একাদিক্রমে দক্ষিণ প্রদেশে দ্বাদশ বৎসর বাস করেন। তৎকালে শাতপুরা নামক পর্ব্বতের দক্ষিণে হুলকরাধীন যে সকল দেশ ছিল তাহার করাদি সংগ্রহ করিতেন। ঐ পর্ব্বতের উত্তরে যে সকল রাজ্য ছিল মহীশ্বরী অহল্যা বাই রাজধানীতে থাকিয়াই তাহার রাজস্ব গ্রহণ ও তৎ সম্পর্কীয় অন্য অন্য রাজকর্ম্ম স্বয়ং সম্পাদন করিতেন। তদনন্তর যখন ঐ তকাজী হিন্দুস্থানে ছিলেন তখন তিনি বন্দল খণ্ড ও হিন্দুস্থানের আর যে সকল দেশ জয় হইয়াছিল, তাহার রাজস্ব ও রাজপুতনার রাজস্ব আদায় করিতেন। এবং মালোয়া ও নিমাড় ও দক্ষিণ অঞ্চলস্থ সকল রাজ্যের কর অহল্যা বাইয়ের নিকট আসিত। এবং তিনি ঐ সকল দেশের রাজ সম্পর্কীয় কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতেন।

কথিত আছে, হুলকার রাজাদের রক্ষিত অনেক ধন অর্থাৎ দুই কোটী টাকা অহল্যা বাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নিজ ব্যয়ের নিমিত্ত সাম্বৎসরিক চারি পাঁচ লক্ষ টাকা লভ্যের সম্পত্তি স্বতন্ত্র ছিল। এই অর্থ তিনি যে কর্ম্মে ব্যয় করিতে ইচ্ছা করিতেন তাহা করিতে পারিতেন, কাহার স্থানে হিসাব দিতে হইত না। কেবল রাজ্য সংক্রান্ত আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতে হইত, এবং তাহা এমত পরিষ্কার ও সুন্দর রূপ রাখাইতেন যে অতি মূঢ় ব্যক্তিও তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিত। আর রাজ সম্পর্কীয় কর্ম্মকারিদিগের বেতন ও রাজ্যের অন্য অন্য ব্যয় সমাধা করণানন্তর যে টাকা উদ্বর্ত্ত হইত তাহা যেখানে যখন যুদ্ধাদি উপস্থিত থাকিত সেই খানে প্রেরিত হইত।

তকাজী যখন যে রাজ্যে থাকিতেন তখন তাঁহার প্রতি সেই রাজ্যের সমুদায় ভার থাকিত; কেন না দূর প্রযুক্ত তিনি সকল কর্ম্মে অহল্যার পরামর্শ লইতে পারিতেন না, কিন্তু রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল বিষয় উপস্থিত হইলে সর্ব্বদা পত্র দ্বারা পরামর্শ ও অনুমতি লইতেন। সংগ্রাম বা সন্ধি বা অন্য কোন রাজাদিগের সহিত এই রাজ্যের সম্বন্ধে তিনি যে আজ্ঞা প্রচার করিতেন তকাজী তদনুসারে চলিতেন।

পরন্তু অহল্যার এমত সম্ভ্রম ছিল যে ভারতবর্ষস্থ কি প্রধান কি ক্ষুদ্র যাবতীয় রাজাদিগের উকীল ও

প্রতিনিধি তাঁহার দরবারে উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহাদিগের রাজ্য সম্পর্কীয় যে কার্য্য উপস্থিত হইত তাহা তাঁহাদের দ্বারা নির্ব্বাহ হইত। এবং অহল্যা রাণীরও প্রতিনিধি সকল আর আর রাজ্যে অর্থাৎ পুনা ও হায়দ্রাবাদ ও সারিঙ্গাপাটাম ও নাগপুর ও লক্ষ্ণৌ ও কলিকাতা রাজধানীতে বাস করিতেন; এবং তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপে ঐ ঐ স্থানসম্পর্কীয় সকল কর্ম্ম করিতেন; এবং যখন যে সংবাদ উপস্থিত হইত তাহা বিজ্ঞাপন করিতেন। ইহা ভিন্ন আর আর করদ ক্ষুদ্র রাজাদিগের দরবারে তাঁহার আর আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিনিধি থাকিতেন। তাঁহারা রাজকর মাত্র আদায় করিতেন এবং যখন যে আজ্ঞা প্রকাশ হইত তাহা পালন করিতেন।

হিন্দুদিগের মধ্যে নারীগণকে অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া রাখা যে কদর্য্য ব্যবহার, মুসলমানদিগকে তাহার মূল বলিতে হইবে; কেননা তাহারা যে সকল দেশ জয় করিয়াছিল সেই সেই দেশে ঐ ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। মুসলমান রাজারা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন, এবং তাঁহাদের অত্যাচারের ভয়ে কুলাঙ্গনারা বাটীর বাহির হইত না; ইহাতে তাহাদিগকে গোপন ভাবে অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া রাখার ব্যবহার হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বকালে এই ব্যবহার ছিল না এবং ধর্ম্মশাস্ত্রেও ইহার বিধি নাই। তাহার প্রমাণ অহল্যাবাই প্রত্যহ দরবারে বসিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন;

তাহাতে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বা অন্য কোন ভদ্র লোকেরা প্রতিবাদী হয়েন নাই।

অহল্যাবাই রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়া অবধি সম্ভাবিত রাজস্ব গ্রহণ করিতেন, ও গ্রামস্থ কর্ম্মচারী ও ভূম্যধিকারিদিগের যাহার যে বৃত্তি বা প্রাপ্তি ছিল তাহা কদাপি উচ্ছেদ করেন নাই; বরং যাহাতে তাহা স্থিরতর থাকে তাহাই করিয়াছেন; তাহাতে কর্ম্মচারী ও ভূম্যধিকারিগণ অতিশয় সুখী ছিল। পরন্তু যে ব্যক্তি যাহা আদ্দাশ করিত অহল্যাবাই স্বয়ং তাহার বিচার করিতেন। এবং যদ্যপিও সতত পঞ্চাইত বা; মন্ত্রিদিগের প্রতি বিচারের ভারার্পণ করিতেন, কিন্তু যখন যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট আপন দুঃখ জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করিত তাহা পারিত, তাহাতে কোন বাধা ছিল না; এবং বিচারে কোন প্রকার পক্ষপাত হইত না; বরং অতি সামান্য বিষয়ে পঞ্চাইতের আদালত বা মন্ত্রিদিগের বিচারের প্রতি কেহ দোষারোপ করিয়া তাহার পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিলে তাঁহার সূক্ষ্ম বিচার করিতেন; অতি তুচ্ছ বিষয় হইলেও তাহাতে তাচ্ছল্য করিতেন না।

যে গ্রন্থ হইতে অহল্যারাণীর চরিত্র সংগ্রহ করা গেল সেই গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে হোলকার বংশীয় কোন ব্যক্তিকে অহল্যারাণীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে পাছে তাহারা পক্ষপাত শূন্য না হইয়া কোন কথা বলে, অথবা কেহ তাঁহার অনর্থক নিন্দা করে এজন্য

অন্যান্য দেশে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন স্থানে তাঁহার অপ্রশংসা শুনেন নাই। যে স্থানে যাহাকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন সেই খানে তাঁহার সুখ্যাতিই শুনিয়াছেন, বরং দূর ও ভিন্ন দেশে তাহার যশ ও কীর্ত্তি আরো দেদীপ্যমান দেখিয়াছেন। ত্রিংশ বৎসরাবধি ষাইট বৎসর অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত তাঁহার মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রমের বিরাম ছিল না; কেননা সকল রাজকার্য্য তিনি আপনি করিতেন। তাহার নানা চিন্তা, এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম ও পূজা আহ্নিক ও দান বিতরণে অনেক সময় লাগিত। ইহা ভিন্ন সাংসারিক কর্ম্ম দেখিতে হুইত। সুতরাং তাঁহার অবকাশ মাত্র ছিল না। আর যে কর্ম্ম করিতেন তাহাতে ধর্ম্ম ভয় রাখিতেন। এবং সতত এই কথা কহিতেন যে জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরের নিকট আমাদিগের সকল কর্ম্মের বিচার হইবেক। পরন্তু যদ্যপি কখন কোন ব্যক্তির প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিতে হইত তৎকালে এই কথা বলিতেন যে আমরা মনুষ্য হইয়া জগৎকর্ত্তার কৃত কর্ম্ম অন্যথা করি ইহা অত্যন্ত দুরূহ।

অহল্যাবাই প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের এক দণ্ড পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি করিতেন। তাহার পর কিছুকাল ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। তদনন্তর স্বহস্তে দান এবং কয়েকটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। তাহার পর আপনি ভোজন করিতেন, মৎস্য মাংস আহার

করিতেন না। স্বজাতীয় শাস্ত্রে মৎস্য মাংসাহার নিষিদ্ধ ছিল না, কিন্তু তাহা তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আহারান্তে তিনি জপ করিতেন, তাহার পর কিছু কাল বিশ্রাম করিতেন। তদনন্তর বেলা দুই প্রহর দুই ঘণ্টার সময় রাজবেশ ধারণ পূর্ব্বক বিচার স্থলীতে গমন করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দরবার করিতেন; তাহার পর সন্ধ্যাদি ও যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া রাত্রি নয় ঘণ্টা অবধি একাদশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন। তাহার পর শয়ন করিতেন। অহল্যাবাইর পূজা ও পরিশ্রমের এই প্রকার নিয়ম ছিল। পর্ব্ব বা উপবাস অথবা রাজকর্ম্মের অত্যন্ত ঝঞ্ঝাট না হইলে এই নিয়মের অতিক্রম কদাচ হইত না।

অহল্যাবাইর রাজ্য শাসনের ধারা অতি চমৎকার ছিল। অন্য অন্য রাজাদিগের সহিত তিনি এমত সদ্ভাব রাখিয়াছিলেন যে তাহারা কখন তাঁহার রাজ্য আক্রমণ অথবা উহা গ্রহণেচ্ছুক হয়েন নাই। এবং যদ্যপি উদয়পুর নিবাসী অলসিরাণা নামক এক ব্যক্তি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার স্বজাতিদিগকে রামপুর নগর আক্রমণ জন্য আশ্রয় দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাতে তিনি সুসিদ্ধ হইতে পারেন নাই। পরে অহল্যাবাই তাঁহাকে দমন করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক তাঁহার অধিকারস্থ সকল প্রজা স্বচ্ছন্দাবস্থাতে থাকিত। বিশেষ যে যেমন লোক তাহার প্রতি তাঁহার তদ্রূপ ব্যবহার করা ছিল, অর্থাৎ যাহারা নিরপরাধী তাহা-

দিগকে দয়া এবং যাহারা বিবাদ ইচ্ছুক তাহাদিগকে সতত দমন করিতেন। ইহাতে যুদ্ধাদি হইতে পারিত না। পরন্তু নিত্য নিত্য মন্ত্রী বা কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তন করা যে বিবাদ বিসম্বাদের মূল অহল্যাবাই তাহা বিলক্ষণ জানিয়াছিলেন, এবং তাঁহার রাজ্যকালে তাহা প্রায় হয় নাই। তাহার প্রমাণ গোবিন্দপন্থ নামক এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাঁহার রাজ্য শাসনের সমুদয় কাল একাদিক্রমে তাঁহার মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। এবং আর আর যে সকল রাজকর্ম্মকারক ছিলেন তাহারা কদাপি কর্ম্ম চ্যুত হয়েন নাই। ইহাতে কাহার সঙ্গে কাহার বিবাদ কলহ কিছু ছিল না, অথচ রাজকর্ম্ম সুন্দর রূপ চলিত।

ইণ্ডোর পূর্ব্বে এক সামান্য গ্রাম ছিল, অহল্যাবাই সেই গ্রামকে ক্রমে অতি মান্য ও ধনাঢ্য করেন; এই জন্য ঐ স্থানের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, তন্মধ্যে এক প্রমাণ এই যে ঐ স্থানের কোন এক ধনী বণিক নিঃসন্তান হইয়া লোকান্তরগত হওয়াতে তকাজী হুলকার কোন অসৎ লোকের মন্ত্রণাতে ঐ বণিকের ধন হরণার্থ সসৈন্যে তাহার বাটী আক্রমণ করিয়া ছিলেন। তাহাতে ঐ মৃত বণিকের বনিতা অহল্যার নিকটে আসিয়া তাঁহার শরণাগত হইলে, অহল্যাবাই সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া তাহার মৃত স্বামির সকল বস্তুর কর্ত্রী স্বরূপ তাহাকে খেলাত দিয়া তকাজীকে নিষেধ

করিলেন, তাহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার না করেন। তাহাতে তকাজী আর কোন বিঘ্ন দিতে পারিলেন না। এই প্রকার আর আর অনেকের প্রতি এই রূপ দয়া প্রকাশ করিতেন তাহাতে ঐ নগরে তাঁহার নাম অত্যন্ত প্রিয় এবং চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

অহল্যা বাইর রাজ্য স্বচ্ছন্দে থাকার আর এক হেতু এই যে মহারাষ্ট্রীয় রাজা তাঁহার সপক্ষ ছিলেন। অহল্যা বাই প্রথমত রাজত্ব কালে ঐ রাজার স্থানে অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং এই কারণ তিনি তাহার মিত্রতানুশীলন করিতেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় রাজা কেবল বন্ধুতাভাবে বা আত্মস্বার্থ ত্যাগ করিয়া যে অহল্যা বাইকে এই সকল সহায়তা করিয়া ছিলেন এমত নহে, মলহার রায়ের লোকান্তর গমনের পর তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগের সমান অতুল ঐশ্বর্য্য উপভোগে তাঁহার নিতান্ত বাসনা ছিল। কিন্তু তাহা হইলে অহল্যার সহিত সদ্ভাব থাকিবেক না বরঞ্চ অপযশ হইবে এই কারণে তাহাতে ক্ষান্ত ছিলেন। কিন্তু তৎপরে ঐ রাজা অহল্যা বাইর স্থানে ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা কর্জ্জ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন মলহার রায়ের উপপত্নী তাঁহাকে আর ছয় লক্ষ মুদ্রা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। এই টাকা পরিশোধ করেন এমত তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তিনি তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। এবং স্বীয় সৈন্যাধ্যক্ষ ও অন্য অন্য কর্ম্মচারিদিগকে অহল্যা বাইর সহা-

য়তা করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন,ইহাতেই তিনি আপনাকে ঋণমুক্ত জ্ঞান করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক তাঁহার সহায়তাতে অহল্যা বাইর রাজ্য আরো সবল হইয়াছিল। বিশেষ মহারাষ্ট্র দেশ ও মালওয়া প্রদেশ উভয় সংলগ্ন ছিল, তাহাতে ঐ সহায়তাতে অনেক উপকার বোধ হইয়াছিল।

হোলকরদিগের যে সকল করদ রাজা ছিলেন অহল্যাবাই তাঁহাদিগের প্রতি প্রথমতঃ অত্যন্ত দয়াবতী ছিলেন। তাহাতে কর সংগ্রহে অনেক বিলম্ব হইত এজন্য পশ্চাৎ তাঁহাদিগের প্রতি কঠিন ব্যবহার করিতে হইয়াছিল, তাহাতে ক্রমে সময় মত রাজস্ব আদায় হইত। অপর রাজপুত বংশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলপতি গণ যাহারা দস্যু স্বভাব প্রযুক্ত পূর্ব্বাবধি আপন বলে ঐ রাজ্যের রাজস্বের অংশ গ্রহণ করিত অহল্যা বাই তাহাদিগের দমন করিয়াছিলেন। পরে মহারাষ্ট্রায়াধিপতিও তাহাদিগের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করাতে তাহাদের অত্যাচার মাত্র ছিলনা। ইহাতে উভয় রাজ্যের প্রজাগণ সুখী হইয়াছিল।

অপর প্রজার ধনে তাঁহার কিছুমাত্র লোভ ছিলনা। কোন কোন রাজ্যে প্রজাগণ ঐশর্য্যশালী হইলে রাজারা তাহাদিগের নিকট অধিক রাজস্ব গ্রহণ বা অন্য কোন প্রকারে আত্মস্বার্থ অভিলাষী হইয়া থাকেন। কিন্তু অহল্যার রাজ্যে তাহার কিছুই ছিল না। যদি বণিক বা মহাজন বা কৃষক লোক ক্রমশ বা

অকস্মাৎ ধন প্রাপ্ত হইত তবে তাহা বলে বা ছলে লইবার বাসনা না করিয়া তাহাদিগের সৌভাগ্যে আনন্দিত হইতেন। বরং তাহাদের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রকাশ করিতেন। ইহার এক প্রমাণ এই, ইং ১৭৯১ সালে বসিয়া নামক এক স্থানে সরকেম দাস নামে এক ধনবান্ বণিক নিঃসন্তানে লোকান্তর গত হইলে তত্রস্থ রাজ কর সংগ্রহ কর্ত্তা তাহার স্ত্রীকে এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিল, যদি আমাকে তিন লক্ষ মুদ্রা উপায়ন না দাও তবে আমি তোমার তাবৎ ধন রাজ সরকারে ক্রোক করাইব। ইহাতে ঐ বিধবার আত্মীয়গণ তাঁহাকে পোষ্যপুত্র রাখিবার পরামর্শ দিলেন; কেননা তাহা হইলে রাজা ঐ ধন গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইহাও ঐ করসংগ্রহকর্ত্তা করিতে দিল না। তাহাতে ঐ বণিকজায়া যে বালককে পোষ্যপুত্র করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন তাহাকে লইয়া মহীশূরে অহল্যার নিকট উপস্থিত হইলেন। অহল্যা বাই করসংগ্রহকারকের অত্যাচারের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহার সমুচিত দণ্ড করিলেন; এবং বণিক জায়ার পোষ্যপুত্র গ্রাহ্য করিয়া ঐ পুত্রকে স্বক্রোড়ে লইয়া চুম্বনাদি করণানন্তর শিরোপা দিয়া বিদায় করিলেন।

অহল্যা বাইর নিরাকাঙ্ক্ষ স্বভাবের আর এক দৃষ্টান্ত এই যে, কর গ্রামে তপ্লে দাস ও বারানস দাস দুই সহোদর প্রায় এক কালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া-

ছিলেন। ঐ দুই ভ্রাতার অনেক ঐশ্বর্য্য ছিল, কিন্তু কাহারো সন্তানাদি ছিলনা। ইহাতে তপ্সে দাসের স্ত্রী মহীশূরে অহল্যা রাণীর নিকটে তাহার স্বামী ও দেবরের স্বোপার্জ্জিত তাবৎ ধন তাঁহাকে সমর্পণ করিতে চাহিল। কিন্তু অহল্যা বাই তাহা গ্রহণ না করিয়া ঐ ধন বিতরণ ও তাহাতে তাহার স্বামী ও দেবরের স্মরণার্থে কোন পুণ্য স্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন। তাহাতে ঐ নারী কর গ্রাম নদীর উপর এক ঘাট ও এক মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ ঘাট ও মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

অপর গোন্ত নামক নর্ম্মদা নদীতীরস্থ ও ভীল নামক পর্ব্বতীয় যে দস্যু ও অসভ্য লোক ছিল অহল্যা বাই তাহাদিগকে শাসনাধীন করিয়াছিলেন। প্রথমত ঐ সকল দস্যুগণ ভদ্রাচরণে নম্র হয় নাই, তাহার পর কএক জন অতিশয় দুঃসাশনীয় দস্যুকে ধরিয়া ফাঁশি দিয়া তাহাদিগকে একেবারে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন।

প্রাণ দণ্ড বিধি অহল্যা রাণীর নিয়মের বিপরীত ছিল। তিনি জানিতেন দুষ্টদমনার্থ যদিও কখন কখন গুরু দণ্ড আবশ্যক। কিন্তু প্রায় বিনা দণ্ডে ও বিনা দ্বন্দ্বে তাবৎ কর্ম্ম করিতেন। পরন্তু শান্তি রক্ষার জন্য তিনি স্থানে স্থানে প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ সকল দস্যুগণের দস্যুবৃত্তির অনেক নিবারণ হইয়াছিল। অধিচ ঐ দস্যু গণের জীবন

উপায়ের নিমিত্তে তিনি এই নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে তাহাদিগের বাসস্থান অর্থাৎ পর্ব্বত দিয়া সে সকল লোক কোন দ্রব্যাদি লইয়া গমন করিবে তাহারা তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর প্রদান করিবে অর্থাৎ প্রতি বলদে অর্দ্ধ পয়সা দিবে। এই করকে ভীলের কাঁড়ি বলিয়া থাকে। ঐ পর্ব্বত বাসি প্রজাদিগের সহিত এই নিয়ম করিয়াছিলেন তাহারা এই কর গ্রহণ করিয়া রাজপথাদি রক্ষা করিবেক এবং যদি তাহার সীমার মধ্যে দস্যুবৃত্তি হয় তবে অপহৃত দ্রব্যাদি অন্বেষণ করিয়া দিবেক, নতুবা তাহার উচিত দণ্ড পাইবেক, সুতরাং দস্যু বৃত্তির প্রাদুর্ভাব ছিল না। এই প্রকার প্রজা স্বচ্ছন্দে থাকিবার আর আর অনেক নিয়ম করিয়াছিলেন তাহা বর্ণন বাহুল্য। ঐ সকল নিয়ম অতি সুন্দর ছিল এবং তাহাতে প্রজারা অতি সুখে কাল যাপন করিয়াছে।

অতি দূর দেশীয় রাজাদিগের সঙ্গে অহল্যা রাণীর লিখন পঠন চলিত, এবং তাঁহার কর্ম্মকর্ত্তা ব্রাহ্মণ দিগের দ্বারা এই লিখন পঠন হইত। পরন্তু এই সকল ব্রাহ্মণেরা তাঁহার ধর্ম্ম কর্ম্মের উপাচার্য্য ছিলেন। কথিত আছে, যখন অহল্যা রাণী হোলকার রাজ্যস্থ ধন প্রাপ্ত হইলেন তখন সৎকর্ম্মে দানার্থ সঙ্কল্প করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ঐ ধন পুণ্য কর্ম্মে ব্যয় হইবে, অন্য কর্ম্মে ব্যয় হইবেক না। এবং যাহাতে

দেশের ও লোকের উপকার হয় কেবল তাহাতেই এই সকল ধন ব্যয় করিয়াছিলেন।

তিনি প্রথমত কয়েক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন,তাহার পর বিন্ধ্যগিরির উপর জাম নামক দুর্গের এক রাস্তা করেন। ঐ রাস্তা প্রায় সোজা উঠিয়া ছিল এবং তাহাতে অনেক ব্যয় হইয়াছে। কেদার নাথে পথিক লোকের বিশ্রাম জন্য এক প্রস্তরময় ধর্ম্মশালা ও এক কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন, তাহা অদ্যাপি উত্তমাবস্থায় আছে। ঐ ধর্ম্মশালা মন্দন নামক স্থানের উত্তরে, প্রান্তরের মধ্যে, এবং তাহা দুই সহস্র হাতের অধিক উচ্চ। অপর মহীশূর নগরে এবং মালওয়া প্রদেশে হুলকারদিগের অধিকারের মধ্যে অনেক ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ ও কূপ খনন করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশেই যে এই সকল কীর্ত্তি করিয়াছেন এমত নহে; উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পশ্চিমে দ্রাবিড় ও পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্রের মধ্যে হিন্দুদিগের যে যে প্রধান তীর্থ স্থান আছে সেই সেই স্থানে তিনি কোন না কোন দেবালয় বা অন্য কোন দেবার্চ্চনার স্থান করিয়াছেন, এবং তাহার চিরস্থায়িত্বের নিমিত্ত সকল স্থানে লোক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, প্রতিবৎসর ঐ সকল স্থানে বিতরণ জন্য ধনপ্রেরণ হইত। বিশেষ গয়াধামে তাঁহার যে সকল কীর্ত্তি আছে তাহাই প্রধানের মধ্যে গণ্য। ঐ স্থানে অনেকানেক দেবালয় আছে, তন্মধ্যে গয়ার

উত্তর (১) বিষ্ণুপদনামে যে মন্দির আছে তাহার কারি-করি অত্যাশ্চর্য্য এবং তাহা উত্তম চিক্কণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই মন্দিরের ভিতরে যে সকল শিল্প কর্ম্ম আছে তাহা অতিউৎকৃষ্ট, এবং তাহার গুম্বেজ এমত চমৎকার রূপে খিলিয়াছে যে তাহা শূন্যে আছে এমত বোধ হয়। ইহা ভিন্ন তথায় আর এক মন্দির মধ্যে রাম জানকীর প্রতিমূর্ত্তির নিকট অহল্যাবাই শিব পূজা করিতেছেন এই প্রকার এক প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, তাহাতে তিনি দেবঅংশী বলিয়া গণ-নীয়া হইয়াছেন।

এই সকল দেবালয়ের সাম্বৎসরিক নির্দ্ধারিত ব্যয় ভিন্ন অহল্যারাণী আর আর দেবালয়েতে বৎসর বৎসর অনেক টাকা ও খাদ্য ও অন্য দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতেন; বিশেষতঃ দক্ষিণ প্রদেশে যে সকল দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাদিগকে প্রতিদিবস গঙ্গাজলে স্নান করাইতেন, তজ্জন্য গঙ্গা হইতে অনেক জল প্রেরণ করিতে হইত। এই সকল দেশে গঙ্গাজল দুষ্প্রাপ্য; তাহাতে তদ্দেশীয় লোকেরা গঙ্গাজলে দেশকে পবিত্র

(১) এই মন্দিরের এক কাষ্ঠনির্ম্মিত আদর্শ, টিকারি রাজার দুর্গের দ্বারে আছে তাহা ইদানীং ভগ্নাবস্থায় আছে। কাপ্তান সেরউইল সাহেব কমিস্যনর সাহেবকে কহিয়াছিলেন, রাজাকে বলিয়া তাহা কলিকাতায় মেরাম-তের জন্য পাঠান। কিন্তু কমিস্যনর সাহেব সে জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে স্বীকার পায়েন নাই।

জ্ঞান করিয়া তাঁহার আরো যশোবাদ করিত এবং অদ্যাপি ও ঐ জন্য তাঁহার নাম জাজ্বল্যমান আছে।

অহল্যা রাণীব হিন্দুধর্ম্মে অত্যন্ত ভক্তি ছিল। তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ছিলেন; তাহার কারণ এই যে ঐ সকল দেবতা পূজ্য এবং তাঁহারা প্রসন্ন হইলে দেশের ও প্রজাগণের মঙ্গল হইবেক।

ইহা ভিন্ন অহল্যা রাণী নিত্য নিত্য ও বিশেষ পর্ব্বের দিবসে দীন দরিদ্র অনেক লোককে ভোজন করাইতেন, এবং গ্রীষ্মকালে পথিক গণের তৃষ্ণা নিবারণ জন্য জল ছত্র দিতেন, এবং শীত কালে আতুর, অন্ধ, অনাথদিগকে বস্ত্র বিতরণ করিতেন। আর মনুষ্যের প্রতি তাঁহার যে প্রকার দয়া ছিল পশু পক্ষী মৎস্যাদির প্রতিও সেই প্রকার দয়া ছিল। ঐ সকল পশ্বাদির নিয়মিত আহারের বরার্দ্দ ছিল,ও তজ্জন্য লোকনিযুক্ত ছিল। তাহারা যথাকালে তাহাদিগকে আহারীয় দ্রব্যাদি দিত। আর গ্রীষ্মকালে মহীশূরের চতুঃপার্শ্বস্থ কৃষকগণের প্রতি এই আজ্ঞা ছিল যে লাঙ্গলবাহন কালে তাহারা মধ্যে মধ্যে বলদ গণকে লাঙ্গল হইতে খুলিয়া জলপান করাইবে। আর পক্ষিগণ প্রস্তুত শস্য নষ্ট না করে এজন্য ক্ষেত্রপতি গণ প্রহরী রাখিত, তাহারা ক্ষেত্রমধ্যে পক্ষী আসিলে তাড়াইয়া দিত; তাহাতে পক্ষিগণ ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া বেড়াইত, কোথায় আহার পাইত না। অতএব অহল্যা বাই ঐ

অনাহারি পক্ষি গণের আহারের জন্য ক্ষেত্রপতি গণের স্থানে ঐ সকল প্রস্তুতশস্যক্ষেত্র ক্রয় করিয়া ঐ পক্ষি গণকে তন্মধ্যে ছাড়িয়া দিতেন, তাহাতে পক্ষী সকল অবাধে আহার করিত কেহ প্রতিবন্ধক হইত না।

অহল্যা রাণীর সকল জীবে এই প্রকার দয়া এবং ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অতিশয়ভক্তি এবং দূরদেশে মন্দির স্থাপন করাতে, এই সকলকে মিথ্যা ধর্ম্ম বলিয়া কেহ কেহ হাস্য করিতে পারেন, কিন্তু অহল্যাবাই এই সকল কর্ম্মে ব্যয় করিয়া রাজ্য যে প্রকার স্বচ্ছন্দে রাখিয়া ছিলেন এবং প্রজাদিগকে সুখী ও আপনাকে পূজ্যা করিয়াছিলেন, রাজ্য রক্ষার্থ সৈন্য বা গোলা বারুদ সাজাইয়া তাঁহার এমত প্রতিষ্ঠা কদাচ হইতে পারিত না। আর অহল্যার স্বধর্ম্মে আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, ইহা দৃষ্ট প্রমাণ হইয়াছে। তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য রাজ্যের যশ, কিন্তু যদ্যপি তিনি কেবল সাংসারিক হই-তেন তবে এমত সুন্দররূপে রাজ্য করিতে পারিতেন না। ঐ ব্রাহ্মণ আরো কহিয়াছিলেন তাহার রাজ-ত্বের শেষাবস্থাতে তিনি পুনা দেশেতে এক প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া দেখিয়াছেন যে অহল্যা রাণীর নামোল্লেখে সকল লোক ধর্ম্মজ্ঞানে আদৃত হইতেন, এবং তাঁহার স্বজাতীয় রাজাদের মধ্যে প্রায় এমত লোক ছিলেন না যিনি তাঁহার আপদ অথবা যুদ্ধের সময়ে তাঁহাকে সহায়তা না করিয়া আপনাকে দেব-দ্রোহি জ্ঞান না করিতেন।

এই প্রকার সকল লোকেই তাঁহাকে মান্য করিতেন, এবং দক্ষিণ প্রদেশীয় নবাব ও টিপু সুলতান দিল্লির বাদশাহকে যে রূপ সম্মান করিতেন অহল্যা বাইকে সেই রূপ মান্য করিতেন। ইহা ভিন্ন কি মোসলমান কি হিন্দু সকলে তাঁহার কুশল ও দীর্ঘায়ুঃ প্রার্থনা করিত; হিন্দু বলিয়া মোসলমানদিগের তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র দ্বেষ ছিল না।

অহল্যা বাই রাজত্বের অন্তিমকালে অত্যন্ত শোক পাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের মৃত্যু প্রথমে হইয়া ছিল, পরে মুক্তানাম্নী তাঁহার যে কন্যার যশবন্ত রায়ের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন তাঁহার গর্ভে এক পুত্র জন্মিয়াছিল, ঐ পুত্র অতি উপযুক্ত হইয়া যৌবনাবস্থায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন, এবং ঐ পুত্রের মৃত্যুর এক বৎসর পরে যশবন্ত রায়ের পর লোক প্রাপ্তি হইলে মুক্তা বাই পতির সহিত সহমৃতা যাইবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাহাতে অহল্যা বাই তাঁহাকে সহগমনে ক্ষান্ত করাইবার জন্য বিস্তর বুঝাইলেন। কিন্তু মুক্তা তাঁহার নিষেধ না শুনিয়া সহগমনেএকান্তচিত্ত হইয়া মাতাকে বলিলেন যে পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের পতি পুত্রই সুখের কারণ, কিন্তু এ সুখ আমার রহিল না। আমি পতি পুত্র বিহীনা হইলাম অতএব পৃথিবীতে আমার আর কিসুখ আছে। আপনি গর্ভধারিণী আছেন বটে, কিন্তু আপনি বৃদ্ধা হইয়াছেন, এবং কিছু কালের মধ্যে আপনি এই ধর্ম্মকায়

ত্যাগ করিবেন। তখন আমার অধিক শোক এবং প্রাণ ধারণ দুষ্কর হইবে এবং মরণেও মনস্তাপ দূর হইবে না। এখন মরিলে সে শোক পাইব না। অতএব এখনি স্বামির সমভিব্যাহারে সহগমন শ্রেয়ঃ-কল্প। বিশেষ ইহা শাস্ত্রসম্মত, অতএব আপনি নিষেধ করিবেন না। অহল্যা বাই কি করেন, কন্যাকে এই রূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া তাঁহাকে সহগমনের অনুমতি দিয়া, কন্যা শোকে ব্যাকুলা হইয়া, তাঁহার সহগমন দর্শনার্থ নর্ম্মদা কূলে পদব্রজে গমন পূর্ব্বক চিতার নিকট দণ্ডায়মানা রহিলেন। দুই জন ব্রাহ্মণ তাঁহার বাহুদ্বয় ধারণ করিয়া থাকিলেন। পরে যখন মুক্তার চিতা আরোহণ করণানন্তর চিতা প্রজ্বলিত হইল তখন জ্ঞানাবরোধ হইয়া অহল্যা স্বীয় কর দংশন করিতে লাগিলেন। তাহার পর শবদাহন হইলে রাণী নর্ম্মদা নদীতে অবগাহন করিয়া রাজবা-টীতে আগমন পূর্ব্বক শোকাভিভূতা হইয়া প্রায় তিন দিবস পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিলেন। ঐ তিন দিবস কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। তাহার পর শোকের শান্তি হইলে কন্যার স্মরণার্থ এক মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন এই মন্দির এমত অপূর্ব্ব, এবং তাহাতে এমত শিল্পকর্ম্ম করাইলেন যে তত্তুল্য প্রায় আর দৃষ্ট হয় না। ঐ মন্দির অদ্যাপি মহীশূরে বর্ত্ত-মান আছে।

তদনন্তর কলিগতাব্দ ৪৮৯৬ ইং ১৭৯৫ সালে ষষ্ঠি

বৎসর বয়ঃক্রমে অহল্যা রাণীর পরলোক প্রাপ্তি হয়। কেহ কেহ কহেন উপবাস, কঠিন ধর্ম্ম প্রতিপালন, শোক ও চিন্তাতে তাঁহার শরীর জর্জ্জরীভূত হইয়াছিল, তাহাতে শীঘ্র মৃত্যু হয়। যাহা হউক তাঁহার মরণে দেশের সমূহ অমঙ্গল এবং তাহাতে তাঁহার আত্মীয়, বন্ধু, স্বদেশী ও বিদেশী যাবতীয় লোক অত্যন্ত মনস্তাপিত হইয়াছিলেন।

অহল্যা মধ্যমাকৃতি ও ক্ষীণকলেবরা ছিলেন এবং যদ্যপিও তিনি সুন্দরী ছিলেন না কিন্তু তাঁহার বর্ণ অতি পরিষ্কার ও উজ্জ্বল ছিল। কথিত আছে, সিন্ধিরাধিপতি বাজি রায়ের মাতা পরম রূপবতী অনন্তা বাই অহল্যার যশোদ্বেষিণী হইয়া, অহল্যা দেখিতে কেমন তাহা জানিবার জন্য এক পরিচারিণীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে ঐ দাসী তাঁহাকে দেখিয়া গিয়া অনন্তাকে এই প্রকার বলিয়াছিল যে অহল্যার আকৃতি সুন্দর নহে, কিন্তু তাহার মুখে পারমেশ্বরী এক জ্যোতিঃ আছে তাহাতেই তাহার বর্ণ উজ্জ্বল করিয়াছে। ফলতঃ তাঁহার যেরূপ সদন্তঃকরণ তাহা মুখেই প্রকাশ ছিল; মৃত্যু সময়েও তাহার বৈলক্ষণ্য হয় নাই। অহল্যা বাই সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিতেন এবং প্রায় রাগপ্রাপ্ত হইতেন না। কিন্তু যদি কখন রাগান্বিত হইতেন তবে তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ভৃত্য বা দাসীগণও তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইতে পারিত না।

হিন্দু জাতীয় স্ত্রীলোকের যে সকল গুণ সম্ভাবিত, অহল্যা বাই তদপেক্ষা অধিক গুণে গুণবতী ছিলেন। তিনি স্বয়ং পুরাণ পাঠ করিতেন; অন্য অন্য ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠেও তাঁহার অতিশয় আমোদ ছিল। তিনি বিদ্বান ব্যক্তিদের আদর করিতেন এবং ধনদান দ্বারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বিদ্যানুশীলনের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেন। আর রাজকীয় কর্ম্মে ও তিনি অতি বিচক্ষণা ছিলেন, এবং অতি কঠিন বিষয়ও আনায়াসে বুঝিতে পারিতেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার বিচার অতি সূক্ষ্ম ও পক্ষপাত শূন্য ছিল। তিনি বিংশতি বৎসর বয়সের পূর্ব্বে পতিহীনা হইয়াছিলেন এবং তাহার কিয়ৎকাল পরে পুত্র উন্মাদগ্রস্ত হওয়াতে অত্যন্ত মনোদুঃখ পাইয়াছিলেন। তিনি বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়া শুক্ল বস্ত্র ব্যতীত অন্য বস্ত্র পরিধান করিতেন না এবং গলদেশে মালা অর্থাৎ হার ভিন্ন অন্য কোন অলঙ্কার পরিতেন না ও বেশ বিন্যাস বা অঙ্গরাগবিষয়ে বিরতা ছিলেন। তিনি স্তাবক বাক্যের বশীভূতা ছিলেন না; বরং ইহা প্রকাশ আছে কোন এক পণ্ডিত তাঁহার গুণ বর্ণনা পূর্ব্বক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহাকে শ্রবণ করাইতে গিয়াছিলেন। তাহাতে অহল্যা বাই আপনার অনুপযুক্ত প্রশংসা শ্রবণ করিয়া ঐ গ্রন্থ তখনি নর্ম্মদা নদীতে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহার পর কখন ঐ গ্রন্থের নামোল্লেখ করেন নাই।

উপরি উক্ত বিবরণ যে সকল অনুসন্ধানের পর

সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে অত্যন্ত সন্দেহ যুক্ত ব্যক্তির ও সন্দেহ থাকিতে পারেনা, অর্থাৎ ইহাতে কিছু মাত্র অনর্থক প্রশংসা নাই। স্ত্রীলোকেরা প্রায় গর্ব্বিতা হয় কিন্তু অহল্যার অহঙ্কার মাত্র ছিল না। আর কোন মত বা ধর্ম্মের দৃঢ়াবলম্বী হইলে সহজে অন্যমত বা ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ হইয়া থাকে ; কিন্তু অহল্যার সে দ্বেষ ছিল না। বরং ভিন্ন মত বা ধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রতি তাঁহার বিশেষ দয়া ছিল। তাঁহার অন্তঃকরণে প্রজার হিতবুদ্ধি ব্যতীত অন্য চিন্তা ছিলনা। আর তিনি স্বাধীনা রাজ্ঞী হইয়াও যে স্বেচ্ছানুরূপ কর্ম্ম না করিয়া আপনাকে উচিত কর্ম্মের বশতাপন্ন রাখিয়াছিলেন ইহা সামান্য প্রশংসার কথা নহে।

মালওয়া প্রদেশস্থ লোকেরা তাঁহার এই সকল গুণের অত্যন্ত প্রশংসা করেন এবং ঐ জাতির লোকের মধ্যে তিনি দেবী রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার যে অল্পাধিকার ছিল তন্মধ্যে যে সকল রাজ্যাধিপতিগণ রাজ দণ্ড ধারণ করিয়াছেন তন্মধ্যে অহল্যার চরিত্র নির্ম্মল রূপে জাজ্বল্যমান ও উপমা রহিত। অধিকন্তু ভবিষ্যতে পরমেশ্বরের নিকট বিচার হইয়া কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া ইহ লোকে যে সৎকর্ম্ম করণে প্রবৃত্তি হয় ও তাহাতে যে মহোপকার সম্ভব অহল্যা তাহার এক উপমাস্থল হইয়াছেন।

নবনারী।

রাণী ভবানী।

রাণী ভবানী রাজসাহীর অন্তঃপাতি ছাতিন গ্রাম নিবাসি আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা ছিলেন। যে সকল লোকেরা তাঁহাকে প্রাচীনাবস্থাতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ কেহ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা কহেন তিনি অতি সুন্দরী ও সুলক্ষণা ছিলেন। এই জন্য নাটোরের ভূম্যধিকারী রাজা রামজীবন রায় আপন পুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

কোন কোন লেখক লিখিয়াছেন রাণী ভবানী বিদ্যাবতী ছিলেন, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া এমত বোধ হইল না যে তিনি বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন বা লেখা পড়া জানিতেন। এই সকল প্রদেশে বালিকাগণকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবার প্রথা বহুকালাবধি লোপ পাইয়াছে; এই জন্য দেশের ব্যবহারানুসারে বাল্যকালে তাঁহার বিদ্যা শিক্ষা হয় নাই।

রাণী ভবানী প্রথম কালাবধি ধর্ম্মনিষ্ঠা ও দেবভক্তা ছিলেন, এবং বাল্যকালের সংস্কার প্রযুক্ত তিনি শ্বশুরের লোকান্তর গমনের পর রাজরাণী হইয়া কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পরোপকারে একান্তচিত্তা হইয়া যে

কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নাম চির-স্মরণীয় হইয়াছে।

রাণী ভবানী যে ঐশ্বর্য্য দ্বারা এই সকল পুণ্যকর্ম্ম করেন তাহা জিলা রাজসাহীর অন্তর্গত রাজা রামজীবন রায়ের স্বোপার্জ্জিত। ঐ রামজীবন রায় নাটোরের প্রথম রাজা ছিলেন, এবং তিনি যে কৌশলে রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েন তাহা আশ্চর্য্য, অতএব রাণী ভবানীর পুণ্য কর্ম্মের মূল বিবেচনায় তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লেখা যাইতেছে।

কামদেব নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। রঘুনন্দন ও রামজীবন নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিলেন। ইঁহারা প্রথমত পুঁটিয়ার ভূম্যধিকারী দর্পনারায়ণ রায়ের বাটীতে সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। রঘুনন্দন চতুর ও বুদ্ধিমান এবং রামজীবন উত্তম লক্ষণ যুক্ত পুরুষ ছিলেন। উক্ত দর্পনারায়ণ রায় রঘুনন্দনের তীক্ষ্ন বুদ্ধি ও চতুরতা দেখিয়া তাঁহাকে আপন প্রতিনিধি অর্থাৎ উকীল নিযুক্ত করিয়া মুরশিদাবাদের নবাবের দরবারে রাখিয়াছিলেন। তথায় কানুনগোর সহিত তাঁহার আলাপ হয় তৎপরে ঐ কানুনগো তাঁহার বিচক্ষণতা ও কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া আপনার অধীনে এক কর্ম্ম দিয়াছিলেন। এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতি এমত বিশ্বাস হইয়া ছিল যে আপনার মোহর পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে রাখিতেন।

মুরশিদাবাদের নবাব ঐ সময়ে সরকারী অনেক

রাজস্ব নষ্ট করিয়াছিলেন, এবং দিল্লীর অধিপতি তদ্‌পরাধে তাঁহাকে পদচ্যুত করেন এমত লক্ষণ হইয়াছিল। এই অপমান নিবারণার্থে নবাব এক কৃত্রিম জমা খরচ প্রস্তুত করাইলেন। কিন্তু কানুনগো তাহাতে স্বাক্ষর ও মুদ্রাঙ্কন করিলেন না। কিন্তু তিনি স্বাক্ষর বা মুদ্রাঙ্কন না করিলে দিল্লীর বাদসাহ কোন কাগজ গ্রাহ্য করিতেন না। এই বিপদ্‌কালে রঘুনন্দন ব্যতীত নবাবের পরিত্রাণের উপায় আর ছিল না, অতএব তাহাকে ডাকাইয়া ঐ কাগজে কানুনগোর মোহর মুদ্রিত করিয়া লইলেন। রঘুনন্দন নবাবের মনোরঞ্জনার্থ তাহাতে আপত্তি করিলেন না। পরে ঐ জমা খরচ দিল্লীতে প্রেরণ করিলে দিল্লীশ্বর তাহা গ্রাহ্য করিয়া লইলেন, এবং নবাবের পদচ্যুতি রহিত হইল। রঘুনন্দন ইহাতে নবাবের নিকটে অতিশয় প্রতিপন্ন হইলেন, এবং তাহার পুরস্কারার্থ তিনি তাঁহাকে আপনার দেওয়ানি এবং রায় রাঁয়া পদ প্রদান করিলেন।

এই পদ প্রাপ্ত হইয়া রঘুনন্দনের অত্যন্ত আধিপত্য হইল। তিনি যাহা মনে করিতেন তাহাই করিতে লাগিলেন। পরে বাঙ্গলা ১১১৩ (কং ৪৮০৮) সালে পরগণা বনগাছির ভূম্যধিকারী রাজস্ব প্রদানে অশক্ত হইলে রঘুনন্দন ঐ সম্পত্তি লইয়া আপন ভ্রাতা রামজীবনকে দিলেন। তদনন্তর ১১১৫ (কং ৪৮১০) সালে জেলা রাজসাহীর ভূম্যধিকারী রাজা উদিতনারায়ণ পরলোক গমন করিলে তাঁহার যাবৎ ভূম্যাদি

আপন ভ্রাতাকে দেওয়াইলেন। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে প্রায় তাবৎ রাজসাহী তাঁহার করস্থ হইল; কেবল লস্করপুর পরগণা পুঁটিয়ার জমিদারদের রহিল। তাহার কারণ তাঁহাদের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহাদের সম্পত্তি হরণ করা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ জ্ঞান করিয়া-ছিলেন। কিন্তু আর আর যত ক্ষুদ্র ও বড় ভূম্যধি কারী ছিলেন তাবতের ভূম্যাদি লইলেন। তদ্ভিন্ন আর আর জিলাতে অনেক সম্পত্তি হইল, তাহাতে ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা থাকিল না। কথিত আছে, সন সন ৫২ লক্ষ টাকা মালগুজারি করিতেন, অধিকন্তু নবাব রামজীবনকে রাজা উপাধি দিয়াছিলেন, এবং এখন পর্য্যন্ত তাঁহার উত্তরাধিকারিগণেরা সেই উপাধি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

রাজা রামজীবনের দুই পুত্র ছিল। প্রথম পুত্রের নাম কুমার কালু ও দ্বিতীয়ের নাম রামকান্ত। কুমার কালু পূর্ব্বেই পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে রাজা রামজীবনের পরলোকান্তে ১১৩৭ (কং ৪৮৩২) সালে রামকান্ত তাবৎ ঐশ্বর্য্য ও জমিদারি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই রামকান্তের সহিত রাণী ভবা-নীর বিবাহ হইয়াছিল।

যৎকালে রাজা রামকান্ত রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন তখন তাহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর। রাণী ভবানী তৎকালে পঞ্চদশ বৎসরের যুবতী। রাজা রামকান্ত তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কিন্তু রাজ্য প্রাপ্তির

পরেই রাজা রামকান্ত ও রাণী ভবানীর অনেক ক্লেশ ঘটিয়াছিল, তদ্বিবরণ পশ্চাতে লেখা যাইতেছে।

রাজা রামজীবনের সময়াবধি দয়ারাম নামে এক ব্যক্তি রাজ সরকারে কর্ম্মকারক ছিল। ঐ ব্যক্তি প্রথমতঃ ভাণ্ডারি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে রাজার অত্যন্ত বিশ্বাসপাত্র হইয়াছিল। রাজা তাহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। রামকান্ত তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন। ঐ দয়ারাম এমত বুদ্ধিজীবী ও চতুর ছিল যে রাজা তাহার সঙ্গে সর্ব্বদা বিষয় কর্ম্মের পরামর্শ করিতেন, এবং প্রায় তাহাকে নবাবের দরবারে লইয়া যাইতেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় রাণীকে এই কথা বলিয়া যান যে রামকান্ত বালক, যে কর্ম্ম করিতে হয় তাহা দয়ারামের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক করিবে।

কিন্তু রাজা রামকান্ত পিতার লোকান্তর গমনের পর অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া বিষয় কর্ম্মে অত্যন্ত অমনোযোগী হইলেন। তাহাতে দয়ারাম এক দিবস তাঁহাকে অনেক অনুযোগ করিল। ইহাতে হিত ভিন্ন অহিত ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু রাজা রামকান্ত তাহা বিপরীত বিবেচনা করিয়া তাহাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। দয়ারাম তাহাতে দুঃখিত হইয়া কহিল রাজা রামজীবন আমাকে এত সম্মান করিতেন; তাঁহার পুত্র দুই দিবস রাজা হইয়া আমার এই প্রকার অপমান করিলেন; ভাল, দেখিব ইনি কেমন রাজা।

এই কথা বলিয়া দয়ারাম মুরশিদাবাদে গিয়া নবাবের দরবারে যাতায়াত করিতে লাগিল। ঐ সময়ে আলিবর্দ্দি খাঁ নবাব ছিলেন। দয়ারাম এক দিবস তাঁহাকে কহিল, ধর্ম্মাবতার! রামকান্ত রায় ৩২ লক্ষ টাকা স্থিত করিয়া রাখিয়াছে, এবং দুই লক্ষ টাকাতে এক শিরপেচ প্রস্তুত করিয়াছে। ইহা ভিন্ন আর আর অনেক অপব্যয় ও ধুমধাম করিতেছে। কিন্তু ধর্ম্মাবতারের অনেক রাজস্ব পাওনা আছে, তাহা দিবার নামটিও করে না, আপনাকে ফাকি দেওয়া তাহার নিতান্ত মানস। এই কথায় নবাব অত্যন্ত কুপিত হইলেন। বিশেষতঃ নবাবদিগের রাজ্যশাসন কালে নবাবেরা কাহাকেও এক কথায় লক্ষপতি করিয়া দিতেন এবং এক কথায় কাহারও সর্ব্বনাশ করিতেন আর ধনের কথা শুনিলে বলে ছলে যাহাতে হউক হরণ করিতেন।

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ দয়ারামের এই বিষয় শুনিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রামকান্তের বাটীতে টাকা আছে তাহা দেখাইয়া দিতে পারিবা। দয়ারাম কহিল, হাঁ পারিব। তদনন্তর নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজা রামজীবন রায়ের আর কে আছে? দয়ারাম কহিল দেবীপ্রসাদ নামে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র আছে, সে ব্যক্তি অতি ধার্ম্মিক এবং জমীদারি কার্য্য ভাল জানে। নবাব আজ্ঞা করিলেন, রাজা রামজীবনের তাবৎ জমীদারি দেবীপ্রসাদকে দেওয়া যাউক, এবং রামকান্ত রায়

যে অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে তাহা রাজভাণ্ডারে আনীত হউক।

নবাবের এই আজ্ঞা হইবা মাত্র দেবীপ্রসাদ রাজা হইলেন এবং দয়ারাম কতক গুলিন রাজসেনা লইয়া ধন দেখাইয়া দিতে গেল। ঐ সকল সৈন্য রাজবাটী প্রবেশ করিয়া তাবৎ ধন ও আর আর দ্রব্যাদি লুঠ করিতে লাগিল।

যখন সৈন্যগণ এই প্রকার লুঠ করে তখন রাজা রামকান্ত অন্তঃপুরে ছিলেন। এবং রাণী ভবানী প্রথম গর্ভবতী হইয়াছেন। রাজসেনা বাটী প্রবেশ করিয়া লুঠ আরম্ভ করিয়াছে এই কথা শুনিয়া রাজা রামকান্ত বজ্রাঘাতে আহতের ন্যায় মহা বিপদাপন্ন হইলেন; কিন্তু বাটীতে আসিলে পাছে তাঁহাকে অপমান পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যায় এই আশঙ্কায় তিনি রাণী ভবানীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক এক জলনিঃসরণ স্থান দিয়া যমপুরী তুল্য রাজপুরী হইতে তখনি বহির্গত হইলেন। বহুমূল্য দ্রব্যাদি কিছু লইতে পারিলেন না; কেবল রাণীর অঙ্গে যে আভরণ ছিল তাহাই সঙ্গে চলিল।

রাণী ভবানী একে রাজরাণী, তাহাতে গর্ভবতী, চলৎশক্তি অভাবে অচলবৎ হইলেন। রাজা রামকান্ত তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কতকদূর গমন করিলেন, তাহার পর এক খান ক্ষুদ্র তরি করিয়া পদ্মাপার হইয়া নবাবেরশ্বন রক্ষক জগৎসেটের শরণাপন্ন হইলেন। পরে নবাববাটীর কিয়দ্দূরে এক সামান্য বাটীতে বাসা করিয়া

গোপন ভাবে সামান্যের ন্যায় থাকিলেন ; মনে করিলেন যদি কখন পরমেশ্বর অনুকূল হয়েন তবে নবাবকে আপনার দুঃখ জানাইব, কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না, ক্রমে ক্রমে তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইতে লাগিল।

এক দিবস রাজা রামকান্ত আপন ঘরের ছাতের উপর দণ্ডায়মান আছেন এমত সময়ে দয়ারাম রায় নবাব-বাটী হইতে শিবিকারোহণে বাসায় যাইতেছিল। রামকান্ত তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, দয়া দাদা আমি এই ভাবে আর কত দিন থাকিব। এই কথা শ্রবণে দয়ারাম ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া দেখিল যে, রামকান্ত বারাণ্ডার উপর হইতে তাহাকে ঐ কথা বলিলেন। তাহাতে দয়ারাম দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া শিবিকা হইতে অবরোহণ করিয়া তাঁহার নিকট গিয়া কহিল ; তুমি অনেক ক্লেশ পাইয়াছ, আর ক্লেশ পাইতে হইবেক না, তোমাকে তিন দিবসের মধ্যে আমি রাজত্ব দেওয়াইব। এইরূপ সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নিকট কি আছে ? রামকান্ত বলিলেন আমার স্থানে টাকা কিছুই নাই, পলায়ন কালে রাণীর অঙ্গে যে অলঙ্কার ছিল তাহাই মাত্র আছে। দয়ারাম কহিল, ৫০ সহস্র মুদ্রা না হইলে এই কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এই কথায় রাণী ভবানী তৎক্ষণাৎ আপনার কতক গুলিন অঙ্গাভরণ আনিয়া দিলেন।

দয়ারাম ঐ অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া নবাবের টকের যাবতীয় দোকানি ও অন্য অন্য ইতর লোক ও নবাব

বাটীর মাহুত, সহিস,পদাতিক,সেপাই,জমাদার, চোপ্‌দার, খিদমতগার ও খানসামা প্রভৃতি যত লোক ছিল, প্রত্যেককে পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, পঞ্চাশ ও কাহাকেও শত মুদ্রা পর্য্যন্ত দিল, আর বলিল যখন দেবীপ্রসাদ রায় দরবারে আসিবে তখন তোমরা তাহাকে কমবখ্‌ত (হতভাগা) বলিবা। তাহারা স্বীকার করিল।"

পর দিবস যখন দেবীপ্রসাদ নবাব-বাটীতে গমন করেন তখন পথের দুধারি যাবতীয় দোকানি পশারি লোক, দেখ দেখ কমবখ্‌ত যাইতেছে, এই কথা বলিতে লাগিল; এবং নবাব বাটীতেও তাবতে ঐ কথা বলিল। তাহাতে দেবীপ্রসাদ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া নবাবকে সেই কথা জানাইলেন। নবাব তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন সে কথা কিছু নয়, তুমি তাহা মনে করিও না। পর দিবস পুনর্ব্বার যখন দেবীপ্রসাদ দরবারে যান তখনও ঐ সকল লোক তাঁহাকে সেইরূপ বলিতে লাগিল। তাহাতে তিনি পুনর্ব্বার নবাবকে তাহা জানাইলেন, এবং নবাবও তাঁহাকে সেইরূপ সান্ত্বনা করিলেন। তৎপর দিবস যখন দেবীপ্রসাদ তাঁহাকে পুনর্ব্বার ঐ কথা জানাইলেন, তখন আলিবর্দ্দি খাঁ মনে মনে ভাবিলেন, সকল লোকই ইহাকে হতভাগা বলে, অতএব কোন ব্যক্তির দণ্ড করিব; বারান্তরে বিবেচনা করিলেন, সকলে যখন ইহাকে অভাগ্যবান কহে তখন এব্যক্তি অভাগ্যবান তাহার সন্দেহ কি।

নবাব এইরূপ বিতর্ক করিয়া তাহাকে বলিলেন, তুই অবশ্য কমবখ্‌ত, তাহা না হইলে তোকে তাবল্লোকে এমত কথা কেন বলিবে, তুই অতি নীচ এবং রাজত্বের অনুপযুক্ত পাত্র, অতএব তোকে তাহা হইতে বর্জ্জিত করিলাম। ইহা বলিয়া দয়ারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন তুমি জান রামজীবনের কেহ আত্মীয় বর্ত্তমান আছে কিনা। দয়ারাম কহিল ধর্ম্মাবতার রাজা রামজী-বনের পুত্র রামকান্ত বর্ত্তমান আছেন তিনি অতি বিচ-ক্ষণ ও ঐ রাজত্বের উত্তরাধিকারী; এই কথা বলাতে নবাব রামকান্ত রায়কে তাবৎ জমীদারী অর্পণ করি-বার আজ্ঞা করিলেন। রাজা রামকান্ত দয়ারামের কোপে রাজ্যচ্যুত হইয়া তাহারই কৌশলে তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি রাজা রামকান্ত দয়ারামকে অতিশয় মান্য করিতেন এবং সকল কর্ম্মের অধ্যক্ষ করি-য়াছিলেন।

তদনন্তর রাজা রামকান্ত প্রায় ১৬ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া ১১৫৩ সালে (কং ৪৮৪৮) পরলোক গত হয়েন। পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে যখন রাজা রামকান্ত রাজ্যচ্যুত হয়েন তখন রাণী ভবানী অন্তঃসত্বা ছিলেন; ঐ গর্ভে তাঁহার এক পুত্র সন্তান হইয়াছিল এবং তাহার পর আর এক পুত্র জন্মিয়াছিল। কিন্তু প্রথম পুত্র কাশীকান্ত একাদশ মাসে এবং দ্বিতীয় পুত্র অন্ন প্রাশনের পূর্ব্বেই নষ্ট হয়। তাহার পর আর পুত্র

সন্তান হয় নাই; এক কন্যা হইয়াছিল, তিনি তারা ঠাকুরাণী নামে বিখ্যাত ছিলেন।

রাণী ভবানী যৎকালে সধবা ছিলেন তৎকালে তাঁহার দানাদির বাহুল্য ছিলনা, কেননা তৎকালে বিষয়াদি হস্তগত হয় নাই; তথাপি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া ও ব্রতাদি সর্ব্বদা করিতেন। ইহা ভিন্ন দেবালয় স্থাপন, জলাশয় খনন, অন্ন দান, বস্ত্র দান এবং দরিদ্র বা দায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ ও অন্য জাতির কন্যার বিবাহ দেওয়া এই প্রকার পরহিতকারি কর্ম্ম করিতেন। কিন্তু প্রথমাবধি দেবতা ও বিগ্রহ প্রতি তাঁহার অতিশয় ভক্তি ছিল, এবং কোন উত্তম দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে অগ্রে দেবতাকে না দিয়া কখন গ্রহণ করিতেন না।

কথিত আছে এক সময়ে রাজা রামকান্ত রায় ২৬০০০ টাকা মূল্যের দুই ছড়া মতির মালা ক্রয় করিয়া মনস্থ করিলেন যে এক ছড়া রাণীকে এবং আর এক ছড়া জয়কালী বা অন্য কোন বিগ্রহকে দিবেন। কিন্তু দুই ছড়ার মধ্যে এক ছড়া উত্তম এক ছড়া কিঞ্চিৎ অধম ছিল। তাহাতে রাজা ভাবিলেন উৎকৃষ্ট ছড়া রাণীকে দিয়া নিকৃষ্ট ছড়া ঠাকুরাণীকে দিবেন। কিন্তু রাণী ঐ দুই ছড়া মালা দেখিয়া উত্তম ছড়া বিগ্রহ জন্য রাখিয়া মন্দ ছড়া আপনি লইবার মনস্থ করিলেন। তাহাতে রাজা স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিলে, রাণী বলিলেন তবে উভয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক, অর্থাৎ দুই ছড়াই দেব-

তাকে দেওয়া যাউক। এই প্রকার দেবতাতে ভক্তির অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

রাজা রামকান্তের লোকান্তর গমনের পর রাণী ভবানী সমুদায় ঐশ্বর্য্য আপন হস্তে পাইয়া দানাদি ও পুণ্য কর্ম্ম বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষায় মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল কীর্ত্তির জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে তখন পর্য্যন্ত ও তাহা করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, তাঁহার এক কন্যা বর্ত্তমান ছিলেন তাহার গর্ভে যদি সন্তান উৎপত্তি হয় তবে তাহাকে তাবৎ ঐশ্বর্য্য ও ভূম্যাদির উত্তরাধিকারী করিবেন। এবং তাঁহার ইহাও বাঞ্ছা ছিল কন্যার বিবাহ দিয়া তিনি গঙ্গাবাসিনী হইবেন। ফলতঃ এই অভিপ্রায়ে রঘুনাথ লাহিড়ি নামক খাজুরা নিবাসী এক সৎকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ কুমারকে কন্যা দান করিয়া তাঁহাকে তাবৎ বিষয়ের অধ্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ হতভাগ্য ব্রাহ্মণকুমার বিবাহের অল্প দিবস পরে পরলোক গমন করিলেন। তাহাতে আপনি অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগে বঞ্চিত হইলেন এবং রাজনন্দিনীকেও চির দুঃখিনী করিলেন। রাণী ভবানী জামাতার মরণে অত্যন্ত মনস্তাপ পাইয়াছিলেন, এবং দান ধ্যানে সদা সুখে থাকিয়াও দুহিতার পতিহীনত্ব যন্ত্রণার জন্য সতত দুঃখিতা থাকিতেন।

কথিত আছে রাজকন্যা তারা অতি রূপবতী ছিলেন। তাঁহার রূপের গৌরব এমত ছিল যে মুর-

সিদাবাদের নবাব ও তৎপারিষদ গণ তদভিলাষী হইয়া তাঁহাকে হরণার্থ অনেক সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তন্মাতার অন্নে প্রতিপালিত যাবতীয় কৌপীনধারী মহান্তগণ তাহাতে কুপিত হইয়া এক হস্তে ঢাল ও এক হস্তে করবাল লইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল; সেই জন্য তাঁহাকে হরণ করিতে পারে নাই। তাহার পর অবধি রাণী ভবানী তাঁহাকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিতেন, স্থানান্তরে যাইতে দিতেন না। তৎকালে যবন রাজাদিগের এই সকল দৌরাত্ম্যের জন্য বিশিষ্ট লোকের কন্যা ও পুত্রবধূরা কখন বাটীর বাহির হইতে পারিত না।

রাণী ভবানী জামাতার পরলোকান্তে একেবারে বিষয়াদির মায়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এবং তিনি যে প্রকার দান করিয়াছিলেন তাহা শুনিলে অতি আশ্চর্য্য বোধ হয়। ফলতঃ তাঁহা অপেক্ষায় বড় যে সকল রাজা ছিলেন তাঁহারাও তাঁহার তুল্য দান করিতে পারেন নাই। তিনি ব্রাহ্মণ গঙ্গাবাসী ক্ষেত্রধামবাসী ও আখড়াধারী মহান্ত ও অতিথিদিগের বৎসর বৎসর এক লক্ষ আশি সহস্র টাকা নগদ বৃত্তি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ সকল লোকেরা তাহাতে দেব সেবা ও অতিথি সেবা ও নানা প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্মাদি করিত; এবং বৃত্তির মধ্যে ২০। ২৫ সহস্র টাকা অধ্যাপক ও পণ্ডিতদিগকে দিয়াছিলেন; ঐ অধ্যাপক পণ্ডিত গণ টোল ও চতুষ্পাঠী স্থাপন

করিয়া এক এক জন অনেক অনেক ছাত্রকে বিদ্যা ও অন্ন দান করিতেন; আর ঐ বৃত্তি চিরস্থায়ি হয় অর্থাৎ তাহারা পুরুষানুক্রমে ভোগ করিতে পারিবে এই জন্য রাণী ভবানী ১১৯৫ (কং ৪৮৯০) সালে কোম্পানির ভাণ্ডার হইতে ঐ ১৮০০০০ টাকা আপন জমীদারি ভুক্ত করিয়া বৎসর বৎসর ঐ টাকা সরকারে দাখিল করিতেন। এবং ঐ বৃত্তিভোগি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলে কোম্পানি হইতে ঐ টাকা প্রাপ্ত হইয়া পুরুষানুক্রমে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে এবং তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনোপায় হইয়াছে।

এই নগদ বৃত্তি ব্যতীত রাণী ভবানী স্বীয় অধিকারস্থ ও অপর অধিকারস্থ অর্থাৎ বীরভূম ও রাজসাহি ও দিনাজপুর ও রঙ্গপুর ও মুরশিদাবাদ ও যশোহর ও ঢাকা বাসী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণকে ন্যূনাধিক পাঁচ লক্ষ বিঘা ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর ও মহত্রাণ দিয়াছিলেন। ঐ সকল ভূমির কর ছিল না। এবং তাহার উপস্বত্বে অনেক দীন দুঃখি ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোকেরা সুখে কাল যাপন করিয়া আসিতেছে (১)।

(১) কিন্তু ইদানীং কোম্পানি বাহাদুর লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া এইরূপ অনেক ভূমিতে কর ধার্য্য করিয়াছেন, এবং নগদ বৃত্তির মধ্যেও অনেকের বৃত্তি হরণ করিয়াছেন। রাণী ভবানী ঐ সকল টাকা আপন শিরে লইয়াছিলেন তথাপি কোম্পানি বাহাদুর তাহা গ্রহণ করিতেছেন।

উপরি উক্ত নগদ বৃত্তি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ভূমি দান ভিন্ন রাণী ভবানী অনেক স্থানে অর্থাৎ কাশী ও গয়া ও রাজসাহি ও বড়নগরে অনেক দেবালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কাশীতে যে দেবালয় ও সেবা স্থাপন করেন তাহা অতি প্রশংসনীয়। ঐ স্থানে তিনি অনেক মুর্ত্তি ও বিগ্রহ স্থাপন করেন, তন্মধ্যে বিশ্বেশ্বর ও দণ্ডপাণি ও দুর্গা ও তারা ও রাধা কৃষ্ণ ইঁহারাই প্রধান। ইহা ভিন্ন শত শত শিবলিঙ্গ ছিল। আর এই সকল বিগ্রহাদির জন্য প্রস্তরময় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা ভিন্ন যাণবান্ধা ঘাট ও অতিথিশালা অনেক ছিল। আর কাশীর মধ্যে ৩০০ শত বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে তীর্থবাসী লোকেরা বাস করিত এবং যে সকল লোকেরা অসঙ্গতি বা শেষাবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কাশী বাসের ইচ্ছা করিত তাহাদিগকে সপরিবারে ঐ সকল বাটীতে স্থান দান পূর্ব্বক যাবজ্জীবন অন্ন দান করিতেন, এবং তাহাদের মরণান্তে তাহাদের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি শাস্ত্রানুসারে করাইতেন।

ইহা ভিন্ন কাশীর চতুর্দ্দিকে পঞ্চ ক্রোশ ব্যাপিয়া কিঞ্চিৎ ব্যবধানে এক এক ধর্ম্ম চোকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। অর্থাৎ ঐ ঐ স্থানে এক এক পিলপা ও এক এক বৃক্ষ ও এক এক কূপ খনন করিয়া দিয়াছিলেন। পথশ্রান্ত লোক বা যাহারা আপন মস্তকে

দ্রব্যাদি বহন করে তাহারা শ্রান্ত বা পিপাসাযুক্ত হইলে বিনা সাহায্যে চোকের উপর মোট বা দ্রব্যাদি রাখিয়া বৃক্ষ মূলে বসিয়া বিশ্রাম এবং জল পানাদি করিয়া চোকের উপর হইতে অক্লেশে মোট আপন মস্তকে লইয়া পুনর্ব্বার গমন করিত। মোট নামাইয়া বা তুলিয়া দিতে কাহার সহায়তার আবশ্যক হইতনা। ঐসকল ধর্ম্ম চোকা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহা ভিন্ন ঐ পঞ্চ ক্রোশের মধ্যে এক এক ক্রোশ অন্তরে এক এক পুষ্করিণী ও স্থানে স্থানে তড়াগ ও বাপী ও কূপ খনন করা ছিল। সেই সকল স্থানে পথিক লোক বিশ্রামাদি করিত, এবং ঐ সকল লোকেরা রন্ধনাদি করিয়া আহার করে এই জন্য প্রস্তরে খোদিত থালা ও বাটী ও জলপাত্র ও তণ্ডুলাদি ও ফল মূল প্রস্তুত থাকিত। স্থানে স্থানে পথিকেরা স্বচ্ছন্দে আহার ও বিশ্রাম করিত।

এতদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে সদাবৃত্ত দেওয়া যাইত। আর নিজ কাশীতে নিত্য প্রাতঃকালে এক প্রস্তরের চৌবাচ্চাতে আট মন বুট ভিজান যাইত, তাহা অনাহুত যে সকল লোক আগত হইত তাহাদিগকে দেওয়া যাইত। এবং অন্নপূর্ণার বাটীতে নিত্য নিত্য পঁচিশ মন তণ্ডুল বিতরণ হইত। আর দেব দেবীর পূজা ও ভোগের যেমন ধুমধাম, সেই রূপ পারিপাট্য ছিল। এই সকল ভোগে অন্ন ও নানা প্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইত, চারি পাঁচ সহস্র লোক উত্তম

রূপে আহার করিত। আর দণ্ডী ও কুমারী ও সধবা প্রত্যহ ১০৮ জন ইচ্ছা ভোজন করিত, তাহাদিগকে এক এক টাকা করিয়া দক্ষিণা দেওয়া যাইত। পরন্তু মনুষ্যের প্রতি তাঁহার যেমত কৃপা জীব জন্তুর প্রতি ও সেই রূপ ছিল। কথিত আছে কাশীর পঞ্চ ক্রোশের মধ্যে যে যে স্থানে পক্ষি ইত্যাদি বাস করিত সেই সেই স্থানে অন্ন নিক্ষিপ্ত হইত, ও পিপালিকাদির গর্ত্তের সম্মুখে নিত্য নিত্য চিনি ও অন্য অন্য মিষ্ট দ্রব্য দেওয়া যাইত।

কথিত আছে যখন রাণী কাশীতে গমন করিয়াছিলেন তখন ১৭০০ নৌকা তাঁহার সমভিব্যাহারে গিয়াছিল। এবং প্রতি বৎসর তণ্ডুল ও অন্য খাদ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া ন্যূনাধিক ১০০০ নৌকা যাইত।

এই সকল দানাদির জন্য কাশীতে রাণী ভবানীর নাম অতি জাজ্বল্যমান আছে এবং অনেকে তাঁহাকে দ্বিতীয় অন্নপূর্ণা কহে। জনশ্রুতি আছে এক সময়ে রাজসাহী হইতে কাশার ব্যয়ার্থ টাকা যাইতে বিলম্ব হইয়াছিল, তজ্জন্য রাণী ভবানী অমৃতলাল নামক এক ধনবন্ত বণিকের স্থানে এক লক্ষ টাকা কর্জ্জ চাহিয়াছিলেন। তাহাতে ঐ বণিক কহিয়াছিল যে বঙ্গ দেশে অতি সামান্য লোকে অল্প জমিদারি করিয়া আপনাদিগকে রাজা ও রাণী কহায়, কিন্তু তাহাদের বিষয় সম্পত্তি কিছু অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায়না, আমি রাণী ভবানীকে জানিনা টাকা কর্জ্জ দিবনা। এই

কথা বলিয়া রাণীর লোককে বিদায় করিয়া দিয়াছিল। পরে নিদ্রা কালে ঐ বণিক স্বপ্ন দেখিল, অন্নপূর্ণা তাহার নিকট আসিয়া বলিতেছেন, অরে অবোধ কি করিয়াছিস, রাণী ভবানী তোমার স্থানে টাকা চাহিয়াছিলেন তাহাতে তুমি কি কহিয়াছ, আমাতে ও তাঁহাতে কিছু মাত্র ভেদ নাই।

এই প্রকার স্বপ্ন দর্শনানন্তর নিদ্রাভঙ্গ হইলে পর বণিক প্রত্যুষে এক লক্ষ মুদ্রা লইয়া রাণীর বাস স্থানে গিয়া বলিল, আমি রাণী ঠাকুরাণীকে জানিতে পারি নাই, এই জন্য টাকা কর্জ্জ দিই নাই, কিন্তু আমি টাকা আনিয়াছি এই টাকা রাণীকে দিতেছি, কিন্তু আমি এক বার তাঁহার চরণ দর্শন করিব। রাণী ভবানী বলিয়া পাঠাইলেন এখানে আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি না, কিন্তু যখন অন্নপূর্ণার মন্দিরে যাইব তখন সাক্ষাৎ হইবে। অনন্তর যখন রাণী ভবানী অন্নপূর্ণার মন্দিরে গিয়া অন্নপূর্ণার পূজা করিতেছিলেন তখন বণিক দেখিল যে অন্নপূর্ণা ও রাণী ভবানী অভেদাকার। তদবধি অন্নপূর্ণা ও রাণী ভবানীর নামের ভেদ ছিলনা, এবং সেই পর্য্যন্ত কাশীতে রাণী ভবানীর যেমত সুখ্যাতি এমত কাহার নাই।

গয়াধামেও রাণী ভবানী অনেক পুণ্যকর্ম্ম ও দেবালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি যখন কাশীধামে গমন করেন তখন তথায় অনেক দান বিত-

রণ করেন এবং গঙ্গালিকে নগদ ও জহরাতে পাঁচ লক্ষ টাকা দেন।

রাজসাহী জিলাতে এবং নাটোরের রাজধানীতে রাণী ভবানী অনেক দেবালয় ও পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছেন, এবং ঐ জিলাতে অনেক লাখেরাজ ও ব্রহ্মোত্তর দিয়াছেন। কিন্তু নাটোর গঙ্গাহীন স্থান এজন্য তথায় অধিক কাল বাস না করিয়া মুরশিদাবাদ জিলার অন্তঃপাতি বড়নগর গ্রামে জাহ্নবী তীরে প্রায় বাস করিতেন। ঐ স্থানে অনেক দেবালয় ও মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন অনেক অতিথি শালা এবং ২২ আখড়া ছিল। ঐ সকল আখড়াতে অনেক রমথা অতিথি বাস করিত। তাহাদিগের প্রতি-পালনার্থ এক এক আখড়াতে প্রতিদিন দুই টাকা অবধি ২০ টাকা পর্য্যন্ত দিতেন। এই দান নগদবৃত্তি-ভুক্ত ছিল। ইহা ভিন্ন অতিথি সেবার ও দানের অত্যন্ত ধুমধাম ছিল।

রাণী ভবানী আপন হস্তে সকল দান করিতে পারি-তেন না, এজন্য আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে দরিদ্র বা দায়গ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে পোদ্দার এক টাকা পর্য্যন্ত দান করিতে পারিবে। ধনরক্ষক এক টাকা অবধি ৫ টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারিবেক। মুচ্ছদ্দি ৫ টাকা অবধি ১০ টাকা পর্য্যন্ত দান করিতে পারিবে। এবং দেওয়ান ১০ টাকা অবধি ১০০ টাকা পর্য্যন্ত দান করিবে। এই সকল দানে রাণীকে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন ছিল না।

১০০ টাকার অধিক হইলে রাণীর অনুমতি আবশ্যক হইত। ইহা ভিন্ন আপন অধিকারের মধ্যে ব্রাহ্মণকন্যা মাত্রের বিবাহ উপস্থিত হইলে কন্যা দানের সমুদয় ব্যয় সরকার হইতে দিতেন। আর দুর্গোৎসব কালে ২০০০ পট্টবস্ত্র ক্রয় করিয়া কুমারী ও সধবা স্ত্রীলোক-দিগকে দিতেন, এবং ঐ সঙ্গে এক এক যোড়া শঙ্খ ও এক একটি সোণার নত দিতেন। আর প্রতি-পদ অবধি নবমী পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক শত কুমারীকে একদা স্বর্ণালঙ্কারে পূজা করিতেন এবং দেশীয় ও বিদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণকে ৫০,০০০ পঞ্চাশ সহস্র টাকা বার্ষিক দিতেন।

রাণী ভবানীর রাজ্যে রোগিদিগের চিকিৎসা করা-ইবার অতি উত্তম ধারা ছিল, অর্থাৎ তিনি আট জন বৈদ্যকে বেতন দিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারা বড় নগর ও তৎচতুঃপার্শ্বস্থ সাত খান গ্রামের সমু-দায় রোগি লোকের চিকিৎসা করিয়া বেড়াইত। ঐ আট জন বৈদ্যের দুই দুই ভৃত্য নিযোজিত ছিল। তাহারা রোগিদিগের শুশ্রূষা ও ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য বৈদ্যদিগের সঙ্গে সঙ্গে যাইত। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক বৈদ্যের সঙ্গে দুই তিন জন ভারী পাচন, ক্ষুদ্র মৎস্য, পুরাতন তণ্ডুল, মুগের দাইল, মিছরি ও রোগির অন্য অন্য আহারীয় দ্রব্য লইয়া যাইত। যে রোগির যে দ্রব্য আবশ্যক হইত তাহা বৈদ্যগণের বিধান মত প্রস্তুত করিয়া দিত। আর এই সকল গ্রামে

কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার সংকারাদির ব্যয় সরকার হইতে দেওয়া যাইত। অপর গ্রামস্থ দীন দরিদ্র লোক মরিলে, ব্রাহ্মণের সংকার জন্য ৫ টাকা ও শূদ্রের সংকারে ৩ টাকা করিয়া দিতেন। এবং সতী স্ত্রী সকল পতির সহগমন করিলে এক থান বস্ত্র ও এক যোড়া শঙ্খ, আর লোকের অবস্থা বিবেচনায় কাহাকে ৫, কাহাকে ৭, কাহাকেও ১০ টাকা করিয়া দিতেন।

অপর রাণী ভবানীর দান যেমত অদ্বিতীয় তাঁহার সম্মানও সেইরূপ ছিল। হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে অতিশয় মান্য করিতেন। কথিত আছে, তিনি যখন গয়াতে পিণ্ডদান করিতে গিয়াছিলেন তখন টিকারির রাজা কহিয়াছিলেন, পাঁচ লক্ষ টাকা না দিলে তাঁহাকে পিণ্ডদান করিতে দিবেন না। রাণী ভবানী এই কথা মুরশিদাবাদের নবাবকে জানাইয়াছিলেন, তাহাতে নবাব তখনি মুঙ্গেরের সুবাদারকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, ঐ রাজার রাজ্য আক্রমণ করে। তখন ঐ রাজা রাণীর স্থানে গলবস্ত্র হইলেন এবং করগ্রহণ না করিয়া পিণ্ডদান করিতে দিলেন। কিন্তু রাণী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে তিন লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ রাজা কিয়ৎকাল পরে আপন ভূম্যাদির রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হইয়া নবাবের ইল্লতখানায় কয়েদ হইয়াছিলেন। তখন রাণী ভবানী ঐ টাকা আপনি দিবেন এই কথা বলিয়া তাঁহাকে কারামোচন করেন। তাহাতে

ঐ রাজা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ স্বীয় পাগড়ি এক খান থালে আচ্ছাদন করিয়া তাঁহার নিকট এই কথা বলিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করি নাই, কিন্তু তিনি আমার মস্তক কিনিয়া রাখিলেন।

আর ইংরাজেরা রাজ্যাধিপতি হইলেও তাঁহারা রাণী ভবানীর যথেষ্ট গৌরব করিতেন। জনশ্রুতি আছে রাণীর দেবার্চ্চনাতে বিশেষ মনোযোগ প্রযুক্ত তাঁহার শেষাবস্থাতে ভূম্যাদির কর সুশৃঙ্খলামতে আদায় হইত না। তাহাতে একবার ১১ লক্ষ টাকা বাকি পড়াতে শোর সাহেব, যিনি কর সংগ্রহ করিতেন, তিনি রাণীর তাবৎ জমীদারী খণ্ড খণ্ড করিয়া অন্যকে পত্তন করিবার মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু রাত্রিযোগে সাহেব স্বপ্ন দেখিলেন, একটা শ্যামামূর্ত্তি নারী খড়্গ হস্তে তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিল, যদি তুমি রাণী ভবানীর ভূম্যাদি অন্য কাহাকেও দাও তবে এই খড়্গ দ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করিব। ইংরাজেরা স্বপ্ন মানেন না, কিন্তু তৎকালের সাহেবেরা পুণ্যাহের সময় ঘট স্থাপন করিতেন এবং মাথায় টোপর দিয়া বসিতেন, অতএব স্বপ্ন মানিবেন আশ্চর্য্য নহে। ফলতঃ ঐ স্বপ্ন দর্শনের পর শোর সাহেব রাণী ভবানীর জমী-দারী অন্য হস্তে অর্পণ করেন নাই।

পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে রাণী ভবানীর বৃদ্ধাবস্থাতে ভূম্যাদির কর সুন্দররূপ সংগ্রহ হইত না, তাহাতে

কখন কখন ব্যয়ের টানা টানি হইত। কিন্তু তিনি যাহাকে যাহা অঙ্গীকার করিতেন তাহার অন্যথা কখন হইত না। কথিত আছে এক সময় (কং ১১৮৮ সালে) রাজস্ব হইতে তাবদ্ব্যয় সমাধা না হওয়াতে তিনি খামারের শস্যাদি বিক্রয় করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। পরে ঐ শস্যাদি বিক্রয় হইয়া তিন লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইল, কিন্তু টাকা আগত না হইতেই রাণী ঠাকুরাণী ব্যয়ের এক ফর্দ্দ করাইলেন; অমুককে এত দিতে হইবেক, অমুককে এত দিতে হইবেক। এই প্রকার ঐ সকল অঙ্ক একত্র করিয়া দেখিলেন যে তিন লক্ষ টাকা হইতে অনেক অধিক হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার নিয়ম ছিল কোন কথা মুখ হইতে নির্গত হইলে তাহা প্রাণান্তেও অন্যথা করিতেন না, ইহাতে ঐ অধিক তখনি অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দিলেন, তথাচ যে কথা পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন তাহা অন্যথা করিলেন না।

রাণী ভবানীর পূজা আহ্নিকের নিয়ম অতি কঠিন ছিল। তিনি প্রত্যহ চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে গাত্রোত্থান করিয়া জপ করিতে বসিতেন। রাত্রি অর্দ্ধদণ্ড থাকিতে জপ শেষ হইলে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিতেন। সে সময়ে অন্ধকার থাকিত এজন্য ভৃত্যেরা অগ্র পশ্চাৎ মশাল ধরিয়া যাইত। পুষ্পচয়নানন্তর নিশা-[illegible]ন কালে গঙ্গা স্নান করিতেন। তাহার পর বেলা [illegible] দণ্ড পর্য্যন্ত ঘাটে বসিয়া জপ ও গঙ্গা পূজা ও

শিব পূজা করিতেন। তাহার পর প্রত্যেক দেবালয়ে গিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়া বাটীতে আসিয়া পুরাণ শ্রবণ এবং বাণলিঙ্গ শিবের পূজা ও ইষ্ট পূজা করিতেন। ইহাতে প্রায় দুই প্রহর বেলা হইত। তদনন্তর কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করিয়া আত্মপরিবারস্থ ব্রাহ্মণ সকলের ভোজনান্তে স্বপাকে দশ জন ব্রাহ্মণকে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইতেন। তাহার পর আড়াই প্রহর বেলার সময় আপনি হবিষ্যান্ন আহার করিতেন। তদনন্তর দেওয়ান খানাতে কুশাসনে উপবেশন করিয়া মুখ শুদ্ধি করিতেন। ঐ সময়ে মুনশিগণ উপস্থিত হইলে বিষয় কর্ম্মের যে আজ্ঞা দিতেন তাহা তাঁহারা লিখিয়া লইত। তৃতীয় প্রহরের সময় পুনর্ব্বার ভাষাতে পুরাণ শ্রবণ করিতেন। দুই দণ্ড বেলা থাকিতে পুরাণ সমাপন হইত। সেইসময়ে মুনশীগণ তাঁহার আজ্ঞানুযায়ি লেখনাদি প্রস্তুত করিয়া স্বাক্ষরাদি করাইতে আসিত। রাণী ভবানী ঐ লেখনাদি শ্রবণ করিয়া তাহাতে মোহর করিয়া দিতেন। তদনন্তর সায়ং কালে পুনর্ব্বার গঙ্গা দর্শন এবং গঙ্গাকে ঘৃত প্রদীপ দিতেন। তৎপরে আত্মালয়ে আসিয়া রাত্রি চারি দণ্ড পর্য্যন্ত মালা জপ করিতেন। তাহার পর জল গ্রহণান্তে দেওয়ানখানাতে বসিয়া দরবার ঘটিত যে সকল কার্য্যের সংবাদ হইত তাহার যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তাহার আজ্ঞা দিতেন। রাত্রি এক প্রহরের সময় প্রজাদিগের নালিশাদি শুনিয়া

তাঁহার বিচার করিতেন। তদনন্তর দুই তিন দণ্ড কাল অন্যালাপ করিতেন। পরে পৌরগণ কে কি ভাবে থাকে তাহার অনুসন্ধান করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময় শয়ন করিতেন।

আর তাঁহার এমত শাসন ছিল যে যজ্ঞোপবীত হওনানন্তর যদি ব্রাহ্মণ কুমারেরা প্রাতঃস্নান না করিত এবং প্রাতঃ সন্ধ্যার চিহ্ন ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র কপালে দৃষ্ট না হইত তবে তাহাদিগকে তখনি গঙ্গাপার করিয়া দিতেন। বালকদিগের পঞ্চ বৎসর বয়ঃক্রম হইলেই তাহাদিগকে প্রাতঃস্নান অভ্যাস করাইতেন এবং পঞ্চ পর্ব্বে ও অন্য অন্য নিষিদ্ধ দিবসে তাঁহার পরিবারস্থ পুরুষেরা স্ত্রীর মুখাবলোকন করিতে পারিতেন না।

রাণী ভবানী ৩২ বৎসর বয়সে পতিহীনা হইয়া ৭৯ বৎসরে পরলোক গমন করেন। তিনি মধ্যমাকারা ও অতিসুন্দরী ছিলেন, এবং যদিও অত্যন্ত প্রাচীনা হইয়াছিলেন তথাপি পশ্চাৎ হইতে দেখিলে তাঁহাকে বিংশতিবর্ষা যুবতীর ন্যায় বোধ হইত। তাঁহার তাবৎ দন্ত পতিত হইয়াছিল, কিন্তু সম্মুখের কয়েকটা কেশ পাকিয়াছিল মাত্র তদ্ভিন্ন সকল কেশ কাঁচা ছিল। এত বয়ঃক্রমেও তাঁহার এমত সামর্থ্য ছিল যে নিত্য পূজাদি করিয়া স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করিতেন এক দিনের নিমিত্তও ঐ নিয়মের অন্যথা হয় নাই।

রাণী ভবানী বৈধব্য দশার পর জামাতার পরলোকান্তে পোষ্য পুত্র রাখিয়াছিলেন। ঐ পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ। তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তাঁহাকে সর্ব্বাধিকারী করিয়া আপনি গঙ্গাতীরে বাস করিয়াইয়াছিলেন; বিষয় কর্ম্ম কিছু দেখিতেন না। রাজা রামকিং কৃষ্ণ অত্যন্ত তাপসিক ছিলেন এবং রাজ কর্ম্মে বিরাগ প্রযুক্ত তাঁহার জীবদ্দশাতেই অনেক বিষয় নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ দোষ নাই। তিনি যে সকল পুরাতন কর্ম্মকারকদিগকে বিষয়ের রক্ষক করিয়াছিলেন তাহারাই ভক্ষক হইয়া ঐ সকল বিষয় কলে কৌশলে আপনারা গ্রাস করিল। সম্প্রতি ঐ সকল লোকেরা রাজসাহী জিলার প্রধান প্রধান জমিদার হইয়াছে। এবং যে রাণী ভবানীর কীর্ত্তি তাবৎ বঙ্গ ভূমিতে জাজ্বল্যমান ও যাঁহার অন্নে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিপালিত হইয়াছে এক্ষণে তাঁহার পরিবারস্থেরা সামান্যের মধ্যে গণনীয় হইয়াছেন।

সম্পূর্ণ।